পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 98 Sunday, 9 March, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৯৮ সংখ্যা ❋ ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১, রবিবার, ৯ মার্চ ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘ভূতুরে’ ভোটার নিয়ে অভিষেকের ভার্চুয়াল বৈঠক পিছোল একদিন!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার ভোটার তালিকা থেকে 'ভূতুড়ে' ভোটার তাড়ানোর যে পণ করেছেন, এবং তারপর গোটা তৃণমূল দল যেভাবে মাঠে নেমে কাজ শুরু করেছে, তার ফলেই নির্বাচন কমিশন তিনমাসের মধ্যে ভোটার তালিকার ত্রুটি সংশোধন করতে উদ্যত হয়েছে বলে দাবি রাজ্যের শাসকদলের। এই ঘটনাকে তৃণমূল নেতৃত্ব মমতার জয় হিসাবেই দেখছে। অথচ, এই প্রেক্ষাপটেই অন্য একটি ঘটনাক্রম নিয়ে ক্রমশ জলঘোলা হয়েই চলেছে। প্রশ্ন উঠছে, তৃণমূলের অন্দরে সব ঠিক আছে তো? কারণ, আজ (শনিবার - ৮ মার্চ, ২০২৫) জানা গেল, আগামী ১৫ মার্চ (২০২৫) তৃণমূল কংগ্রেসের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভূতুড়ে ভোটার সংক্রান্ত যে ভার্চুয়াল বৈঠকের ডাক দিয়েছিলেন, তা একদিন পিছিয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে অবশ্য দাবি করা হচ্ছে, যেহেতু আগামী ১৪ ও ১৫ মার্চ - এই দু'দিন ধরে দোলযাত্রা এবং হোলি উৎসব রয়েছে, তাই অভিষেকের ওই ভার্চুয়াল বৈঠক ১৫ মার্চের বদলে, তার পরদিন অর্থাৎ রবিবার (১৬ মার্চ, ২০২৫) করা হবে। কিন্তু, প্রথম থেকেই অভিষেকের এই বৈঠক ডাকা এবং তার পরবর্তী ঘটনাক্রম নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে তো বটেই, এমনকী দলের অন্দরেও নানা প্রশ্ন উঠেছে বলে দাবি সূত্রের। প্রথমত, নেতাজি ইন্ডোরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গঠন করে দেওয়া 'ভূত তাড়াও' সংক্রান্ত কোর কমিটির প্রথম বৈঠক

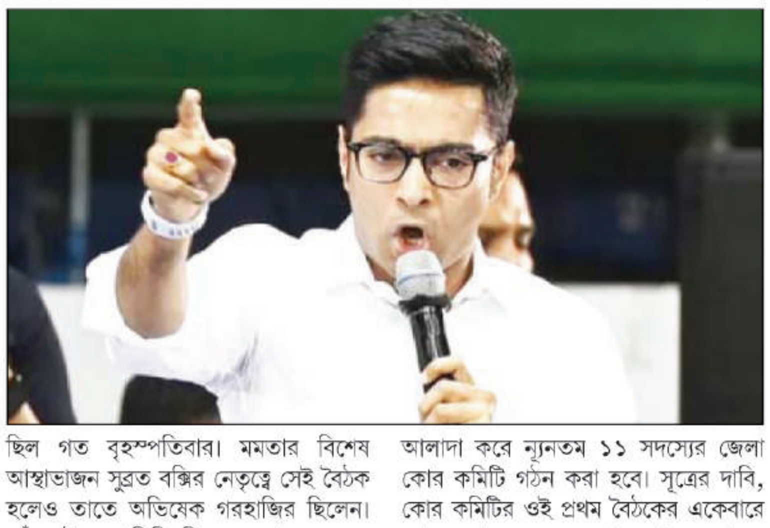

ছিল গত বৃহস্পতিবার। মমতার বিশেষ আস্থাভাজন সুব্রত বক্সির নেতৃত্বে সেই বৈঠক হলেও তাতে অভিষেক গরহাজির ছিলেন। তাঁর এই অনুপস্থিতি নিয়ে জল্পনা শুরু হতে না হতেই জানা যায়, ১৫ মার্চ আলাদা করে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন অভিষেক। সেই বৈঠকে জেলা থেকে আসার রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে। তারপর তা পাঠানো হবে দলনেত্রীকে। এই সিদ্ধান্তের আগেই অভিষেকের অনুপস্থিতিতে হওয়া কোর কমিটির প্রথম বৈঠকে স্থির করা হয়, ভূতুড়ে ভোটার বাছাই করার জন্য প্রত্যেক জেলায় আলাদা করে ন্যূনতম ১১ সদস্যের জেলা কোর কমিটি গঠন করা হবে। সূত্রের দাবি, কোর কমিটির ওই প্রথম বৈঠকের একেবারে শেষ লগ্নে নেতৃত্বের কাছে খবর আসে- অভিষেক ১৫ তারিখ আলাদা করে ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন। এবং মোবাইলে মেসেজের মাধ্যমে সেই তথ্য কোর কমিটি বাকি সদস্য ও সংশ্লিষ্ট নেতানেত্রীরা পান। শোনা যাচ্ছে, এই মেসেজ যখন তাঁদের কাছে পৌঁছয়, তখন তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ তৃণমূল ভবনের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছিলেন, কেউ আবার গাড়িতে উঠে ফেরার পথে ধরেছিলেন! সূত্রের দাবি, বৈঠক সম্পর্কে দলীয় সদস্যদের এভাবে অবগত করার পদ্ধতি নিয়েই নাকি দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে অন্তত তেমনটাই দাবি করা হচ্ছে। এদিকে, জেলাস্তরে কোর কমিটি গড়ার বিষয়টি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্থগিত হয়ে যায় স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে! কারণ, তিনি নাকি এই উপ-কমিটি গঠনের বিষয়ে অবগত ছিলেন না এবং এই বিষয়ে যা করার, তা তিনি নিজেই করতে চান। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠেছিল, তাহলে কি আগামী ১৫ মার্চ অভিষেক আর বৈঠক করবেন? সেই বৈঠকে কারা উপস্থিত থাকবেন? ইত্যাদি। এখন আবার শোনা যাচ্ছে, সেই বৈঠকের দিনক্ষণই পালটে গিয়েছে। এর কারণ হিসাবে তৃণমূল যে ব্যাখ্যাই দিক না কেন, রাজনৈতিক মহলের কৌতূহল তাতে কমবে না। ওই দিনের বৈঠকে কারা যোগ দেন, সেখানে কী আলোচনা হয়, তা জানতে আগ্রহী থাকবে সব পক্ষই। এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

কলকাতা হাইকোর্ট পেল তিন নতুন বিচারপতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতিদের ঘাটতি রয়েছে বলে উষ্মা প্রকাশ করছিল আইনজীবী সংগঠনগুলি। বেশ কিছু সময় ধরেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা চলেছে। অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম সমস্যা সমাধানে বড় সিদ্ধান্ত নিল। কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে তিনজনকে নিযুক্ত করা হচ্ছে। দিন কয়েক আগে কলকাতা হাইকোর্টে নতুন বিচারপতি নিয়োগের জন্য পাঁচজনের নাম সুপারিশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম। তাঁরা ছিলেন স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র, তলয় মাসুদ সিদ্দিকি, কৃষ্ণরাজ ঠাকুর, এবং আইনজীবী ওম নারায়ণ রাই। এঁদের মধ্যে তিনজনকে বেছে নেওয়া হয়েছে হাইকোর্টের নতুন বিচারপতি হিসেবে। তাঁরা হলেন স্মিতা দাস দে, ঋতব্রত কুমার মিত্র এবং ওম নারায়ণ রাই। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে এই নিয়োগের বিষয়টি জানিয়েছেন। বলেন, সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম পাঁচজন আইনজীবীর নাম সুপারিশ করার পর রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আলোচনা করে এই তিনজনের নামে সবুজ সিগন্যাল দিয়েছে। এঁরাই কলকাতা হাইকোর্টে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হতে চলেছেন। গত জানুয়ারি মাসে খবর হয়েছিল, বিচারপতির শূন্য পদের নিরিখে শতাংশের বিচারে দেশে তৃতীয় স্থানে পৌঁছে গেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ২০২২ সালের পরে এই হাইকোর্টে আইনজীবীদের মধ্যে থেকে বিচারপতি নিয়োগে ছাড়পত্র দেয়নি কেন্দ্র। এই অবস্থায় ২৯টি শূন্যপদে বিচারপতি নিয়োগের জন্যে আইনজীবীরা গণস্বাক্ষর করে চিঠি পাঠান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে। একই দাবি জানানো হয়েছিল কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর কাছেও। তারপরই এল এই খবর।

ব্রাত্যর এলাকায় এসএফআই-এর প্রতিবাদ মিছিল, ড্রোনে নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ ক'দিন আগেই বাম ছাত্র সংগঠনের তরফে গোটা দমদম এলাকায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর নামে 'সন্ধান চাই' পোস্টার এঁটে দেওয়া হয়েছিল। এবার তাঁরই খাসতালুকে যাদবপুরকাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল করল এসএফআই। শনিবার বিকেলে দমদম থেকে নাগেরবাজার পর্যন্ত এই মিছিল হয়। কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেই কারণে ড্রোন দিয়ে নজরদারি চালায় পুলিশও। এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে বলেন, ''আমি বারবার বলছি ব্রাত্য বসু একজন ক্রিমিনাল। কিন্তু উনি যদি ক্রিমিনাল না হন সেটা তো তাঁকে প্রমাণ করতে হবে। আমাদের একেবারেই ভাল লাগছে না শিক্ষামন্ত্রীকে ক্রিমিনাল বলতে। এর থেকে বাঁচবার একটাই উপায় ব্রাত্য

বসুর হাত থেকে শিক্ষা ডিপার্টমেন্ট সরিয়ে নেওয়া।'' বস্তুত, ব্রাত্য বসুকে 'ক্রিমিনাল' বলেই বাম ছাত্র সংগঠনের তরফে লেকটাউন, কালিন্দী বাস স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে গোটা দমদম এলাকায় পোস্টার দেওয়া হয়। লেখা হয়, ওয়ান্টেড... যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন ছাত্রের উপর গাড়ি চাপা দিয়ে পলাতক। যার উপরে ছিল শিক্ষামন্ত্রীর ছবি। শুধু তাই নয়, সেই পোস্টারে আরও লেখা হয়, যে সন্ধান পেলে স্থানীয় পুলিশ স্টেশনে জানান। গত শনিবার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে ঘিরে যে ঘটনা ঘটেছিল, তার রেশ এখনও কাটেনি। ওই দিন হামলা হয়েছিল মন্ত্রীর গাড়িতে। তাতে আহত হন ব্রাত্য। আবার পড়ুয়াদের অভিযোগ, মন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছেন এক ছাত্র। যা নিয়ে তরজা এখনও তুঙ্গে। সেই আবহেই ঝাঁঝ বাড়াতে পথে নামল এসএফআই।

সাইবার ক্রাইম রুখতে পুলিশে নতুন পদ, আগামী মন্ত্রিসভাতেই প্রস্তাব পাশের সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ সাইবার প্রতারকদের পাল্লায় পড়ে কয়েক বছরে কোটি কোটি টাকা খুইয়েছেন কলকাতার অধিকাংশ মানুষ। কলকাতা পুলিশের বজ্রআঁটুনিতেও জালিয়াতিতে রাশ টানা যাচ্ছে না। আর সেই কারণেই সাইবার জালিয়াতি রুখতে আগামী ফেরত পেতে প্রচুর ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে প্রতারিতদের। সিপি জানান, আটকে যাওয়া টাকা দ্রুত ও বিনা বাধায় প্রতারিতদের ফেরত দিতে হবে। সম্প্রতি, এই বিষয়ে একটি বৈঠকও করেন তিনি। জানা গিয়েছে, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে তিনি বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত

মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রস্তাব রাখতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। শনিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ ব্যাপারে নগরপাল মনোজ ভার্মা জানান, জয়েন্ট সিপি সাইবার এবং জয়েন্ট লিগাল সাইবার হিসেবে দু'টি নতুন পদ তৈরি করা হচ্ছে। আগামী মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাশও হয়ে যেতে পারে বলে আশা করছেন তিনি। সিপির কথায়, সাইবার উইং যেটা আছে সেটাকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হচ্ছে। কারণ, যেভাবে অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে তাতে উইংকে ভাগ করা ছাড়া উপায় নেই। সাইবার সেলকে ছোট ছোট সেলে ভাগ করা হয়েছে। ডিসি সাইবার ছিলেন, তাঁর উপর জয়েন্ট সিপি সাইবার পদও তৈরি করা হয়েছে। আশা করছি এইভাবে আমরা সাইবার অপরাধ অনেকটাই কমাতে পারব। বস্তুত, সাইবার অপরাধের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সাইবার ক্রাইমের পাল্লায় পড়ে কোটি কোটি টাকা হারনো মানুষের সংখ্যাও বাড়ছে। যদিও পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের তৎপরতায় অনেক ক্ষেত্রেই সেই টাকা প্রতারকদের কাছে পৌঁছাচ্ছে না। আদালতের নির্দেশ মোতাবেক সেই অর্থ প্রাপকের কাছে ফেরতও দিচ্ছে পুলিশ। কিন্তু তারপরেও অভিযোগ উঠেছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই টাকা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছেন। সাইবার অপরাধ রুখতে লালবাজারের সাইবার থানাকে নিয়ে মোট ছ'টি শাখা গঠন করা হয়েছে। নগরপালের নির্দেশ অনুযায়ী, সাইবার থানার সঙ্গে রয়েছে অর্গানাইজড সাইবার ক্রাইম শাখা, সাইবার নিরাপত্তা এবং সাইবার সেফটি শাখা, সাইবার প্রতারণা রিকভারি শাখা, সাইবার ফরেন্সিক ল্যাব এবং সাইবার ক্রাইম কোঅর্ডিনেশন ও সাপোর্ট শাখা। সংশ্লিষ্ট শাখাগুলি শুক্রবার থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে। লালবাজার সূত্রে খবর, এই ছ'টি শাখা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধানের অধীনে কাজ করবে। সাইবার থানায় ৭ জন ইনস্পেক্টর থাকবেন। তাঁদের সঙ্গে থাকবেন ১০ জন অফিসার এবং ২৫ জন কনস্টেবলও। অন্যদিকে, অর্গানাইজড সাইবার ক্রাইম শাখায় আছেন ছ'জন ইনস্পেক্টর এবং ২৫ জন অফিসার। তাঁরা প্রয়োজনে স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ তৈরি করবেন। ওই গ্রুপ দ্রুত সাইবার অপরাধ চিহ্নিত করে তা ঠেকানোর কাজ করবেন। বাকি শাখাগুলির দায়িত্বে থাকছেন এক জন বা দু'জন করে ইনস্পেক্টর। মোট কথা সাইবার জালিয়াতি ও অপরাধ রুখতে আটঘাট বেঁধে নামছে কলকাতা পুলিশ।

১৫ দিন পরও নিটফল শূন্য! তেলঙ্গানার সুড়ঙ্গে আটকে পড়া শ্রমিকরা এখনও নিখোঁজ

হায়দরাবাদ, ৮ মার্চঃ ১৫ দিন পার হয়ে গেছে। এখনও তেলঙ্গানার সুড়ঙ্গের ধসে আটকে পড়া শ্রমিকদের হদিশই পাচ্ছে না উদ্ধারকারী দল! স্নিফার ডগ ব্যবহার

করে দুটি সম্ভাব্য জায়গার চিহ্নিত করেছে তাঁরা। কিন্তু সেই জায়গাতেও শ্রমিকরা রয়েছেন কিনা, তা স্পষ্ট নয়। তাই ওই শ্রমিকদের বাঁচার আশা আরও ক্ষীণ হল, তা বলাই যায়। গত ২২ ফেব্রুয়ারি এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধার কাজ শুরু হলেও উদ্ধারকারী দলের কাছে এখনও কোনও উত্তর নেই। সুড়ঙ্গের ভিতরে অনেকটাই ঢুকতে পেরেছে উদ্ধারকারী দল। কিন্তু আটকে থাকা শ্রমিকদের কোনও সাড়া-শব্দই পায়নি তাঁরা। তাই কেউ জীবিত রয়েছেন কিনা, সন্দেহ বাড়ছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ থেকে শুরু করে ভারতীয় সেনা, রেলের টিম পর্যন্ত নেমেছে উদ্ধারকাজে। তাঁদের যোগ্য সঙ্গত দিচ্ছে র‌্যাট মাইনার্সের দল। মোট ৭০০ জন উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। তবে নিটফল সেই শূন্য। আসলে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সুড়ঙ্গ থেকে বেরনো কাদা মাটি, জল। তার জেরে বেশি ভিতরে এগোতেই পারছেন না উদ্ধারকারীরা। বিশেষজ্ঞদের মতে, এইভাবে জল-কাদা টপকে ভিতরে জোর করে ঢুকতে চাইলে প্রাণ সংশয় থাকবে উদ্ধারকারী দলের সদস্যদেরই। শ্রীশৈলম বাঁধের সুড়ঙ্গের ঠিক কোনও অংশে শ্রমিকরা আটকে রয়েছে তা জানতে পারলেও যে তাঁদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে, এমনটা নয়। কারণ জল-কাদার জেরে সেই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছতে কত সময় লাগবে তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সুড়ঙ্গের শেষ ২৫ থেকে ৩৫ মিটার পুরোপুরি জল-কাদায় ভরে রয়েছে। তা সরানোর কাজ শুরু হলেও ফাঁকা করা সম্ভব হচ্ছে না। এই মুহূর্তে লাগাতার এন্ডোস্কোপিক ক্যামেরার মাধ্যমে সুড়ঙ্গের ভিতর নজরদারি চালানোর পাশাপাশি ব্যবহার করা হচ্ছে রোবোটিক ক্যামেরা।

দিল্লিতে মহিলাদের মাসে ২৫০০ টাকা, সায় বিজেপি মন্ত্রিসভার, উপহাস আপের

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চঃ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিমতো আন্তর্জাতিক নারী দিবসে দিল্লির মহিলাদের জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকার 'মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা' অনুমোদন পেল মন্ত্রিসভায়। দিল্লির বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্ত শনিবার ক্যাবিনেট বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে বলেন, ''আজ নারী দিবস। এদিন আমাদের মন্ত্রিসভা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে মহিলাদের জন্য মাসে ২,৫০০ টাকা দেওয়ার প্রকল্প গ্রহণ করেছে।'' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ''বাজেটেই আমরা এই প্রকল্পের জন্য ৫১০০ কোটি টাকার সংস্থান রেখেছিলাম। আমরা একটি কমিটি গঠন করেছি। আমার নেতৃত্বে ওই কমিটি তৈরি হবে। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনার জন্য একটি পোর্টাল তৈরি হবে এবং শীঘ্রই নাম নথিভুক্তির কাজ শুরু হবে।'' উল্লেখ্য, ভোটের আগে আম আদমি পার্টির ঘোষিত ২১০০ টাকার প্রতিশ্রুতির জায়গায় বিজেপি তাদের সংকল্পপত্রে ২৫০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দিল্লির মন্ত্রী মজিন্দর সিং সিরসা বলেন, ''যোজনা অনুমোদন পেয়েছে। পোর্টালও খুব শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে। মহিলারা এতে আবেদন করতে পারবেন। প্রকল্প প্রাপকের যোগ্যতা ও জ্ঞাতব্য তথ্যও দিয়ে দেওয়া হবে।'' রেখা গুপ্তর নেতৃত্বাধীন কমিটিতে থাকবেন মন্ত্রী কপিল মিশ্র, আশিস সুদ ও প্রবেশ বর্মা। তাঁরাই যোগ্যতা ও কোন কোন নথি লাগবে তা ঠিক করবেন। মহিলাদের এই উপলক্ষে অভিনন্দন জানান সিরসা। বিজেপি মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগে সকালেই দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আতিশী এদিন বলেন, ''মহিলা সমৃদ্ধি যোজনার অন্তর্গত ২৫০০ টাকা করে দেওয়ার আজই তো দিন। ভোটের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, নারী দিবসেই মহিলাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। কিন্তু, সেই টাকা এখনও কারও কাছে পৌঁছায়নি।'' তিনি উপহাস করে বলেন, ''দিল্লির সব মহিলা তো সকাল থেকে মোবাইল চেক করে চলেছেন। টাকা তো আসেনি!''

টিভি-র বাক্সে কাকুর কাছে যেত টাকা, ৪ কোটি দিয়েও প্রতারিত মমতারই নির্বাচনী এজেন্ট সুফিয়ান, দাবি সিবিআই-এর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ একুশের নির্বাচনের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট শেখ সুফিয়ানকে মনে আছে? 'জাহাজ বাড়ি' বানিয়ে যিনি বিতর্কে পড়েছিলেন? সেই দাপুটে তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ানও নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রতারিত হয়েছেন? জানা যাচ্ছে, চাকরির জন্য চার কোটি টাকা দিয়েছিলেন শেখ সুফিয়ান। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কাকু'কে সেই টাকা দিয়েছিলেন তিনি। সিবিআই-কে দেওয়া বয়ানে এমনই দাবি এক সাক্ষীর। আদালতে দেওয়া সিবিআই-এর নথি থেকে জানা যাচ্ছে, প্রাথমিক ও এসএসসির তালিকা সুজয়কৃষ্ণকে পাঠিয়েছিলেন শেখ সুফিয়ান। টাকা দিয়েছিলেন

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের এজেন্ট অরুণ হাজরাকে। এখানেই শেষ নয়, সাক্ষীদের বয়ানে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। কাকুর বাড়িতে টাকা যেত টিভির বাক্সে। টাকার লেনদেনের সময় বন্ধ রাখা হত সুজয়কৃষ্ণের নিউ আলিপুরের বাড়ির সিসিটিভি ক্যামেরা। আইনজীবী সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, ''এই শেখ সুফিয়ানই বলতে পারবেন উনি নেতার কথায় না নেত্রীর কথায় টাকা দিয়েছিলেন। উনি তো বিশ্বস্ত সেনার একজন। আমি তো এটাও জানি অনেক তৃণমূল কর্মী নিজেকে তৃণমূলের সৈনিক পরিচয় দেওয়ায় তাদের শুনতে হয়েছে, অন্যদের থেকে দশ নিচ্ছিল তুমি ছয় দাও।'' অপরদিকে, বিজেপি নেতা তরুণজ্যোতি তিওয়ারি বলেন, ''আজ যদি সুফিয়ান এই কথা বলে তাহলে কাকে দিয়েছেন আর কার নির্দেশে এই টাকা দিয়েছেন তা বলে দিলে সুবিধা হয়।''

কিশোরী কন্যাকে তিন তলা থেকে ফেলে দিয়ে গ্রেফতার বাবা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ যাদবপুরের আনন্দপল্লির বাসিন্দা চিন্ময় গোপ তিন তলার ফ্ল্যাটের বারান্দা থেকে নিজের ১৫ বছর বয়সি কন্যাকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেললেন! গুরুতর আহত ওই নাবালিকা। প্রতিবেশীদের তৎপরতায় তাকে উদ্ধার করে এম আর বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন সে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

কুকিদের অবরোধে ফের অশান্ত মণিপুর! কেন্দ্রের নিষেধাজ্ঞাকে উড়িয়ে চলছে বিক্ষোভ

ইম্ফল, ৮ মার্চঃ কেন্দ্র নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও লাভের লাভ কিছুই হল না। উল্টে শনিবার থেকে মণিপুরে নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবন ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে শান্তি ফেরার কোনও লক্ষণ এখনই চোখে পড়ছে না। শনিবার সকালেই মণিপুরের নাগরিকদের জন্য বাস পরিষেবা চালুর কথা থাকলেও বেধে যায় গণ্ডগোল। একেবারে বাস আটকে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে কুকি জনগোষ্ঠীর সমর্থকরা। তাঁদের দাবিদাওয়া না মানলে অশান্তি চলবে বলেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ইম্ফল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত কাংপোকপি জেলায় যাত্রীবোঝাই বাস আটকে চলে বিক্ষোভ। সাতসকালে রাস্তায় বসে প্রতে দেখা যায় কুকি গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যদের। এদিকে পরিস্থিতি সামাল দিতে নেমে নিরাপত্তা বাহিনীকে বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ করতে হয় বলে

অভিযোগ। ইতিমধ্যে সেই ঘটনার ছবি একাধিক সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তবে আগেভাগে সংঘর্ষ বিরোধী চুক্তিতে সই করলেও কুকি গোষ্ঠীর দাবি, কেন্দ্র তাদের জন্য পৃথক প্রশাসনের ব্যবস্থা করুক। তবেই শান্ত হবে মণিপুর। নাহলে বিক্ষোভ চলবে। মেইতেইদের পাল্টা অভিযোগ, মণিপুরের অন্দরেই নিজেদের কতৃত্ব কায়েম করতে ইতিমধ্যে কুকিদের নিয়ম কানুন তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এন বীরেন সিং পদত্যাগের পর এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে মণিপুরে। যদিও আগেভাগেই কেন্দ্রের তরফে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কোনওভাবেই রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখানো যাবে না। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে মণিপুরের একাধিক এলাকায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছে কুকি ও মেইতেই গোষ্ঠীর সদস্যরা। বিভিন্ন জায়গা থেকে হিংসার ছবি সামনে আসছে। সে গাড়িতে পাথর ছোড়াই হোক বা টায়ার জ্বালানো, এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গেও হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় বিক্ষোভকারীদের। ২০২৩ সালের মে মাস থেকে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে মেইতেই এবং কুকি দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এখনও পর্যন্ত সংঘর্ষে কমপক্ষে ২৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া হতে হয়েছে ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষকে।

যাদবপুরের অসুস্থ উপাচার্যকে দেখতে হাসপাতালে গেলেন বিক্ষোভরত পড়ুয়াদের প্রতিনিধি দল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকি!সাধীন। শুক্রবারই তাঁকে দেখতে হাসপাতালে গেছিলেন যাদবপুরের ঘটনায় আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বাবা। শনিবার গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিক্ষোভরত পড়ুয়ারা। ৪-৫ জনের একটি প্রতিনিধি দল গেছিল হাসপাতালে। গত শনিবার তৃণমূলপন্থী অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুপার বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। সেখানে মন্ত্রীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান যাদবপুরের বামপন্থী, অতি বামপন্থী সংগঠনের সদস্যেরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে একাধিক ছাত্র আহত হন বলেই অভিযোগ। এই ঘটনার দায় উপাচার্যের বলে তাঁকে বৈঠকে বসার জন্য ডেডলাইন দিয়েছিল ছাত্ররা। তবে অসুস্থতার কারণে তিনি সময় দিতে পারেননি। এরপরই যখন বিক্ষোভরত ছাত্ররা আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিচ্ছে সেই সময়ই জানা যায়, উপাচার্যের শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে এবং তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গত মঙ্গলবার সকালে তাঁর রক্তচাপ মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গিয়ে ১৭০-৯০ পর্যন্ত

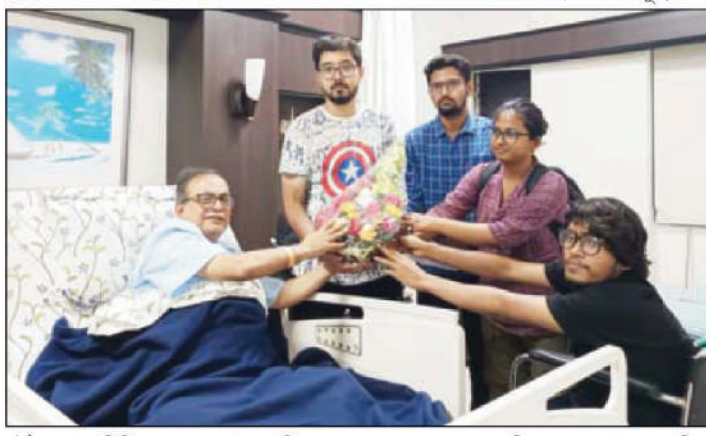

পৌঁছে যায়। চিকিৎসকদের আশঙ্কা ছিল, এতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হতে পারে। তাই তাঁকে বাইপাসের ধারের এক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে আজ ছাত্ররা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছিল যে তারা কোনও দাবি-দাওয়া রাখবে কিনা। যদিও প্রতিনিধি দলের তরফে বলা হয়েছে, সৌজন্যের খাতিরেই তারা অসুস্থ উপাচার্যকে দেখতে এসেছিলেন। কোনও দাবি করতে আসেননি। এখন কেমন আছেন যাদবপুরের উপাচার্য? চিকিৎসক জানিয়েছেন, ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে তাঁর। আপাতত স্থিতিশীল বলা যায়। তাঁর চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস জানিয়েছেন, ২০১৫ সালে তাঁর বড় স্ট্রোক হয়েছিল। তাই এই বিষয়টি ভাবার রয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে ওষুধ চলছে এবং চিন্তা যাতে উনি কম করেন, তার চেষ্টা করছেন তাঁরা। স্বস্তির বিষয়, এমআরআই-তে খারাপ কিছু আসেনি। আর বাকি যে পরীক্ষাগুলো করা হয়েছিল তাও খারাপ নয়। ঠিক কতদিনে পুরোপুরি সুস্থ হতে পারেন উপাচার্য? চিকিৎসকের কথায়, ''আমরা আস্তে আস্তে প্রেশার কমাই। কম করে ১০ থেকে ১৪ দিন তো সময় লাগবে তাঁকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে।'' কিন্তু রক্তচাপ স্বাভাবিক না হওয়ার কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু বলেননি তিনি। শুধু জানান, যা ঘটেছে বা ঘটছে তার জন্য ক্রমাগত চিন্তা করা একটা ফ্যাক্টর। আরও নানা কারণ থাকতে পারে। তবে মূলত ওই কারণেই কিনা, তা বলা যায় না। যাদবপুরের ঘটনা যে বড় প্রভাব তাঁর শরীরের ওপর ফেলেছে তা কার্যত স্পষ্ট। এক্ষেত্রে তাঁকে টিভি থেকে, মোবাইল থেকে, এই বিষয় নিয়ে লোকের সঙ্গে আলোচনার থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে জানান চিকিৎসক অরিন্দম বিশ্বাস।

দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন-দিউ, এই প্রদেশগুলি দেশের গর্ব ও ঐতিহ্যঃপ্রধানমন্ত্রী

সিলভাসা, ৮মার্চ ঃ দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন-দিউ, এই প্রদেশগুলি দেশের গর্ব ও ঐতিহ্য। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার সিলভাসায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করার পর এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, মানুষজন আগে ভাবত, একটি ছোট শহর দিয়ে কী তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু এর সম্ভাবনার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। ২০১৪ সালের পর, আমাদের সরকার এই আস্থাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে এবং সিলভাসা একটি আধুনিক শহর হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। এই শহরের বিশ্বজনীন প্রকৃতি দাদরা ও নগর হাভেলিতে নতুন সুযোগের দ্রুত বিকাশকে তুলে ধরে। এই প্রবৃদ্ধিকে আরও এগিয়ে নিতে, সিলভাসায় ২৫৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, এক দেশ, এক রেশন কার্ড প্রকল্পের মাধ্যমে, প্রতিটি ব্যক্তি খাদ্যের নিশ্চয়তা পেয়েছে। জল জীবন মিশন বিশুদ্ধ জল নিশ্চিত করেছে, অন্যদিকে ভারতনেট ডিজিটাল যোগাযোগ উন্নত করেছে। প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা প্রতিটি পরিবারকে ব্যাংকিং পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই প্রকল্পগুলির সাফল্য জনগণের মধ্যে আস্থা তৈরি করেছে এবং এই সরকারী উদ্যোগগুলির দ্বারা আনা ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি কার্যকর ফলাফল দেখিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, বছরের পর বছর ধরে, আধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা এই এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছে। ২০২৩ সালে, আমি এখানে 'নমো মেডিকেল কলেজ' উদ্বোধন করার সুযোগ পেয়েছি। এখন ৪৫০ শয্যা ধারণক্ষমতার আরেকটি হাসপাতাল যুক্ত করা হয়েছে, যা আজ এখানে উদ্বোধন করা হয়েছে।

আমরা সর্বদা মানুষকে নারায়ণের মূর্ত প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্বাসীঃঅমিত শাহ

বেঙ্গালুরু, ৮ মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে বিশ্বেশ্বতীর্থ মেমোরিয়াল হাসপাতালের উদ্বোধন করেছেন। এই হাসপাতালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন, আমি অত্যন্ত খুশি যে, বেঙ্গালুরুর কেন্দ্রস্থলে দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে চিকিসার এই আধুনিক কেন্দ্রটি বছরের পর বছর ধরে মানুষের সেবা করবে। এর জন্য, আমি মঠের সকল মানুষকে অভিনন্দন জানাতে চাই।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, আমরা সর্বদা মানুষকে নারায়ণের মূর্ত প্রতীক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় বিশ্বাসী এবং সেবার মাধ্যমে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ঐশ্বরিক উপলব্ধির পথ তৈরি করা হয়েছে। বিশেষ করে, বৈষ্ণব ঐতিহ্য দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের সেবা করার উপর জোর দিয়েছে, তাদেরকে ভগবান নারায়ণের রূপ হিসাবে বিবেচনা করেছে এবং সকলের জীবনে সুখ ছড়িয়ে দিয়েছে।অমিত শাহ আরও বলেছেন, বেঙ্গালুরুতে দুই একর জমি জুড়ে বিশ্বেশ্বতীর্থ মেমোরিয়াল হাসপাতালের উদ্বোধন হচ্ছে, যার বিনিয়োগ ৬০ কোটি টাকা। এই হাসপাতালটি হবে ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি মাল্টি-স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং এর সাথে থাকবে সাশ্রয়ী মূল্যের স্বাস্থ্যসেবার জন্য একটি নতুন কেন্দ্র। ষাট শতাংশ শয্যা দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে।

বাণিজ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি কোম্পানির সঙ্গে জেলা প্রশাসনের মউ স্বাক্ষরের বিরোধিতা ডিমা হাসাওয়ে

হাফলং (অসম), ৮ মার্চ ঃ গত ২৫ ফেব্রুয়ারি হাফলঙে অ্যাডভান্টেজ আসাম ২.০-এর অংশ হিসেবে বেসরকারি কোম্পানির সঙ্গে জেলা শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্র ডিআইসিসি জেলা প্রশাসনের মধ্যে যে সমঝোতা পত্র (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা কমিটি এসএসপিসি।শুক্রবার ষষ্ঠ তফশিলি সুরক্ষা কমিটির আহ্বায়ক ড্যানিয়েল লাংথাসা এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এই আইন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সাংবিধানিক ক্ষমতাকে দুর্বল করবে এবং ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিলের অধীনে নিশ্চিত স্বায়ত্ত শাসনকে ক্ষুণ্ন করবে। তিনি বলেন, শিল্প বিভাগ সম্পূর্ণরূপে উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের একতিয়ারভুক্ত। ডিমা হাসাও জেলায় শিল্প সম্পর্কিত যে কোনও চুক্তি একতরফা ভাবে পার্বত্য পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, জেলা প্রশাসন, রাজ্য সরকার বা কোনও বহিরাগত কর্তৃপক্ষ দ্বারা নয়।জেলা প্রশাসনকে তার ম্যান্ডেট লঙ্ঘনের অনুমতি দিয়ে, স্বশাসিত পরিষদ নিজেই তার ক্ষমতা সমর্পণ করছে, যা ভবিষ্যতে উপজাতি স্বায়ত্ত শাসন লঙ্ঘনের জন্য একটি বিপজ্জনক নজির স্থাপন করছে, বলেন, ডেনিয়েল লাংথাসা।উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের একক কর্তৃত্ব ছাড়া স্বাক্ষরিত সমস্ত সমঝোতা পত্র অবিলম্বে বাতিল করতে হবে বলে দাবি জানিয়ে ডিমা হাসাও জেলায় শিল্প প্রকল্পগুলিতে কেবল উত্তর কাছা। পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদ স্বাক্ষর করবে এবং চুক্তি করবে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করতে হবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ভবিষ্যতে সমস্ত শিল্প চুক্তিতে স্থানীয় জমির মালিক এবং গ্রামপ্রধানদের (জিবি) সাথে সরাসরি পরামর্শ করতে হবে। কৃষি এবং কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ, সবুজ শক্তি এবং ইকো-ট্যুরিজমের মতো টেকসই শিল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সিমেন্ট এবং খনির মতো উত্তোলনকারী শিল্পগুলিকে নয়.যা আমাদের জমি এবং মানুষের ক্ষতি করে।এসএসপিসি ষষ্ঠ তফশিলি এবং ডিমা হাসাও জেলার উপজাতিদের স্বাযত্ত শাসনকে দুর্বল করার যে কোনও প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে.যাবে। যদি এই দাবিগুলি উপেক্ষা করা হয়, তা-হলে আমরা আইনি ও গণতান্ত্রিক উপায়ে আমাদের বিরোধিতা আরও তীব্র করা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন ড্যানিয়েল লাংথাসা।

আইজিএম হাসপাতালে জন ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ৮মার্চ ঃ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জয় প্রকাশ নাড্ডা দেশের সব সাংসদদের শুক্রবার বিভিন্ন জন ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শন করে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই নির্দেশ মোতাবেক শুক্রবার আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্র পরিদর্শনে যান রাজ্য বিজেপি সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। পরিদর্শনকালে সাংসদের সাথে ছিলেন হাসপাতালের সুপার, ডেপুটি সুপার সহ অন্যান্যরা।আইজিএম হাসপাতালের জন ঔষধি কেন্দ্রটির বিস্তারিত খোঁজখবর নেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। এদিন তিনি জানান, ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জন ঔষধি কেন্দ্রের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। এর ফলে গত ১১ বছরে দেশের ৭৬৮ টি জেলাতে মোট ১৫ হাজার জন ঔষধি কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ত্রিপুরায় দশটি জন ঔষধি কেন্দ্র রয়েছে। তিনি আরো জানান, রাজ্যের এই দশটি জন ঔষধ কেন্দ্রের মধ্যে আইজিএম হাসপাতালের কেন্দ্রটি ব্যবসার দিক দিয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে। এই কেন্দ্রটি থেকে মানুষ পরিষেবা পাচ্ছেন। সাংসদ আরো জানান, জন ঔষধি কেন্দ্রগুলির প্রচার এবং প্রসার নিয়ে প্রয়োজনে তিনি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতির রাজ্য সফরকালে তাঁর সাথে কথা বলবেন।প্রসঙ্গত, আইজিএম হাসপাতালের প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জন ঔষধি কেন্দ্রটি পরিচালনা করছে ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ মার্কেটিং ফেডারেশন লিমিটেড। এদিন আইজিএম হাসপাতাল সফরকালে সংশ্লিষ্ট সংস্থার আধিকারিকদের সাথেও কথা বলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য।

আগরতলায় প্রাণীসম্পদ ও বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত

আগরতলা, ৮ মার্চ ঃআবহাওয়ার পরিবর্তন জনিত কারণে প্রাণীদের দেহে সংক্রমিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে প্রাণী চিকিসকদের ওয়াকিবহাল করতে প্রাণী সম্পদ ও বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্য সেবা সংক্রান্ত সেমিনার অনুষ্ঠিত। শুক্রবার রাজধানী আগরতলায় প্রজ্ঞা ভবনে আযোজিত এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহিঃরাজ্য থেকে আগত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক (ডাঃ) কে কে শর্মা, দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার সহ অন্যান্যরা।জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে মানবদেহে যেমন বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হচেছ তেমনি পশু ও বন্যপ্রাণীদের দেহেও বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠছে। এর থেকে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস। বিষয়টি নিয়ে অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো ভারতেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা শুরু হয়েছে। এরই অঙ্গ হিসেবে শুক্রবার প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর এবং ত্রিপুরা ভেটেনারি কাউন্সিলের উদ্যোগে প্রজ্ঞা ভবনে প্রাণী সম্পদ এবং বন্যপ্রাণী স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত এক সেমিনারের আযোজন করা হয়।এই সেমিনারের উদ্বোধন করেনপ্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বহিঃ রাজ্য থেকে আগত বিশেষজ্ঞ প্রাণী চিকিসক অধ্যাপক (ডাঃ) কে কে শর্মা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, ত্রিপুরা ভেটেনারি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ডাক্তার চিন্টু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এই সেমিনারে জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত কারণে পশু পাখি থেকে শুরু করে বন্যপ্রাণীদের দেহে সৃষ্টি হওয়া রোগ কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়। এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান মন্ত্রী সুধাংশু দাস। তিনি বলেন, এর মাধ্যমে রাজ্যের প্রাণী চিকিৎসকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে শস্যগোলায় কৃষিকাজে বিপ্লব আনছে ' নমো ড্রোন দিদি', আউশগ্রামের তানজিলা খাতুন

দুর্গাপুর, ৮ মার্চ ঃ বীজ বপন থেকে ধান কাটা, ধান ঝাড়াই থেকে চাল তৈরির প্রতিটি ধাপে মহিলাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, কৃষকের স্বীকৃতি তাঁদের জোটে না। তবে এবার আত্মনির্ভরতার পথে কৃষিকাজে বিপ্লব আনতে এগিয়ে এলেন পূর্ব বর্ধমানের আউশগ্রামের ' নমো ড্রোন দিদি' তানজিলা খাতুন। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বা।িয়ে শুধুমাত্র নিজের জীবনে নয়, আরও হাজারো মহিলার কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছেন তিনি। ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ জনসংখ্যার জীবিকা কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। কেন্দ্র সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতকে ' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষিক্ষেত্রে ড্রোন ব্যবহারে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। গবেষকদের মতে, ড্রোন ব্যবহারের ফলে বিশাল চাষের জমিতে দ্রুত ও কার্যকরভাবে কীটনাশক ছড়ানো সম্ভব। যেখানে হাতে স্প্রে মেশিন ব্যবহার করে একরপ্রতি ৫-৭ ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে ড্রোনের মাধ্যমে মাত্র ৫-১০ মিনিটেই কাজ সম্পন্ন হয়। এর ফলে কীটনাশকের খরচ ২৫-৩০ শতাংশ কমে যায় এবং মাত্র ১০ লিটার জলের মাধ্যমেই কার্যকর স্প্রে সম্ভব হয়। ফলে ফসল উপাদন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে জিপিএস চিহ্নিত জমিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্প্রে করা যায়, যা কৃষকের স্বাস্থ্যরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি, মাঠে কীটনাশক প্রয়োগের সময় সাপে কাটার ঝুঁকি থেকেও চাষিরা মুক্ত থাকবেন। ড্রোনের মাধ্যমে জমির নজরদারিও সহজতর হবে, যা আধুনিক কৃষির এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ' ড্রোন দিদি' প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। কেন্দ্র সরকার এই প্রকল্পের জন্য ১২৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং ১৫ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ড্রোন সরবরাহের পরিকল্পনা করেছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য, মহিলা নেতৃত্বাধীন স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বনির্ভর করা। এই প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের জন্য ড্রোন কেনার ৮০ শতাংশ ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, ১৫ দিনের বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ড্রোন চালানো ও কীটনাশক প্রয়োগের কৌশল শেখানো হচ্ছে। আউশগ্রামের বসন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা তানজিলা খাতুন। এক সন্তানের মা তানজিলা, বিবাহবিচ্ছেদের পর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সংকল্প করেন এবং কৃষিক্ষেত্রে যুক্ত হন। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে উত্তরপ্রদেশের নৈনী অ্যারোস্পেস লিমিটেডে ড্রোন চালানোর প্রশিক্ষণ নেন তিনি। এরপর জুন মাসে, কেন্দ্রীয় সরকারের ' নমো ড্রোন দিদি' প্রকল্পের অধীনে পারাদীপ ফসফেট কোম্পানির তরফে বিনামূল্যে একটি ড্রোন পান। বর্তমানে গোটা পূর্ব বর্ধমান জুড়ে তিনি কৃষিকাজে ড্রোন ভাড়ায় খাটাচ্ছেন। নিজের হাতেই ড্রোন চালাচ্ছেন তিনি। খারিফ মরশুমে প্রায় ৪০০ একর জমিতে ড্রোন ব্যবহার করেছেন এবং দৈনিক ৪০ বিঘা জমিতে কীটনাশক ও সার প্রয়োগ করছেন। তানজিলা খাতুন বলেন ,এর আগে কখনও দেখিনি ড্রোনের মাধ্যমে চাষাবাদ হয়। আমাকে এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এখন আমি একজন সফল ড্রোন পাইলট, যা আমার কাছে গর্বের বিষয়। বিজয়নী ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির প্রায় ১০০০ মহিলা সদস্য কৃষিকাজে যুক্ত। এইচডিএফসি পরিবর্তন ও গ্র্যান্ট থর্নটন ভারত সংস্থা তাঁদের সহযোগিতা করছে। গ্র্যান্ট থর্নটন ভারতের প্রতিনিধি রাপ্তি পান জানান, বীজ বপন থেকে ধান কাটা, চাল তৈরি করা, সব কাজ মহিলারা করলেও, তাঁরা কৃষকের স্বীকৃতি পান না। আমরা তাঁদের সেই স্বীকৃতি দিতে চাই এবং আত্মবিশ্বাস বা।াতে চাই। নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প সেই লক্ষ্যকে সফল করছে। ৮মার্চ নারী দিবস। এই বিশেষ দিনে তানজিলা খাতুনের মতো মহিলাদের কৃতিত্ব উদযাপন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সাফল্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, গোটা সমাজের জন্য অনুপ্রেরণা। কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং মহিলাদের স্বনির্ভরতার নতুন অধ্যায় রচনা করছে এই উদ্যোগ।

কোনও বোন আর দরিদ্র থাকবে না, আশ্বাস শিবরাজের

ভোপাল, ৮ মার্চ ঃ কোনও বোন আর দরিদ্র থাকবে না। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এই আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তিনি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ৩ কোটি লাখপতি দিদি বানানোর সংকল্প নিয়েছেন, আমাদের ৪ বছরও লাগবে না, আমরা খুব শীঘ্রই এই লক্ষ্য অর্জন করব। কিন্তু আমরা এখানেই থেমে থাকব না, আর কোনও বোন দরিদ্র থাকবে না। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার ভোপালে 'লাখপতি দিদি' এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের সঙ্গে চারাগাছ রোপণ করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান।পরে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সংকল্প হল নারীর ক্ষমতায়ন। আমাদের বোন ও মেয়েদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষমতায়ন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, এর জন্য ভারত সরকারের গ্রামীণ উন্নয়ন বিভাগের অধীনে আজিবিকা মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আমি আপনাদের জানাতে পেরে আনন্দিত যে, আজিবিকা মিশনের সাথে আমাদের ৯১ লক্ষ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে, যার সাথে ১১ কোটি বোন যুক্ত। কেউ লাখপতি দিদি, কেউ ব্যাংক সখী, কেউ কৃষি সখী, কেউ পশু সখী, তারা বিভিন্ন ব্যবসায় কাজ করছেন।

পুষ্করে আইনজীবী খুনে'র প্রতিবাদে আজমের-সহ ৪ শহরে বন্ধ

জয়পুর, ৮ মার্চ ঃ রাজস্থানে পুষ্করে প্রবীণ আইনজীবী পুরুষোত্তম জাখোটিয়ার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শনিবার আজমের, পুষ্কর, নাসিরাবাদ ও বেওয়ারে বন্ধ পালিত হচ্ছে।আজমেরে রেলস্টেশনের সামনে কিছু দোকান ও হোটেল খোলা দেখে ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা দোকান বন্ধ করতে বলেন এবং কিছু দোকানের জিনিস বাইরে ফেলে দেন। রামগঞ্জ চৌরাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি টেম্পোর যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়।বেওয়ার রোডের সবজি বাজারে দোকান খোলা দেখে আইনজীবীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বাজার বন্ধ করান। এ সময় পুলিসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়। আজমের বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অশোক সিং রাওয়াত শান্তিপূর্ণভাবে বন্ধ পালনের আহ্বান জানিয়েছেন।এক পুলিশ আধিকারিক জানান , বন্ধে ১৯০ জন পুলিশকর্মী মোতায়েন রয়েছে এবং কাউকে জোর করে দোকান বন্ধ করতে দেওয়া হবে না।

অনন্য প্রয়াস মধ্য রেলের, মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত সমস্ত ট্রেন

মুম্বই, ৮ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে মধ্য রেল। শনিবার মধ্য রেলের সমস্ত ট্রেন মহিলাদের দ্বারা চালিত হয়েছে। সিএসএমটি-শিরডি বন্দে ভারত ট্রেনের সমস্ত ক্রু ছিলেন মহিলা, যার মধ্যে লোকো পাইলট, সহকারী লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার, টিসি এবং ট্রেন হোস্টেস সবাই মহিলা।লোকো পাইলট (সেন্ট্রাল রেলওয়ে মুম্বই) সুরেখা শঙ্কর যাদব বলেন, শনিবার বন্দে ভারত ট্রেন পরিচালনা করছেন মহিলারা। সমস্ত ক্রু মহিলা। আমি খুশি যে আমি এই টিমের অংশ হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। আমি সমস্ত মহিলাকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাই।

দিল্লিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস, পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে গরমের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ রাজধানী দিল্লিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কথা জানালো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। আইএমডি-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দিল্লির আকাশ আপাতত পরিষ্কার থাকবে, পাশাপাশি সর্বনিম্ন তাপমাত্রাও বাড়বে। যেহেতু খুব বেশি মেঘ থাকবে না, তাই দিল্লি ও উত্তর ভারতে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। পশ্চিম ও পূর্ব ভারতে, আগামী দিনগুলিতে ধীরে ধীরে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে, ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।আইএমডি আরও জানিয়েছে, দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে ১০-১১ মার্চের মধ্যে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে তামিলনাড়ুতে। মধ্য ভারতের

ভারত সরকার সর্বদা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে আসছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃআন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তিকে কুর্নিশ জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ভারত সরকার সর্বদা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে আসছে। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, নারী দিবসে আমরা আমাদের নারীশক্তিকে প্রণাম জানাই! আমাদের সরকার সর্বদা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে আসছে, আমাদের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিতে তা প্রতিফলিত হয়েছে।উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে এক অনন্য উদ্যোগ নিয়েছে মধ্য রেল। শনিবার মধ্য রেলের সমস্ত ট্রেন মহিলাদের দ্বারা চালিত হয়েছে। সিএসএমটি-শিরডি বন্দে ভারত ট্রেনের সমস্ত ক্রু ছিলেন মহিলা, যার মধ্যে লোকো পাইলট, সহকারী লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার, টিসি এবং ট্রেন হোস্টেস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারঃরাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নারী শক্তির ক্ষমতায়নে জোর দিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, নারীর ক্ষমতাযনের প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ৮ মার্চ দিনটি আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালিত হয়।এই উপলক্ষ্যে শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং লিখেছেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে, আমাদের দেশ গঠন ও শক্তিশালীকরণে ভারতের নারী শক্তির অপরিসীম অবদানের জন্য আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে, সরকার জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতাযনের প্রতিশ্রুতিতে অটল রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নারীদের জন্য একজন আদর্শঃঅন্নপূর্ণা দেবী

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নারীদের জন্য একজন আদর্শ। এই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী বলেছেন, ২০১৪ সাল থেকে ভারত সরকার ক্রমাগত নারী দিবস উদযাপন করে আসছে... নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নযনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতিশ্রুতি পূরণ করা আমাদের লক্ষ্য। লিঙ্গ বাজেট বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নারীদের জন্য একজন আদর্শ। একটি ছোট গ্রাম থেকে আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার তাঁর যাত্রা নারীদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে।

অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির ওপর হিন্দি চাপিয়ে দিচ্ছে বিজেপিঃডি রাজা

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ বিজেপির বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনলেন সিপিআই নেতা ডি রাজা। তাঁর কথায়, অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির ওপর হিন্দি চাপিয়ে দিচ্ছে বিজেপি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এল মুরুগানের তিন ভাষা নীতির বক্তব্য প্রসঙ্গে সিপিআই নেতা ডি রাজা বলেন, বিজেপি অ-হিন্দিভাষী রাজ্যগুলির উপর একটি ভাষা - হিন্দি - চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, যে কারণে তামিলনাড়ু এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। তাদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে রাজ্যগুলিতে হিন্দি প্রথম ভাষা, সেখানে কী ঘটছে, সাক্ষরতার হার কেন বেশি নয়? এই সমস্ত প্রশ্ন সংসদে তোলা হবে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের দিনে প্রতিবাদ সভা করা হয় হাওড়া ঝিল সাইটিংয়ে ক্যারিজ এন্ড ওয়াগন প্রাঙ্গণে

মহন্ত দাশগুপ্তঃইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের অন্যতম শাখা ওমেন ফোরামের উদ্যোগে, ৮ মার্চ-২০২৫ বেলা ১টা থেকে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতিবাদ সভার মাধ্যমে। এই সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইস্টার্ন রেলওয়ে মেন্স কংগ্রেসের সভাপতি বিনোদ শর্মা মহাশয, সাধারণ সম্পাদক স্বপন দত্ত, ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট দীপক কাঞ্জিলাল, সহ-সম্পাদক রজত বসু, সাংগঠনিক সম্পাদক সন্তোষ ভারতী, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, ওমেন ফোরামের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রীতি ভার্মা, সুরাইয়া বেগম, শাখা সম্পাদক অভিষেক সিং, শাখার সভাপতি গৌতম মুখার্জি, কোষাধক্ষ্য আনন্দ কুমার রজক, সহ-সম্পাদক সঞ্জীব সাও, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডি.সি. হালদার, সহ-সভাপতি বিন্ধ্যাচল তিওয়ারি ও ইআরএমসি-র অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সভার মূল বক্তব্য ছিল ও.পি.এস.এর পক্ষে প্রতিবাদ জানানো।

হরিয়ানায় ৪৪ জন মহিলাকে সম্মাননা, আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আগে বিশেষ প্রয়াস

পানিপত, ৮ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে পানিপত জেলা সচিবালয়ের সভাগৃহে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে জেলা প্রশাসক ডঃ বীরেন্দ্র কুমার দাহিয়া সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা ৪৪ জন মহিলাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে জেলা প্রশাসক সকল মহিলাকে নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, নারী দিবস শুধুমাত্র একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটি নারী ক্ষমতায়ন ও সমানাধিকারের প্রতীক। নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলাই এর মূল লক্ষ্য।জেলা প্রশাসক আরও বলেন, নারী শুধুমাত্র একটি শব্দ নয়, বরং গোটা সৃষ্টি জগতের মূল ভিত্তি। শিক্ষা, রাজনীতি, বিজ্ঞান কিংবা ক্রীড়া,প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলারা তাঁদের অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাদের আরও শক্তিশালী করে তোলাই আমাদের দাযিত্ব।অনুষ্ঠানে সিটিএম টিনু পোসওয়াল বলেন, মহিলাদের উচিত সন্তানদের মধ্যে সঠিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা, যাতে তারা ভবিষ্যতে একটি সুস্থ সমাজ গঠনে অবদান রাখতে পারে। জেলা পরিষদের ডেপুটি সিইও কঞ্চন লতা বলেন, আজকের দিনে নারীরা আর কোনো পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নয়। তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় অনেক এগিয়ে। আমাদের সংস্কৃতিতে নারীদের শক্তি, মমতা ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হয়। যেখানে নারীদের সম্মান করা হয়, সেখানেই দেবতাদের বাস। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

কাশ্মীরের আবহাওয়া শুষ্কই, ১০-১২ মার্চ বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ৮ মার্চ ঃ বিগত কয়েকদিনের মতো শনিবারও জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া শুষ্কই। কনকনে না হলেও ঠান্ডা রয়েছে, উপত্যকার আবহাওয়া একেবারেই মনোরম। তবে, ১০-১২ মার্চের মধ্যে ফের বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে কাশ্মীরে। তার আগে ৯ মার্চ পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া।ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ৯ মার্চ একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা আসছে। এর প্রভাব বেশিরভাগই পাহাড়ি রাজ্যগুলিতে পড়বে, যেখানে ৯-১৩ মার্চ পর্যন্ত সামান্য বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১০-১২ মার্চের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৪ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ ৯ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২৩ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ২১ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২০ ফাল্গুন মাঘ, মুসলিমঃ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ সপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বাড়বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, শনিবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৯ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৬ টা ৫২মনিট এবং রাত ১ টা ৫২মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০১মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

সাপের কামড়ে মৃত্যু নয়, প্রশিক্ষণ স্বাস্থ্যকর্মীদের

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৮ মার্চ ঃ সাপের কামড়ে আর মৃত্যু নয়, এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বাস্থ্যকর্মীদের সাপের কামড়ে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। শনিবার দুপুরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের স্নেক বাইট ট্রেনিং হলে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এই দিন। কীভাবে রোগীকে শনাক্ত করবেন তাঁরা, কিভাবে বুঝবেন বিষধর সাপের কামড় না বিষহীন সাপে কামড়েছে, হাসপাতালে আসা মাত্র কিভাবে সেই রোগীর চিকিৎসা করবেন তাঁরা, কত পরিমাণে এভিএস প্রয়োগ করা হবে এইসব বিষয় নিয়েই মূলত এই দিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের দুই বর্ষীয়ান চিকিৎসক গৌতম মণ্ডল ও সমরেন্দ্রনাথ রায়। চিকিৎসক সমরেন্দ্রনাথ বলেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যেই সাপের কামড়ে মৃত্যুর সংখ্যা অর্ধেকে নিয়ে আসার লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দিয়েছে সরকার। সাপের কামড়ের রোগী এলে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী সকলেই দ্রুততার সঙ্গে চিকিৎসা শুরু করেন ঠিকই কিন্তু এই বিষয়ে তাঁদেরকে আরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হল, যাতে আরও ভালোভাবে চিকিৎসা সম্ভব হয় আক্রান্ত ব্যক্তির। স্বাস্থ্য কর্মীদের যেমন প্রশিক্ষণ দেওয়া গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তেমনি সাপে কামড়ালে যাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ওঝা, গুণিনের কাছে না নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় এ বিষয়েও সচেতনতা বাড়ানোর কথা বলেন গৌতম মণ্ডল।

ঘুটিয়ারিশরীফে ফের উদ্ধার প্রচুর হেরোইন, গ্রেফতার এক মহিলা

দুরন্ত বার্তা, ঘুটিয়ারিশরীফ, ৮ মার্চ ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ৮০০ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করল। সূত্রের খবর ঘুটিয়ারিশরীফের দক্ষিণ মাখালতলা এলাকায় গোলবানু বিবি নামে এক মহিলার বাড়িতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় ৭৮৮ গ্রাম হেরোইন। এছাড়াও বেশ কিছু সোনা ও রুপার গহনা, ব্যাঙ্কের পাসবই সহ নানা গুরুত্বপূর্ণ নথি উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই এই গোলবানু এলাকায় হেরোইনের ব্যবসা চালাচ্ছিল। সংসার, গৃহকর্মের পিছনেই হেরোইনের কারবার চালাত সে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ির ওসি সুকুমার রুইদাস অন্যান্য পুলিশকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি অভিযানে যান। সেখানে গিয়ে গোলবানুর ঘরে তল্লাশি করতেই আসে সাফল্য। তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার সময় যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশকে। পুলিশের দাবি দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় এই বেআইনি মাদক কারবার চালাচ্ছিল সে। ধৃতকে শনিবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে। এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ঘুটিয়ারিশরীফ ফাঁড়ি পুলিশ।

ফের উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা, আগামী সপ্তাহেই গরম বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ বসন্তেও দক্ষিণবঙ্গে ভোর ও রাতের দিকে হালকা ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে, শনিবার সকালেও মৃদু শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। তবে আগামী সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে গরম বা।বে, এমনটাই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। আগামী সোমবার থেকে একটু একটু করে বাড়বে তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী সপ্তাহের শুরুতেই কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪-৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছুঁতে পারে। পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতেও গরম বাড়তে পারে। তার আগে শনিবার কলকাতায় বাড়ল নূন্যতম তাপমাত্রা, এদিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি কম।

মোহনপুরে কমিউনিটি হলের ভিত্তিপ্রস্তরে বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী

দুরন্ত বার্তা, মোহনপুর, ৮ মার্চঃ উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পক্ষে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তি সরোবরে (সংসদ VI) শনিবার সকালে শিলান্যাস হল কমিউনিটি হলঘরের। নারকেল ফাটিয়ে কমিউনিটি হলঘরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এর শুভ সূচনা করেন উত্তর জেলা পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী। জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন আজ দিনটি নারী দিবস। শুধু একদিন আলাদা করে নয়, একদিন নয় প্রত্যেক দিনই নারী দিবস। সমাজ উন্নয়নে মেয়েদের অবদান অনস্বীকার্য। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মেয়েদের এগিয়ে আনবার চেষ্টা করছেন। এবং তিনি সফলও হয়েছেন। ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর বুকে নজিরবিহীন ঘটনা। নারী শসক্তিকরন নারী ক্ষমতায়ন। মানসিকতা পরিবর্তন করেছেন। কাজটা করে দেখানো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন বিকল্প নেই। মেয়েদের আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মা বোনেরা এগিয়ে এসেছেন। কমিউনিটি হলঘরের নামকরণ করা হবে মাদার টেরিজা ভবন। টেন্ডার হয়েছে ওয়ার্ক অর্ডার বেরোবে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলেন সভাধিপতি। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী, জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ দীপক লাহিড়ী, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নির্মল কর, উপপ্রধান সব্যসাচী বিশ্বাস, জেলা পরিষদের সদস্য পংকজ বিশ্বাস সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। ব্যারাকপুর ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রবীর রাজবংশী বলেন কমিউনিটি হলঘর নির্মানে মোহনপুর এলাকার সর্বস্তরে মানুষ লাভবান এবং উপকৃত হবেন। কোন অনুষ্ঠানে যেভাবে লজের ভাড়া বাড়ছে এই কমিউনিটি হলঘরে কম পয়সায় অনেক মানুষ উপকৃত হবেন। এলাকার মানুষ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সর্বদাই পাশে রয়েছেন।

নারী দিবসে বারুইপুরে ৪টি নতুন বাস রুটের উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর,৮ মার্চ ঃ নারী দিবসে নতুন ৪ টি বাস রুট উপহার পেল বারুইপুরবাসী। বারুইপুর থেকে সরাসরি শিলিগুড়ি, তারাপীঠ যা ভলভো বাস সার্ভিস পরিষেবা পাওয়া যাবে এছাড়া বারুইপুরের উত্তরভাগ থেকে হাওড়া ষ্টেশন ও বারাসত পর্যন্ত এই ৪ টি রুটের সরকারি বাস পরিষেবাও পাওয়া যাবে। বারুইপুরের ফুলতলায় এই বাস পরিষেবার উদ্বোধন করা হয় শনিবার দুপুরে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুর্বের বিধায়ক বিভাস সর্দার। এই ৪ টি রুটের বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় উপকৃত হবে এলাকার বাসিন্দারা। শুধু বারুইপুর এলাকার বাসিন্দারাই নয় সোনারপুর,জয়নগর, কুলতলি,ক্যানিং এর মত সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিঃদারাও উপকৃত হবে। সামনেই গরমের ছুটি প।বে স্কুলগুলিতে। ট্রেনে টিকিট পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেকেই সমস্যায় প।নে। এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় এইসব এলাকা থেকে সরাসরি উত্তরবঙ্গ বা তারাপীঠ শান্তিনিকেতন যাওয়ার ক্ষেত্রে উপকৃত হবেন স্থানীয় যাত্রীরা। রবিবার থেকে এই বাস পরিষেবা শুরু হবে। অনলাইনেও পাওয়া যাবে টিকিট। বাসের সময়সূচিঃ বারুইপুর থেকে উদ্বোধন হওয়া রুটের তথ্যঃরুটঃ ACT১৯, বারুইপুর থেকে শিলিগুড়িঃ ভলভো। বারুইপুর ফুলতলা টার্মিনাস থেকে ছাড়বে বিকালঃ ৫.০০ , ফেরার জন্য শিলিগুড়ি তেনজিং নোরগে টার্মিনাস থেকে ছাড়বে সন্ধ্যাঃ ৭.৩০ ভাড়াঃ ১৩৯৫.০০। রুটঃACT২০ বারুইপুর থেকে তারাপীঠ ভায়া বোলপুর, সিউড়ীঃ ভলভো। বারুইপুর ফুলতলা টার্মিনাস থেকে ছা।বে সূকাল ১০.০০ , ফেরার জন্য তারাপীঠ থেকে ছাড়বেঃ সকাল ৭.৪৫

এই বাসটাই বোলপুর (শান্তিনিকেতন) থেকে বারুইপুরের জন্য ছাড়বেঃ সকাল ১০.৩০ বারুইপুর থেকে তারাপীঠ ভাড়াঃ ৬২৫.০০

বারুইপুর থেকে বোলপুর (শান্তিনিকেতন) ভাড়াঃ ৪৩৫.০০

উক্ত দুটি বাসই অনলাইন বুক করা যাবে wbtconline.in ওয়েবসাইট থেকে এবং রেডবাস মোবাইল অ্যাপ ব্যাবহার করে। রুট ঃ ST৩৪ বারুইপুর (উত্তরভাগ) থেকে হাওড়া স্টেশন ভায়া শিয়ালদহ, ডালহৌসি সকালে ও বিকালে সারাদিনে এই রুটে আপাতত ৩ টি বাস চলবে। রুটঃ D৩৭, বারুইপুর (উত্তরভাগ) থেকে বারাসাত ভায়া ই.এম. বাইপাস, উল্টোডাঙা, এয়ারপোর্ট সকালে ও বিকালে সারাদিনে এই রুটে আপাতত ৪টি বাস চলবে।

গুন্ডামি চলতে থাকলে যাদবপুরের নাম মাটিতে মিশে যাবে ঃ সায়নী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ যাদবপুরের ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়েই চলেছে। থামছে না আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ। এবার যাদবপুর কাণ্ডে বাম- অতিবাম সংগঠনকে হুঁশিয়ারি দিলেন স্থানীয় তৃণমূল সাংসদ সায়নী ঘোষ। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত সহনশীল। তিনি তাঁর সহনশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন বলেই যাদবপুরের পুলিশ ঢুকছে না। এমন গুন্ডামি চলতে থাকলে যাদবপুরের নাম মাটিতে মিশতে খুব বেশি সময় লাগবে না। সায়নীর মতো চড়া সুর তৃণমূল নেতা মদন মিত্রের গলাতেও। এসএফআইকে ফের তোপ দেগে তিনি বলেছেন, ঘটনাক্রম যেদিকে যাচ্ছে তাতে এসএফআইয়ের নেতারা বাড়িতে ঢুকতে পারবেন কিনা সন্দেহ।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নজিরবিহীন অশান্তির পর থেকেই সরব তৃণমূল। শনিবারের ঘটনার পর থেকেই তৃণমূল নেতারা এসএফআইয়ের উদ্দেশে একের পর এক তোপ দেগেছেন। যাদবপুরে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর উপর হামলার পরই ঘটনার রাতে পথে নেমেছিল তৃণমূল। সেই মিছিলে হাটেন সায়নী ঘোষও। এবার তাঁর হুশিয়ারি, মুখ্যমন্ত্রী চাইলে পুলিশ অনেক কিছু করতে পারত। ৩৪ বছরের সিপিএম

আমলের গুন্ডারাজ বন্ধ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সহনশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন বলেই যাদবপুরের পুলিশ ঢুকছে না। এদিকে এসএফআইয়ের বিরুদ্ধে ফের তোপ দেগেছেন মদন মিত্র। এসএফআইয়ের বিরুদ্ধে চালিয়ে খেলা হবে স্লোগানের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন, ওরা বলেছে যাদবপুরে পা রাখুক। আমি বলছি পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে, আপনারা নিজের বাড়িতে পা রাখতে পারবেন কি না, সেই খবর রাখুন। আগেও মদন মিত্র হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে গোটা দল চুপ করে আছে। অরূপ এক মিনিট বলেছে। আমি ৩০ সেকেন্ড বলব। একটা কানে কানে কথা বলার পর, দুটো কান তো খুঁজে পাওয়া যাবে না কথা বলার জন্য। মুখ খুলেছিলেন অরূপ, রাজ

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৫ উদযাপন করেছে

কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে তাদের সদর দপ্তর, গার্ডেন রিচে অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করেছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার, বিভাগীয় প্রধান এবং বিভিন্ন বিভাগের মহিলা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এসই রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার ডঃ মহুয়া ভার্মা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে তাদের নিজ নিজ কাজে অসামান্য অবদানের জন্য এসইআর-এর ৫৫ জন মহিলা কর্মীকে সম্মানিত করা হয়। মহাব্যবস্থাপক শ্রী অনিল কুমার মিশ্র সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়েতে কর্মরত প্রায় ৭,৬৬১ জন মহিলা কর্মীর কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেছেন। তিনি তাদের নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রশংসাও করেছেন। মহাব্যবস্থাপক ২০২৫ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম - অ্যাক্সেলারেট অ্যাকশন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীদের

সাফল্য উদযাপন, লিঙ্গ সমতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের উপর জোর দেওয়ার জন্য উদযাপিত হয়। এস. ই. রেলওয়ের মহিলা কর্মীরা ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণকারী, লোকো পাইলট, গার্ড, স্টেশন ম্যানেজার ইত্যাদি সুরক্ষা বিভাগেও কাজ করছেন। মহিলা আরপিএফ কর্মীরাও অত্যন্ত ভালো কাজ করছেন। গত কয়েক বছর ধরে, সদর দপ্তর, সমস্ত বিভাগ এবং কর্মশালা মহিলা কর্মীদের জন্য লিঙ্গ সংবেদনশীলতা, সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সচেতনতা, ডিজিটাল ও আর্থিক সচেতনতা, অগ্নিনির্বাপণ, নারী অধিকার সম্পর্কিত সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং আত্মরক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।এই উপলক্ষে সদর দপ্তরের সাংস্কৃতিক দল একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেছে।

পড়ুয়াদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এবিপি-র সঙ্গে মউ স্বাক্ষর লরেটো কলেজের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ শিক্ষা ও শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিলো কলকাতার লরেটো কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর এর মাধ্যমেই কলেজের শিক্ষা-শিল্প ক্ষেত্রের প্রথম সংযোগস্থাপনের পথ খুলে গেল।কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সম্প্রতি তাদের সঙ্গে অলটিউস বায়োজেনিকস প্রাইভেট লিমিটেডের মউ স্বাক্ষরিত হয়। শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, গবেষণা সহযোগিতা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই উদ্যোগ। জানা গেছে, কলেজের 'প্লেসমেন্টট সেল'-এর সহযোগিতায় এই মউ

স্বাক্ষরিত হয়।জানানো হয়েছে, এই সমঝোতা স্মারক (মউ)-এর মাধ্যমে পড়ুয়ারা হাতেকলমে অভিজ্ঞতা অর্জন, ইন্টার্নশিপ এবং বিশেষ প্রশিক্ষণের সুযোগ পাবে। এছাড়াও, এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যৌথ গবেষণা প্রকল্প, বিশেষ বক্তৃতা ও কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এর ফলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা উভযকেই প্রযুক্তিগত দিক থেকে সচেতন করে তুলবে এবং একটি সার্বিক জ্ঞানচর্চার পরিসর গড়ে তুলতে সক্ষম হবে বলেই আশা করছেন কলেজ কর্তৃপক্ষ।উল্লেখ্য, উচ্চ শিক্ষার নতুন পাঠ্যক্রম (এনইপি) এবং ন্যাকের নতুন চাহিদার কথা মনে রেখে শিক্ষা-শিল্পক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এই মউ স্বাক্ষর।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আইইএম-ইউইএম-এর 'ইনোভেশিয়ান ২০২৫' প্রদর্শনী, ছাত্রীদের অংশগ্রহণ

দুরন্ত বার্তা, বিধাননগর, ৮ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে কলকাতার ইনস্টিটিউট অফ

ইঞ্জিনিযারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (আইইএম) এবং ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিযারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট (ইউইএম) যৌথভাবে 'ইনোভেশিয়ান ২০২৫' প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনা উসবের আয়োজন করে। এই প্রদর্শনীতে ছাত্রীদের উদ্ভাবনী মডেল ও প্রযুক্তির প্রদর্শন উল্লেখযোগ্য ছিল। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এতে অংশগ্রহণে করে। এই অনুষ্ঠানে ১৫০টিরও বেশি প্রজেক্ট ও ১০০টিরও বেশি টেকনিক্যাল পোস্টার প্রদর্শিত হয়। প্রদর্শনীতে রোবটিক্স, এআই, গেমিং এবং ব্যবসায়িক উদ্ভাবনের সমন্বয় দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলির মধ্যে ছিল বর্জ্য তেল পুনর্ব্যবহার প্রযুক্তি, দৃষ্টিহীনদের জন্য উন্নত ব্রেইল ডিসপ্লে, এআই চালিত স্মার্ট হেলমেট এবং স্বয়ংক্রিয় কৃষি ড্রোন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসটিপিআই কলকাতার অধিকর্তা মঞ্জিত নায়ক, টেক মাহিন্দ্রার অভিজিৎ পাল, পিডব্লিউসি-এর ডেটা অ্যান্ড অ্যানালিটিক্স এর ইন্দ্রনীল মিত্র, রাজ্য সরকারের যুগ্ম সচিব সঞ্জয় কুমার দাস, অ্যাকসেঞ্চারের শঙ্কর ঘোষ, আইইএম-ইউইএম গ্রুপের কর্মকর্তা অধ্যাপক বনানী চক্রবর্তী এবং অধিকর্তা অধ্যাপক সত্যজিৎ চক্রবর্তী।

অধ্যাপক বনানী চক্রবর্তী বলেন, ইনোভেশিয়ান ২০২৫ তরুণ উদ্ভাবকদের উৎসাহিত করার প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। এই প্ল্যাটফর্মটি নতুন চিন্তাভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করছে। অধ্যাপক সত্যজিৎ চক্রবর্তী বলেন, ইনোভেশিয়ান ক্রমশ বিশ্বমানের উৎসবে পরিণত হয়েছে, যেখানে শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এই প্রদর্শনী প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, সৃজনশীল সমস্যার সমাধান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

রবিবার ববি ফিশারের জন্মদিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ ববি ফিশার হলেন ইতিহাসের প্রথম এবং একমাত্র আমেরিকান বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন্। অনেকেই তাঁকে সর্বকালের সেরা দাবা খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন মনে করেন। ববি ফিশারের জন্ম ৯ মার্চ ১৯৪৩ সালে আমেরিকা শিকাগো শহরে। ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বিশ্ব দাবায় সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল একচ্ছত্র রাজত্ব। মিখালি বোভিনিক, তাইগ্রান পেত্রোসিয়ান, বোরিস স্পাসকির মতো সোভিয়েত গ্র্যান্ডমাস্টারদের কাছে পাত্তাই পেত না পশ্চিমা দাবাড়ুরা। আর তা নিয়ে গর্বের সীমা ছিল না সোভিয়েত ইউনিয়নের। আর সেই গর্ভে আঘাত দিয়েছিলেন ববি ফিসার ১৯৭২ সালে বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ন হয়ে। ফিশার ১৯৭২ সালে বরিস স্পেসকিকে পরাজিত করে বিশ্ব দাবায় চ্যাম্পিয়ন হযেছিলেন। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। বিশ্ব দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি ভাগ বসান সোভিয়েত রাজত্বে। দাবার জগতে আবির্ভূত নতুন এই নক্ষত্রের নাম ছিল রবার্ট জেমস ফিশার, যিনি ববি ফিশার নামেই সর্বাধিক পরিচিত। অনেকের মতেই ববি ফিশারের মতো প্রতিভা আন্তর্জাতিক দাবা দ্বিতীয়টি দেখেনি। তিনি যেন ছিলেন একজন মানব কম্পিউটার, যার দুর্বলতা খুঁজে বের করতে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের গলদঘর্ম হতে হয়েছে। একজন রাশিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার তাঁকে তুলনা করেছিলেন গ্রিক পুরাণে বর্ণিত একিলিসের সঙ্গে। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দাবা খেলোয়া।দের মধ্যে ববি ফিশারের আসন সবসময় সামনের সারিতেই থাকবে।

বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৮ মার্চ ঃ মায়ের অসমাপ্ত ইচ্ছাকে পূরণ করতে উদ্যোগী ছেলে। পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন অন্নপূর্ণা দেবী। মাধ্যমিক পাস করে চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছোট বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ার কারণে তার সেই আশা আর পূরণ হয়নি তার। এমনকি তিনি তার ১১ মাসের সন্তানকে রেখেই তিনি মারা যান। আর বড় হয়ে দিদিমার কাছে মায়ের শেষ ইচ্ছার কথা শুনেই ছোট্ট ছেলেটার মনে দাগ কেটেছিল। নিজের পায়ে সাবলম্বী হওয়ার পরেই মায়ের নামে খুলে ফেলেন একটি লজ। যাতে সকলের মুখে মুখে তার মায়ের নাম প্রতিধ্বনিত হয়। দু'নম্বর ব্লকের চন্ডিপুর এলাকায় অবস্থিত অন্নপূর্ণা অনুষ্ঠান হলে শুক্রবার বাসরিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। আর সেখানেই প্রায় ৪৫০ জন গরীব দু ঃস্থ মাকে প্রদান করা হলো বস্ত্র এবং এর কিছু জন প্রতিবন্ধী মানুষদের বস্ত্র প্রদান করে সাহায্য করেন অনুষ্ঠান হলের কর্ণধার কৃষ্ণচন্দ্র মন্ডল। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা তরফদার, ব্লক কৃষি আধিকারিক জীবনচন্দ্র নাথ, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান উদয় আস, পূর্বস্থলী স্টেশনের স্টেশন ম্যানেজার অবনীভূষণ বালা, শারদ অর্ঘ্য সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক সুদীপ বিশ্বাস সহ বিশিষ্ট জনেরা।

মাছ-সবজি লুট করে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকির অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ৮ মার্চ ঃ অভিযোগ, পুলিশ সেজে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মাছ-সবজি লুট দুই তৃণমূল কর্মীর! আবার মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে ওই দুজনের বিরুদ্ধে। শনিবার সকালে নিউ বারাকপুর পুরসভার কাছের এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে দুজনকে চিহ্নিতও করা হয়েছে। অভিযোগ, এদিন ভোরে নিউ বারাকপুর পুরসভার কাছে ৮ নম্বর রেলগেটের কাছে তৃণমূল কর্মী সায়ন হালদার ও সুগত বিশ্বাস নিজেদের পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর পরিচয় দেয়। এরপর সবজি ব্যবসায়ী রাজু রায় এবং মাছ ব্যবসায়ী মফিজুল গাজিকে গাঁজা-কেস দেওয়ার ভয় দেখিয়ে মারধর করে। তাঁদের কাছে থাকা ৬ হাজার টাকা তোলা ও ৪০ কেজি মাছ ছিনতাই করে বলে অভিযোগ। পরে জানা যায়, মাছের ক্রেটগুলি আর নিয়ে যায়নি ওই দুজন।

আগামী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্ব আগামী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে। দিন দশেকের এই অধিবেশনে মূলত রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের দফাওযারী বাজেট বরাদ্দ নিয়ে. আলোচনা হবে। অধিবেশনের কর্মসূচি চূড়ান্ত করতে বিধানসভা ভবনে আজ অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্তে বিধানসভার কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকের পর অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আপাতত দোলের আগে ১৩ই মার্চ পর্যন্ত বিধানসভার কর্মসূচি চূড়ান্ত হয়েছে। সোমবার ১০ই মার্চ সদ্য প্রযা়ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অধিবেশনের সূচনা হবে। এরপরে সেদিনই অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের ব্যয় মঞ্জুরি প্রস্তাবের ওপর অধিবেশনে দু'ঘণ্টা আলোচনা হবে। পরের দিন মঙ্গলবার শ্রম দফতরের বাজেট প্রস্তাবের ওপর আলোচনা হবে বলে স্থির করা হয়েছে। একই রকম ভাবে বুধবার বিদ্যুৎ দফতর এবং বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দফতরের বাজেট প্রস্তাবের ওপর বিধানসভায় আলোচনা হবে বলে আজকের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে এছাড়াও এবারের অধিবেশনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুর ও নগর উন্নয়ন সহ মোট সাতটি দফতরের বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে। তবে স্বরাষ্ট্র দফতর এর বাজেট নিয়ে আলোচনা হবে কিনা তা নিয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। অধ্যক্ষ জানিয়েছেন রমজান মাস চলার কারণে অধিবেশন তাড়াতাড়ি শেষ করার চেষ্টা করা হবে।

সুন্দরবনে শ্রমজীবি মহিলার নিয়ে নারী দিবস পালন করা হলো

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৮ মার্চ ঃ শনিবার সুন্দরবনে শ্রমজীবী নারী দিবস উদযাপন করা হলো।আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপিঠে এপিডিআর সংগঠনের কুলতলি মৈপিঠ শাখার প্রায় ১৫০ জন মৎস্যজীবী ও মধুসংগ্রহকারী মহিলাদের নিয়ে মৈপিঠের বোসের ঘেরিতে একটি সভা ও মিছিল হয়ে গেল।এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন এলাকার শ্রমজীবী মহিলা আরতী সামন্ত, শান্তিবালা দেবী, দেবারতি হালদার, মহিমা মোল্লা সহ আরো অনেকে। গ্রামীণ মহিলাদের সমস্যা, বন দপ্তরের অত্যাচারের রোমহর্ষক কাহিনী তাঁরা এদিন বর্ণনা করেন। এছাড়া এদিন বক্তব্য রাখেন এপিডিআরের সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত শূর, সহসম্পাদক আলতাফ আমেদ, রাহুল চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মিঠুন মন্ডল ও কোয়েলী গাঙ্গুলি। এদিনের সভা ও মিছিল থেকে যে দাবি গুলো উঠে আসে তা হলো- শ্রমজীবীনারীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। সুন্দরবনের নারীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে। বাঘের আক্রমণে নিহত ব্যক্তির স্ত্রী অথবা কন্যাকে পেনশন প্রকল্পের আওতায় আনতে হবে। জঙ্গলের কোর এরিয়া থেকে রান্নার জ্বালানি সংগ্রহ করতে দিতে হবে। প্রয়োজনীয় সকল মৌলীকে মহল পাশ দিতে হবে। মহিলাদের নতুন বিএলসি পাশ দিতে হবে। সুন্দরবনের সমস্ত আদিবাসী মহিলাদের এস টি সার্টিফিকেট দিতে হবে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, গতকাল ঢাকায় নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহরীর মিছিল বার করেছিল । দাবি, ইসলামী খেলাফত । সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান তড়িঘড়ি বিদেশ থেকে ফিরে আসেন এবং তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেন । ক্লীব উপদেষ্টা ইউনুস এই জেহাদিদের হাতের পুতুল । পাকিস্তানের সঙ্গে তার অতিরিক্ত মাখামাখি সেনাপ্রধান পছন্দ করছেন না ।

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LIMITED
CIN:L70200WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata, West Bengal, India, 700001
Phone : +91 33 4450 0500
Email id - secretarial@rdbrealty.com,Website: www.rdbrealty.com

অতিরিক্ত সাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিএবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেডের** সদস্যদের অতিরিক্ত সাধারণ সভা (ইজিএম)**শনিবার, ২৯শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সকাল ১১,০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে। (আইএসটি)** ভিডিও কনফারেন্সিং**(ভিসি)** অথবা অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যম **(ওএভিএম)** এর মাধ্যমে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ **(আইন)** এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ **(তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ)** এর প্রযোজ্য বিধান মেনে ইজিএম-এর নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ ব্যবসাগুলি লেনদেন করার জন্য,সাধারণ সার্কুলার নং ১৪২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭২০২০ তারিখ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২০২০২০ তারিখ ০৫ মে, ২০২০, ৩৩২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর,২০২০, ৩৯২০২০ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ০১২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারী, ২০২১,২০২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ২১২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, ০২২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২, ১০২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ০৯২০২৩ তারিখ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ০৯২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা (এমসিএ সার্কুলার) এবং SEBIHOCFDCFD-PoD-2PCIR2024133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা **(সেবি সার্কুলার)**, একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই। উপরোক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুসারে, ইজিএম-এর নোটিশ শুক্রবার, ০৭ মার্চ, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মোডেইমেল মারফত কোম্পানি ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। ইজিএম-এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbrealty.com, ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড(এনএসডিএল) https:www.evoting.nsdl.com, BSE লিমিটেড www.bseindia.com এবং সিএসই লিমিটেড www.cse-india.com এও পাওয়া যাবে। যেসব সদস্য তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তারা নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করেএকই নিবন্ধন করতে পারবেন।

ডিম্যান্ড হোল্ডিং	আপনার নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর পরামর্শ অনুযায়ী আপনার ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে বিশদ নিবন্ধন আপডেট করুন।

ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং এর জন্য নির্দেশাবলী

১. সদস্যদের ভোটদানের সুবিধা (ই-ভোটিং)এনএসডিএল কর্তৃক প্রদান করা হবে। ইজিএমের নোটিশে ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সদস্যরা কীভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন সে সম্পর্কে নির্দেশাবলী রয়েছে।

২. সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের সমানুপাতিক হবে। সকল সদস্যকেঅবহিত করা হচ্ছে যে-

ক) সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ ব্যবসাগুলিইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে পরিচালনা করা হবেখ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৬শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সকাল ৯,০০ টায় (আইএসটি)

গ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২৮শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে বিকাল ৫০০ টায় (আইএসটি)

ঘ) সদস্যদের ইজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং অধিকার বা ই-ভোটিং প্রযোগের যোগ্যতা নির্ধারণের শেষ তারিখ হল শনিবার, ২২শে মার্চ, ২০২৫এবং যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, তিনি এই বিজ্ঞপ্তিটি শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করবেনযে কোনও ব্যক্তি, যিনি নোটিশ পাঠানোর পরে কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কাট-অফ তারিখে অর্থাৎ ২২শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্য হন এবং শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি তিনি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য এনএসডিএল-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ভোট দেওয়ার জন্য তার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

চ) সদস্যরা মনে রাখবেন যে

১) পূর্বোক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং একবার সদস্যরা কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্যরা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না

২) ইজিএম-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও ইজিএম-এ যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না

৩) যে ব্যক্তির নাম কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শনিবার, ২২শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে লিপিবদ্ধ আছে, তিনি ইজিএম-এ রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণের অধিকারী হবেন।

৩. কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ, সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে ই-ভোটিং প্রক্রিয়াটি যাচাই-বাছাই করার জন্য, মিসেস প্রাচী টোডি,সদস্য নং এসিএস ৫৩০২২, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকেপরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

৪. যেহেতু ইজিএম ভিসিওএভিএম-এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে, ক্কক্সথ এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, সদস্যদেরকে তাদের নাম, ডিম্যাটঅ্যাকাউন্ট নম্বরফোলিও নম্বর, ইমেল আইডি, মোবাইল নম্বর উল্লেখ করেsecretarial@rdbrealty.com ঠিকানায় তাদের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা আগে থেকেই প্রকাশ করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২৫শে মার্চ, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার বিকেল ৫.০০ টা (আইএসটি) পর্যন্তকোম্পানির দ্বারা প্রাপ্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা, ইজিএম চলাকালীনবিবেচনা এবং উত্তর দেওয়া হবে।

৫. ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা অভিযোগের ক্ষেত্রে, আপনি ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি অথবা সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউ) এবং সদস্যদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি https:www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ অথবা টোল ফ্রিনম্বর ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা শ্রীমতি পল্লবী মহাত্রে,নির্ধারিত ইমেল আইডি evoting@nsdl.co.in-এ ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

বোর্ডের আদেশ ক্রমে
সাক্ষর-
সুরভী কুমারী গুপ্ত
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ০৮ মার্চ, ২০২৫

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৯৮ সংখ্যা, রবিবার ২৪ ফাল্গুন ১৪৩১

অভিনেত্রী শকুন্তলার দাদা উত্তম

মহানায়ক উত্তমকুমার কিছু নায়িকার দাদাও ছিলেন। তাঁদেরই একজন শকুন্তলা বড়ুয়া । 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা আর কি আমি চাই/ নাই বা পেলাম পান্নাচুনি দুঃখ আমার কিছু নাই...' ভাইফোঁটার চিরন্তন গান যার লিপে আইকনিক হিট তিনি শকুন্তলা বড়ুয়া। সিনেমায় যখন আসেন শকুন্তলা বড়ুয়া, তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে শুধু নয়, দুটো মেয়েও হয়ে গেছে। তারাও তখন কিশোরী। ওনার ব্যাকগ্রাউন্ডটা অন্যরকম ছিল। তার স্বামী 'কোল ইন্ডিয়া'র জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন। তার প্রথম ছবি বিয়ের পরেই। ছবিটা ছিল 'সুনয়নী'। ছোটবেলা থেকে গান গাইতেন। রেডিওতেও গেয়েছেন। ভূপেন হাজারিকাই কি ফিল্মের দূত হয়ে এলেন আপনার জীবনে? হ্যাঁ। গানের সূত্রেই ভূপেন হাজারিকার যোগাযোগ। উনি প্রথম সিনেমার শ্যুটিং দেখতে নিয়ে যান। কেমন করে হয় সিনেমা সেটাই শুধু দেখতেওখানে গিয়েই ভাগ্যবদল হল। প্রথম ছবিতেই হিরো উত্তম কুমার। সুনয়নী ছবিটা প্রথমে করছিলেন শচীন অধিকারী। তখন ছবিটার নাম ছিল 'গান্ধারী'। অন্ধ মেয়ের রোল। তারপর ছবিটা শচীন বাবু সুখেনদাসকে দিয়ে দেন। সুখেন দাস ডিরেক্ট করেন। সুনয়নী হিট করার পর তো আর পেছন ফিরে তাকাতে হল না শকুন্তলা বড়ুয়াকে। সুনয়নী হিট হল,ওনার লিপে অজয় দাসের সুরে আশাজির গান হিট হল। সুখেনদারই পরপর ছবির অফার পেলেন। প্রতিশোধের 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা' মানেই শকুন্তলা। অরুন্ধতী হোম চৌধুরীর গলায় সুখেনদা আর অনুপদা দুই দাদা যারা বিধবা বোনকে লাল শাড়ি পরাল ভাইফোঁটায়। রক্ষনশীল পরিবার তারপর দুই মেয়ের মা এত ছবি করলে শেষে, সংসার ছাড়তে হবে। দুটো বাচ্চা রেখে সম্ভব না। তাই ছবি ছাড়লেন অনেক নায়িকার রোলেও ছেড়ে দিলেন। মাঝে একটা গ্যাপ নিয়ে আবার অঞ্জন চৌধুরীর ছবি 'শত্রু' দিয়ে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু কিন্তু তার আগেই 'যোগ বিয়োগ' ছবিতে ক্যারেক্টার রোলে নেমে গেছিলেন। কারণ তিনি কখনও জীবনে প্রথম থেকেই ছবির নায়িকা হবেন সেটা টার্গেট ছিল না। তার মনের মধ্যে সবসময় ছিল ভাল অভিনেত্রী হবেন। তরুণ মজুমদারের 'আপন আমার আপন' এ উন্মাদিনী মায়ের চরিত্রই কি সবচেয়ে কঠিন রোল করেছেন বদ্ধ উন্মাদ আস্তে আস্তে ভাল হচ্ছে সেটাকে ফুটিয়ে তোলা তার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। মানুষ মনে রেখেছে। তরুণ মজুমদার বিশ্বাস করে রোলটা দেন তার পর ভাল ভাল রোল পেয়েছেন, অভিনয় করেও, ভাল লেগেছে 'তুফান', 'বদনাম'। একটা ছবি করবেন বলে তিনশোর বেশি ছবি করা হয়ে গেছে জীবনে। চলচ্চিত্র জীবনের প্রথম নায়ক উত্তম কুমার। তারপর প্রচুর নায়কের সঙ্গে কাজ করেছেন। এত বছরের অভিনয় জীবনে, কিন্তু দ্বিতীয় কেউ নেই যিনি উত্তমকুমারের ধারে-কাছে এসেছেন। ওঁর গাম্ভীর্য, হাঁটাচলা, কথা বলা মাপে মাপে। এখনকার হিরোরা তো সবাই চিৎকার করে কথা বলেন। উত্তম কুমার ছিলেন হিমালয়। উনি সবসময় গাড়ি থেকে নেমে মাথা নীচের দিকে করে তাকিয়ে হেঁটে যেতেন । কারণ উনি তো ছিলেন উপরের মানুষ।

সোমড়ার জমিদার বাড়ি

কলকাতার অদূরেই ইতিহাসের ধুলোয় মোড়া সোমড়ার জমিদার বাড়ি। সময়ের স্রোতে বিলীন হয়েছে জমিদারি। ভেঙে পড়েছে অট্টালিকার দেওয়াল, মরচে পড়েছে ইতিহাসের অলংকারে। তবুও, হুগলির বলাগড়ের সোমড়ার জমিদারবাড়ি আজও অতীতের স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক ক্লান্ত সম্রাটের মতো, যার সিংহাসন নেই, কিন্তু দৃষ্টির গভীরে এখনও জ্বলজ্বল করছে অতীতের গৌরবময় দীপ্তি। প্রায় আড়াই শতাব্দী আগে, সুখরিয়ার মিত্র মুস্তাফি পরিবারের হাত ধরে এই জমিদারির প্রতিষ্ঠা। বাংলার অন্যান্য প্রাচীন জমিদারির মতো, সোমড়ার জমিদারির ভিত্তিও গড়ে উঠেছিল অর্থ, প্রভাব ও রাজকীয় অভিজাততার ওপর। শ্রী রাধাজীবন মিত্র মুস্তাফি রাজপ্রাসাদ গড়ে তুলেছিলেন, নির্মাণ করেছিলেন মন্দির, ঠাকুরদালান। সেকালের জমিদারি মানেই ছিল অপার ঐশ্বর্য, পৃষ্ঠপোষকতা আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সেই ধারার ব্যতিক্রম ছিল না সোমড়া জমিদারবাড়িও। কিন্তু ইতিহাসের পথ মসৃণ নয়। একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যু যেন সব ওলট-পালট করে দিল রাধাজীবনের জীবনে। তখন জমিদারির ভার এসে পড়ে তাঁর জামাতা, রানাঘাটের জমিদার বংশের সন্তান বিনোদবিহারী বিশ্বাসের হাতে। জমিদারি তখন শুধু ক্ষমতার প্রতীক নয়, তা হয়ে উঠেছিল এক সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ। বিনোদবিহারীর আমলে জমিদারির আড়ম্বর আরও বৃদ্ধি পেল, পারিবারিক ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠল, জমিদারবাড়ির প্রাঙ্গণ ভরে উঠল উৎসবে, পুজার আলোয়। এই বাড়ির দুর্গাপূজা শুধুই আধ্যাত্মিক সাধনা ছিল না, তা ছিল জমিদারি কৌলীন্যের প্রতীক। দেবীর বাহন সিংহ এখানে ঘোটকের রূপ নিয়েছে; এক অনন্য শিল্পরূপ, যা বাংলার অন্যান্য জমিদারবাড়ির পুজার প্রতিমার থেকে একে স্বতন্ত্র করেছে। প্রথমে শাক্ত মতে এই পূজা প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীকালে বৈদিক ও বৈষ্ণব মতের প্রভাবে তা বদ্ধ হয়ে যায়। জমিদারবাড়ির মন্দিরে আরাধিত হতেন আনন্দময়ী কালী, দেবী জগদ্ধাত্রী ও রাধাকৃষ্ণ। শুধু ধর্মীয় আচার নয়, এই পুজা হয়ে উঠেছিল গ্রামবাসীদের মিলনোৎসব। কিন্তু সময় বড় নির্মম। জমিদারি উঠে গেছে, রাজসিকতার দিন ফুরিয়েছে, শাসকের ক্ষমতা পরিণত হয়েছে কেবলই স্মৃতিতে। ১০৮টি ঘরের অধিকাংশই আজ ব্যবহারের অযোগ্য। যেখানে একদিন সম্ভ্রান্তদের পায়ের শব্দ প্রতিধ্বনিত হতো, আজ সেখানে গভীর নীরবতা। একসময় যেখানে চন্দনকাঠের পালঙ্কে জমিদার বিশ্রাম নিতেন, এখন সেখানে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই। তবে, সোমড়ার জমিদারবাড়ির মন্দিরগুলো সংস্কার করা হয়েছে, যেন ইতিহাসের গায়ে প্রলেপ।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

তিনি আছেন বলে সবাই সুস্থভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগৎ রক্ষা করাই খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। ভবতারিণী জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তবেই তিনি সাড়া দিয়ে থাকেন। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণের জোরে সবাই জগতে টিকে রয়েছে। না হলে এই পৃথিবীতে কেউই চিরকারে জন্য বসবাসহীন হতো। মা হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত পতি।

সাধক রামপ্রসাদ

মা শ্যামা হচ্ছেন সৃষ্টি কর্ত্রী। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা করতে হয়। এক অসীম শক্তির পরিচয় এই মাতৃ শক্তি। একে খালি চোখ দেখতে পাওয়া যায় না। এই শক্তি অনুভব করা যেতে পারে মাত্র। মুখ দিয়ে বলা যায় না। যার কাছে এই শক্তি আছে তিনি সব কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। তিনি সব কিছুরই সমাধান করতে পারেন। তিনি বিপদ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। শ্যামা মা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। সাধক রামপ্রসাদ অজাতশত্রুতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি জগতকে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি যোগ সাধনা করতেন। সঙ্গীতের যোগ। মা একটি সংসারকে নিজের কাঁধে নিয়ে বয়ে নিয়ে চলতে পারে। তিনি এত শক্তি সঞ্চয় করে যে তার আর কোনও অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজ শক্তির জোরে তিনি সব কিছু করতে পারে। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মায়ের মধ্যে। তিনি হচ্ছেন মা। মা হচ্ছেন জীবন দায়িনী। তিনি জীবন দান করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বাংলার নারী সমাজ দ্বারা পরিচালিত পত্রপত্রিকা এবং বাংলায় প্রথম প্রতিবাদী বাঙালী নারী চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

আন্তর্জাতিক নারী দিবস কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই চলে আসে যাঁর নাম বাংলায় তিনি হলেন রাজা রামমোহন রায়। রাজা রামমোহন রায়কে বাদ দিয়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন করাটা বাংলায় একেবারে অসম্ভব। তিনি নারীদের কুসংস্কার সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। নারীরা কীভাবে পুরুষ সমাজ দ্বারা নিঃপেষিত হতে শুরু করেছিল তা তিনি নিজের চোখে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। সেই কারণে তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে শুরু করেন। এ ব্যাপারে তিনি নিজের মায়ের কাছ থেকে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। তার

কারণ তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্মের কুরীতিকে গ্রহণ করতে নারাজ ছিলেন। তাঁর মা তাঁকে এই কারণে তাজ্যপুত্র করেন। তিনি রাধানগর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস করতে শুরু করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন কলকাতা থেকেই শুরু করতে হবে নারী মুক্তির আন্দোলন। তিনি নারী জাাতিকে পুরুষ সমাজ থেকে মুক্তি দেওয়ার উপায় বের করতে হিন্দু শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে শুরু করলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করলেন। নারী জীবনকে রক্ষা করাই ছিল তঁর মূল লক্ষ্য। সতী হওয়াটা সেই সময়ে নারী কাছে খুব গর্বের বিষয় ছিল। তবে আবার কোনও কোনও সময়ে নারী সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না। যারা সতী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতো না তাদেরকে ধরে বেঁধে মারতে মারতে শ্মশানে নিয়ে আসা হতো এবং জ্বলন্ত চিতাতে অচৈতন্য মহিলাকে ছুড়ে ফেলে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হতো। এই নির্মম চিত্র দেখে বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন প্রথম কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জব চার্নক। তিনি একটি মহিলাকে শ্মশান থেকে উদ্ধার করে তাকে বিবাহ করে স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায় এই দৃষ্টান্ত থেকে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং সতীদাহ প্রথা রোধ করতে তিনি ইংরেজ শাসকদের সাহায্য চান। কিন্তু হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীপন্থীরা অতি শক্তিশালী ছিল। তার ফলে রাজা রামমোহন রায়কে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল সতীদাহ প্রথা রোধ করতে। তিনি বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে পার্লামেন্টে উপস্থিত থেকে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাস্ত্রের শ্লোক তুলে ধরে দেখিয়ে ছিলেন ব্যাখ্যা দিলেন নারী অধিকার রয়েছে তার ইচ্ছা মতো জীবিকা নির্বাহের। সতীদাহ প্রথাকে হিন্দু শাস্ত্র কোনও সময়ে শাস্ত্রীয় বিধি বলে গ্রহণ করেনি। সতীদাহ প্রথা রোধ হয়ে যাওয়ার পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ছিল প্রকৃত নারী মুক্তি দিতে গেলে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এগিয়ে এসেছিলেন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন। তিনি বিলাত থেকে এসে এখানে একটি মহিলাদের স্কুল খেল্যার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার আগে একটি নাম মাত্র মহিলা স্কুল ছিল। বঙ্গ মহিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই স্কুলের ছাত্রী ছিলেন কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। বেথুন সাহেব এসে স্কুল খোলার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁকে সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছিলেন পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি বেথুন সাহেবকে সাহস দিয়ে স্কুল নির্মাণ করালেন। কিন্তু স্কুল তো নির্মাণ করলেই হলো, ছাত্রী কোথায়? তখন মদনমোহন তাঁর দুই কন্যাকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দিলেন এবং মহিলা স্কুলের ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন। এরপরে এসে উপস্থিত হলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। যদিও এর আগেই বিদ্যাসাগর মহিলা শিক্ষা প্রসার এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন। তিনি প্রতিটি জেলায় একটি করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা জন উদ্যোগী হলেন। তারপরে বেথুন স্কুলের সভাপতি দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে তিনি এই স্কুলের জন্য ছাত্রী সংগ্রহ করার ব্যাপারে উদ্যোগী হন। মহিলাদের শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে নারী মুক্তির কথা ভাবা একেবারে অবান্তর সেটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। তার ওপরে রয়েছে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ইচ্ছা। নারীরা বৈধব্য গ্রহণ করে ব্রাহ্মচার্য পালন করতে থাকবে অজীবন তা তিনি সহ্য করতে পারেননি। বাল বিধবারা যাতে আবার বিবাহ করে ঘর সংসার করার অনুমতি পায় সমাজ থেকে তার উদ্যোগ গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলন নারী মুক্তির শক্তিশালী পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। নারী মুক্তি আন্দোলনে জোড়াসাঁকোর ভূমিকার কথা ভুলে গেলে চলবে না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই সময়ে ঠাকুর বাড়ির অন্দর মহলে মহিলা শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা গড়ে তুলে ছিলেন। বাংলার বহু পণ্ডিতেরা এসে উপস্থিত হয়ে ঠাকুর বাড়ির সেখানকার মহিলাদের শিক্ষা দান করতেন। নারী মুক্তি আন্দোলনকে আর সক্রিয় করতে তুলে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন ভগিনী নিবেদিতা। তিনি বাগবজারে একটি মহিলা স্কুল নির্মাণ করেন। সেখানে মহিলাদের পাঠ দেওয়ার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে তার জন্য তিনি কুটির শিল্প এবং হস্ত শিল্পের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কুটির শিল্প প্রশিক্ষণে মহিলারা যাতে অংশ গ্রহণ করে উপার্জন করতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সময়কার বাজার উপযোগী পণ্য মহিলা যাতে ঘরে প্রস্তুত করতে পারে তার দিকে নজর দিতে শুরু করেন। মহিলারা যদি নিজস্ব শক্তিতে উপার্জন করতে পারে। পুরুষ শাসিত সমাজ এই সব রোজগেরে মহিলাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না এটা উপলব্ধি করেই। কারিগরি শিক্ষা দেওয়ার দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। আবার বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ রোধ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পারেননি কারণ তখন তিনি গবির মানুষদের চিকিৎসা দেওয়ার দিকে নজর রাখতে শুরু করেন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ওপরে বেশি করে জোর দিতে থাকেন। বিহারের (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) কারমাটারে উপস্থিত হয়ে সেখানকার সাঁওতাল মানুষদের চিকিৎসা দিতে থাকলেন। তার ফলে বহু বিবাহ রোধ করা নিয়ে তিনি আর বেশি আর আগ্রহ প্রকাশ করতে পারেননি। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আবার বহু বিবাহ পক্ষে সাওয়াল করেছিলেন। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যে হিন্দুরা ক্রমশ সংখ্যায় কমে আসছে। তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একজন মুসলিম চার থেকে পাঁচটি বিবাহ করে বহু সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকে। সেখানে একজন হিন্দু একটি মহিলাকে বিবাহ করে সংসার স্থাপন করে। বহু বিবাহ বন্ধ করতে গেলে মুসলিমদের বহু বিবাহকে বন্ধ করা উচিত বলে মনে করতেন বঙ্কিমচন্দ্র। তবেই হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক ভারসাম্য আসতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তবে এটা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব মত। তারপবে দেখতে পাই বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোনও আইন নির্মাণ না করে। সমাজের অভাব বোধই হিন্দুদের বহু বিবাহ প্রথাকে রোধ বাধ্য করতে হয়েছে। পাশাপাশি পুরুষরা সচেতন হতে সচেতন করে দিয়েছিল। বহু বিবাহ সমাজের ক্ষতিকারক সেটা উপলব্ধি করতে শুরু করে শিক্ষিত পুরুষ সমাজ। তার ফলে বহু বিবাহ প্রথা ক্রমশ বিলীন হতে শুরু করে।

বাংলায় মহিলা পত্রপত্রিকা ঃ নারী জাগরণে বাংলার পত্রপত্রিকা। নারী জাগরণে বাংলার পত্রপইত্রকা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। বাংলায় মহিলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল 'খ্রীষ্ট্রীয় মহিলা' (১৮৮১ সালে)। দুই শতাব্দী ধরে বাংলার মহিলা পত্রিকাগুলি মহিলাদের জাগরণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। তার মধ্যে রয়েছে 'মাতৃভূমি' পত্রিকা (১৯৪৫ সালে) বিগত দুশো বছর ধরে বাংলার মহিলাদের দুরাবস্থার বিবরণ দেওয়া থেকে শুরু করে তাদেরকে জাগরণ কারার ক্ষেত্রে এই সব পত্রিকাগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ইংরেজরা আসার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলায় নারী জাগরণ হতে শুরু করে। ভারতীয় সমাজে নারীদের অবস্থান ক্রমশ উন্নতির দিকে এগোতে থাকে। বাংলার মহিলাদের সনচতন করতে এই সব পত্রপত্রিকা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে থাকে। বাংলা ভাষায় প্রথম পত্রিকার প্রকাশ ১৮১৮ সালে। ১৮৭০ সালে মহিলা সম্পাদিত পত্রিকা 'বঙ্গ মহিলা'। সেই সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মোক্ষদায়িনী দেবী। তিনি ছিলেন উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বোন। বঙ্গ জীবনে নারীদের মুক্তির কথা প্রকাশ করতে শুরু করে 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'অবলা বান্ধব' পত্রিকা। 'মাসিক পত্রিকা' সম্পাদক ছিলেন প্যারী চাঁদ মিত্র এবং রাধানাথ শিকদার, (১৮৫৪ সাল)। 'বামাবোধিনী পত্রিকা' সম্পাদক ছিলেন উমেশ চন্দ্র দত্ত (১৮৬০ সাল) । 'অবলা বান্ধব' পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মহিলা মুক্তি আন্দোলনের পুরোভাগে অবস্থান করছিলেন। 'খ্রীষ্টীয় মহিলা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কুমারী কামিনী শীল। খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার পত্রিকা হলেও এখানে মহিলা শুধু লেখা দিতে পারতেন। বঙ্গীয় ব্রাহ্ম সমাজ থেকে স্ত্রীপাঠ্য মাসিক পত্রিকা 'পরিচারিকা' দীর্ঘ কাল ধরে প্রকাশিত হতো। 'অন্তঃপুর' নামেও একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। জোড়াসঁকো ঠাকুর বাড়িতে থেকে তিনটি পত্রিকা প্রকাশিতহতো। 'ভারতী' (১৮৭৭ সাল) সম্পাদক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'বালক' (১৮৮৫ সাল)। সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। 'পুণ্য' (১৮৯৭ সাল)। সম্পাদক প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। ১৮৮৪ সালে ভারতীয় পত্রিকা প্রকাশ হয়ে গেলে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রকাশ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর দুই কন্যা হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবীর সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বেশ কয়েক বছর মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সৌরিন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চার বছর ধরে 'পুণ্য' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রন্ধন প্রণালী এই পত্রিকায় বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে এই পত্রিকা যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিল। সুপ্রভাত নামে একটি মহিলা পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথ একটি কবিতা লিখে দিয়েছিলেন কুমুদিনী মিত্রের অনুরোধে। 'সেবা ও সাধনা' নামে একটি মহিলা পত্রিকা প্রকাশ লাভ করে। 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' প্রকাশ লাভ করে (১৯১৩ সাল)। আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কিরণময়ী সেন। এই সব পত্রিকায় দেশ বিদেশের সংবাদ বা মহিলাদের খবরের চেয়ে স্বদেশি মহিলাদের নিয়ে বেশি করে আলোচিত হতে দেখা গিয়েছে। সেই সময়ে বাংলার মহিলাদের সমাজে কতখানি অবস্থান করতো তা নিয়ে বিশেষ বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়। মহিলারা সমাজের কোনও স্থানে অবস্থান করতো তা অনুধাবন করা যায় এই সব পত্রিকা থেকে। বাংলার মহিলাদের জাগরিত করাই ছিল এই সব পত্রপত্রিকার মূল লক্ষ্য। বাংলায় মহিলাদের মুখপত্র প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল শিক্ষিত পুরুষ সমাজ। তাঁরা কোনও সময়ে মহিলাদের অন্তঃপুরে আটকে রাখার কোনও ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। সব সময়ে এই শিল্তিত পুরুষ সমাজ চেয়েছিল যে মহিলা যাতে শিক্ষিত হয়ে সমাজের হাত ধরে দেশকে আরও শক্তিশালী করার দায়িত্ব পালন করে।

বাংলার প্রতিবাদী মহিলা নেত্রী চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ব নারী দিবসের কথা আলোচনা করতে গেলে যার নাম সবার আগে উপস্থিত হয় তিনি হলেন মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি চিকিৎসক হতে চেয়েছিলেন। তাঁর চিকিৎসক হওয়ার নেপথ্যে একটি কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে তাঁর শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় এর স্ত্রী ছিলেন খুবই অসুস্থ। পরে তিনি এক পুত্র রেখে পরলোকগমন করেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল। সেই পুত্র সন্তান ছিলেন খুবই রোগগ্রস্ত। প্রায় সময়ে দ্বরকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে বেশি করে নজর দিতে হতো। তার ফলে তাঁর মহিলা শিক্ষা আন্দোলন সাময়িক ব্যাহত হতো। শিক্ষক দ্বারকানাথের কষ্টকে লাঘব করা জন্য কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি চিকিৎসক হবেন এবং শিক্ষক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করবেন। শিক্ষক দ্বারকানাথ এই বিবাহের ব্যাপারে একেবারে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কাদম্বিনীর গোঁ এর কাছে পরাস্ত হয়েছিলেন তিনি। তার ফলে চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে বিবাহ করতে বাধ্য হন। সেই সময়ে এই বিবাহ নিয়ে সারা কলকাতা একেবারে তোলপার হয়ে গিয়েছিল। বিচলিত হয়ে গিয়েছিল গোটা সমাজ। এই অসম বয়সী বিবাহকে রোধ করাতে সমাজ বহু প্রচেষ্টা করে। কিন্তু কোনও প্রচেষ্টা ফলপ্রসূত লাভ করেনি। বিবাহকে সমাজ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। যদি এই বিবাহ ব্রাহ্ম ধর্মমতে হয়েছিল। নারী মুক্তি নিয়ে আন্দোলন যেমন বাংলার মহিলারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন পাশাপাশি আবার কবি সাহিত্যিক এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। বহু কবি সাহিত্যিক তখন তাদের রচনার মধ্যে দিয়ে নারী মুক্তির জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য হলেন কবি মাইকেল মধুসূদন। তিনি 'মেঘনাদ বধ' কাব্য রচনা করে নারী মুক্তির জয়গান গাইলেন। নারী শক্তির জাগরণ ঘটালেন। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনা করে তিনি ভারতীয় মহিলাদের শৌর্য কীর্তির প্রকাশ ঘটালেন। 'ব্রজাঙ্গনা'কাব্য রচনা করে নারী প্রেমের পক্ষে স্বাধীন মত প্রকাশ করলেন। গিরিশ ঘোষ প্রথম মহিলা অভিনীত নাটক পরিবেশন করতে শুরু করলেন। 'নটী বিনোদিনী' বাংলার রঙ্গ মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব নারী মুক্তির জয়গান গেয়ে গিয়েছেন। রানী রাসমনির নাম অতি অবশ্যই করতে হয়। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ সুসম্পন্ন করতে অর্থ দান করেন। রানী রাসমনি নারী শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের পাশে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ব্যাপরে সহমত প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের নামকে স্মরণ করতেনন। ব্রিটিশ শাসক লর্ড বেন্টিঙ্ক সেই সময়ে বাংলার সমাজ সংস্কারকদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হন। মতিলাল শীলও এক সময়ে বিধবা বিবাহ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নারী মুক্তিকে সমর্থন করতেন। বহু লেখায় নারী মুক্তির কথা রয়েছে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেনের দুই কন্যাও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী-ইন্দ্রাণী সেন ও শ্রীবণী সেন

বিশেষ প্রতিবেদক

উত্তমকুমার ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার সম্ভবত কোনও ছবির শুটিং উপলক্ষে ট্রেনের একই কামরায় যাচ্ছিলেন। তাদের গল্পের মধ্যে ট্রানজিষ্টার রেডিয়োয় হঠাৎ বেজে ওঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত। শিল্পীর কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে উত্তমকুমার গৌরীপ্রসন্নকে জিজ্ঞেস করলেন, সুমিত্রার সাথে আলাপ, গানের প্রতি অনিলের আন্তরিক ভালবাসা ও মধুর স্বভাবে মুগ্ধ সুমিত্রার পিতা। মেয়ের গানের সহায়ক যে এই ছেলে হবে বুঝতে পেরে দুটি জীবনকে তিনি একসুত্রে বেঁধে দিলেন। সত্যি বলতে প্রখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেনের গান শেখার প্রেরণা ও উৎসাহদাতা তাঁর পিতা। তিনি নিজে ছিলেন

কে গাইছেন? তিনি রহস্যময় এক উত্তর দিলেন 'আমারই বন্ধুর স্ত্রী'। উত্তমকুমার বললেন, আমার পরের ছবিতে ওঁকে দিয়ে গানটি গাওয়াব '। উত্তমকুমারের অনুরোধে ১৯৬০ সালে 'শুন বরনারী' ছবিতে গাইলেন শুধু নয় ,শিল্পী হিসেবে ষোলোটি ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত প্লে-ব্যাক করেছেন সুমিত্রা সেন।

ফিলসফি নিয়ে এম এ পড়তেন, শেষ পর্যন্ত পরীক্ষা আর দেওয়া হল না কারণ বিয়ে হয়ে গেল। সংসারে কাজের তাগিদ মিটিয়ে একটা জিনিষ রাখা যায়,হয় পড়া না হয় গান তবে শেষ পর্যন্ত সুমিত্রা -অনিল বেছে নিয়েছিলেন গান। অনিল বাবু ল কলেজের কালচারাল সেক্রেটারী ওখানে যাওয়ার সুত্রে বিদ্যাসাগর কলেজে দর্শনের বিভাগীয় প্রধান। মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন পড়াশোনার সঙ্গে গান, ছবি আঁকা, সেলাই এই সব না শিখলে সৌন্দর্য চেতনার সামগ্রিক বিকাশ হয় না। হয়তো সেই আত্মপ্রত্যয়ে ঘোরতর 'সংসারী' হয়ে কিচ্ছু ত্যাগ না করেও শিল্পী হওয়া যায়,দুই কন্যা মানুষ করেও 'পেশাদার' হওয়া যায় সুমিত্রা সেন দেখিয়ে দিয়েছেন। এখানেই তিনি অনন্য।

গানের প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে, তারপর শিখেছেন বেঙ্গল মিউজিক কলেজে। একদিন একটা অনুষ্ঠানে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ওই অনুষ্ঠানে সুমিত্রা সেন গেয়ে ছিলেন 'মোর পথিকের বুঝি এনেছে'। পরদিন সকালে গানের ক্লাসে ফৈয়াজ খাঁ সাহেব সুমিত্রাকে জিজ্ঞেস করলেন 'কাল তুমি গেয়েছিলে না'। তারপর প্রশংসা করে বললেন 'খুব সুরেলা গলা তোমার। খুব রেওয়াজ কর বেটি। তুম আ যায়েগা'। সত্যি বলতে ওই কথাগুলো যেন ভোকাল টনিকের মত কাজ করে। মনপ্রাণ দিয়ে রেওয়াজ করেন, গুরুরা খুশী হলেন কিন্তু নিজের আর মন ভরে না। সেই সময় ভর্তি হলেন বৈতানিকে এখানে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রসাদ সেনের কাছে রবীন্দ্রনাথের গানের পাঠ শুরু করতে নিবিড় তৃপ্তিতে হৃদয় কানায় কানায় ভরে ওঠে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে প্রদ্যোৎ নারায়ণের কাছে শিখতেন গীত ঠুংরি, গজল, লোকসঙ্গীত।

প্রদ্যোৎনারায়ণ তাঁকে প্রথমে রেডিয়োয় নিয়ে যান প্রথম অডিশনে সম্মানে পাশ। তারপর নিয়মিত বেতারে গেয়েছেন। গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে বের হল দুটি নজরুল গীতির রেকর্ড 'বেদনার বেদীতলে' ও 'গোঠের রাখাল ' এরপর কয়েকটি পল্লীগীতি রেকর্ড করেছেন।

সেই সব গানে সুমিত্রাকে অন্য ভাবে চেনা যাবে। তখন সুমিত্রার কণ্ঠস্বর এমন ছিল, যার সঙ্গে তুলনা চলে একমাত্র গীতা দত্তের। যদিও জীবনসায়াহ্নে অশীতিপর শিল্পী নিজে মনে করেছিলেন, ''এই গানগুলোর প্রতি জাস্টিস করতে পারিনি।'' এই উক্তির মধ্যে হয়তো লুকিয়ে আছে প্রকৃত শিল্পীমনের চিরকালীন অতৃপ্তি।

পরে অবশ্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই তাঁর অধিক পরিচিতি। সুমিত্রা সেনের প্রথম রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেকর্ড 'ওগো সাঁওতালী ছেলে' ও 'দিনের পরে দিন গেলো '। সে কথা মাথায় রাখলে মনে হয়, ১৯৫১ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত সুমিত্রা সেনের কণ্ঠে রবীন্দ্রগানের রেকর্ড না থাকাটা সঙ্গীতজগতের অপূরণীয় ক্ষতি। সারা জীবনে শুধু রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেছেন দেড়শোরও বেশি। একবার বেতারে সুমিত্রার গান শুনে কিংবদন্তি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী দেবব্রত বিশ্বাস তাঁকে লিখলেন সুচরিতাসু সুমিত্রা দিদিমণি, এইমাত্র আপনার চারটি গান বেতারে শুনলাম। (১) ('কথা ভুলে গেছি'), (২) আমি যত বার (এখানে উল্লিখিত গানটি হল 'তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা/আমি যত ভার জমিয়ে ভুলেছি/ সকলই হয়েছে বোঝা।'), (৩) 'মেঘ বলেছে, যাব যাব', (৪) 'আমারে কি (কে) নিবি ভাই'। দারুণ বললে কম বলা হয়। আপনার গানের ভাব ও ভঙ্গি আমার হৃদয়কে তীব্র নাড়া দিয়েছে। মনে হচ্ছিল, যেন আমিই গাইছি; আপনার গানে আমার নিজেকে খুঁজে পেলাম। শরীর খুব খারাপ তাই আমি আর গাইতে পারি না। অন্যান্য রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনলে আমি এতটা বিচলিত হই না। এত লিখলাম বলে কিছু মনে করবেন না। কারণ, আমি না লিখে থাকতে পারলাম না। আপনার আরও উন্নতি হোক। এগিয়ে যেতে থাকুন। আন্তরিক শুভেচ্ছা ও নমস্কারাস্তে আপনাদের জর্জদা।" রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে সুমিত্রার গ্রহণযোগ্যতার দলিল এই চিঠি। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেনের দুই কন্যাও বাংলা সঙ্গীত জগতে ছাপ ফেলেছেন। তাঁর বড় মেয়ে ইন্দ্রাণী সেন। মায়ের হাত ধরেই সুরের দুনিয়ায় পথ চলতে শুরু করেন। একই সঙ্গে রবি ঠাকুরের গান ও আধুনিক গানে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন ইন্দ্রাণী। সুমিত্রার কনিষ্ঠ কন্যা শ্রাবণী সেনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী।

ঃ পাঠকদের দরবার ঃ
আইনজীবী জটায়ু

বিশেষ প্রতিবেদক

আদালতে মামলা পিছিয়ে সন্তোষ দত্ত গেলেন শুটিং-এ, মানিয়ে নিলেন বিপক্ষের উকিলও। পেশায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ আইনজীবী, তারই মধ্যে অভিনয়ের প্রতি অমোঘ প্রেম। ফেলুদার ছায়াসঙ্গী জটায়ুর কথা বললে তাঁর মুখই ভেসে আসে বাঙালির মনে। অথচ ফেলুদার ছবি তো তিনি করেছিলেন মাত্র দু'টো। সন্তোষ দত্তের শিল্পীসত্তা ছিল বহুমুখী, বৈচিত্র্যময়।

সন্তোষ দত্তের জন্ম হয়েছিল ঢাকায়। কলকাতায় এসে যখন ওকালতি শুরু করেন, তখনও দেশভাগ হয়নি। ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন ফুটবল আর নাটকের ভক্ত। থিয়েটারে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ বয়সেই। সত্যজিৎ রায়ের 'পরশ পাথর'-এর মাধ্যমে রুপোলি পর্দায় আসা। তারপর 'হেড মাস্টার', 'তিন কন্যা', 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' , একের পর এক ছবিতে তাঁর দুর্দান্ত উপস্থিতি।

১৯৭৪ সালে ফেলুদাকে নিয়ে প্রথম সিনেমা 'সোনার কেল্লা'-য় অভিনয় করার পর 'জটায়ু' হিসেবেই বাঙালি দর্শকের মনে জায়গা করে নিলেন তিনি। সত্যজিৎ রায় ফেলুদা সিরিজের বইগুলোতে জটায়ুর ছবিও পাল্টে ফেলেছিলেন তাঁর জন্য। সন্তোষ দত্ত মারা গেলে, সত্যজিৎ ঠিক করেছিলেন, ফেলুদাকে নিয়ে আর সিনেমা বানাবেন না। আর কোনো অভিনেতাকেই জটায়ুর চরিত্রে তাঁর মনে ধরেনি।

ওকালতির চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেই অভিনয়ের সময় বের করে নিতেন সন্তোষ দত্ত। অনেক সময়েই মামলার দিনে শুটিং পড়ত। তখন বিপক্ষের উকিলের সঙ্গে কথা বলে সব দিক সামলে নিতেন। অন্যান্য উকিলরাও সাহায্য করতেন তাঁকে। 'সোনার কেল্লা'-র শুটিং-এ তাঁকে এক মাসের জন্য রাজস্থানে যেতে হবে, অথচ, এক খুনের মামলার শুনানির তারিখ পড়ল রওনা হওয়ার দিনই। সন্তোষ দত্ত তখন মামলা মুলতুবির অনুরোধে নিয়ে ফোন করলেন বিপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটরকে। সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে মানিয়ে নিলেন পাবলিক প্রসিকিউটিরও। দু'পক্ষের উকিল অনুরোধে করায় সেই মামলার বিচারকও মামলার তারিখ পিছিয়ে দিতে রাজি হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত সন্তোষ দত্ত ঠিক সময়েই অভিনয় করতে গেলেন। আমরাও উপহার পেলাম আমাদের প্রিয় জটায়ুকে।

অবশ্য, জটায়ু ছাড়াও এমন অনেক চরিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন, যেগুলোর জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন। 'ওগো বধূ সুন্দরী'-র অবলাকান্ত, 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর দুই রাজাকে আমরা কি ভুলতে পারব কখনও? এছাড়া, 'মহাপুরুষ', 'চারমূর্তি', 'মর্জিনা আবদুল্লা', 'জনঅরণ্য' , একের পর এক ছবিতে তাঁর অভিনয়ে বাকরুদ্ধ হয়ে গেছেন সিনেপ্রেমীরা।

আইনজীবী সন্তোষ দত্তের কাছে আইনটা ছিল পেশা আর অভিনয়টা ছিল নেশা। সেই কারণে তিনি নেশাকে বেশি করে প্রশ্রয় দিতেন। অভিন. করে তিনি নাম করেছিলেন। আইনজীবী হয়ে তিনি নাম করতে পারেননি। তবে আদালতের সবাই সন্তোষ দত্তের ছবি দেখা মিশ করতো না। সবাই তাঁর অভিনীত ছবি দেকে আদালতে সন্তোষ দত্তের পাশে বলে আড্ডা দিত। কেমন অভিনয় হয়েছে তা নিয়ে কোনও বড়াই করতেন না বটে, তবে অভিনয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

ডাকাতি করার আগেই পুলিশের জালে ৩ দুস্কৃতি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ মার্চ ঃ জাতীয় সড়কে ডাকাতি করার আগেই পুলিশের জালে তিন দুষ্কৃতি। শুক্রবার রাতে বিশেষ অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তিন দুস্কৃতি কে গ্রেফতার করে বর্ধমান থানার পুলিশ। এরা হল এস কে

শহীদ (২৪ বছর), বর্ধমান শহরের মিরছোবা দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা, অজয় বাগদী (২৪ বছর) ও মুন্সী আলিমুল হাকিম (২৪ বছর)। এই দুজনেই খন্ডঘোষ থানার বেরুগ্রামের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হযেছে একটি ওয়ান সর্টার পিস্তল, একটি গুলি, লাইলন দড়ি ও লাঠি। ঘটনাটি ঘটেছে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন গোদা এলাকায়। ধৃতদের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করে তদন্তের স্বার্থে ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে শনিবার বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর আসে শুক্রবার রাতে বর্ধমানের ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন বর্ধমান ম্যারেজ হলের কাছে জনা দশেক দুস্কৃতি জড়ো হয়েছিল ডাকাতির উদ্দেশ্যে। পুলিশের বিশেষ বাহিনী অভিযান চালালে বাকিরা চম্পট দিতে সমর্থ হলেও তিনজন কে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালালে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা স্বীকার করেছে যে, তারা জাতীয় সড়কে চলাচল করা গাড়িতে ডাকাতি চালায়। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, ধৃতের বিরুদ্ধে অন্যান্য থানায় ডাকাতি ও অস্ত্র আইনে মামলা রয়েছে। পুলিশ ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জানার চেষ্টা চালাচ্ছে যে, তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আসছে কোথা থেকে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উদ্যোগে সবজি চাষ, নজর কাড়ছে

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ৮ মার্চ ঃ কথায় আছে, যে রাঁধে, সে চুলও বাঁধে। বর্তমান সমাজে মহিলারা আর কোনও ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। তারা নিজেদের প্রতিভা, দক্ষতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। সেরকমই এবার পূর্বস্থলীতে মহিলাদের এক অভিনব উদ্যোগ নজর কাড়ছে। জেলার অন্যতম কৃষিপ্রধান অঞ্চল পূর্বস্থলী, যা জেলার সবজি ভাণ্ডার নামে পরিচিত। এখানকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাষ হয় বিভিন্ন ধরনের সবজি, যা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের

পাশাপাশি ভিনরাজ্যেও রপ্তানি হয়। এবার সেই সবজি চাষে এগিয়ে এসেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা, যারা সরকারি সহায়তা নিয়ে নিজেদের স্বাবলম্বী করে তুলছেন। পূর্বস্থলী ২ ব্লকের লোহাচুর এলাকায় একদল স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা এখন সবজি চাষে উদ্যোগী হয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্যতম ' মহিলা স্বনির্ভর দল'-এর সদস্য ফুলতুলি মাহাতো জানান, বর্তমানে তারা ঝিঙে, পটল, উচ্ছে-সহ বিভিন্ন মরশুমি সবজি চাষ করছেন। তিনি আরও বলেন, আমরা জমিতে অতিরিক্ত লেবার না লাগিয়ে নিজেরাই যতটা সম্ভব সব কাজ করি। এতে লাভের পরিমাণও বেশি হয়। আমাদের উৎপাদিত সবজি পাইকারি বাজারে বিক্রি করা হয়, যা পরে বিভিন্ন বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। মহিলারা শুধুমাত্র বাড়ির কাজ সামলানোতেই সীমাবদ্ধ নন বরং ফসলের যত্ন নেওয়া থেকে শুরু করে সেচ দেওয়া, ফসল তোলা- সব কাজেই তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় বলেন, সরকারি সহায়তা নিয়ে মহিলারা যে এইভাবে কৃষিকাজে যুক্ত হচ্ছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয় ও অনুপ্রেরণার যোগ্য। নারীদের এই আত্মনির্ভরশীলতার পথচলা নিঃসন্দেহে অন্যদের অনুপ্রাণিত করবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের উদ্যোগ আরও বড় আকারে ছড়িয়ে পড়বে, এমনটাই প্রত্যাশা।

টোটো চালক বাঙালি মহিলা আজ বিচারক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৮ মার্চ ঃ সংসারের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। অভাবের কারণে বেশি দূর পড়াশোনা হয়নি ছেলের। অল্প বয়েসেই কাপড়ের দোকানে কাজে লেগে গিয়েছে। পরিবারের হাল ধরতে শেষে মা নেমে

পড়েছেন মাঠে। টোটো চালিয়ে টানছেন সংসারের ঘানি। আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সেই মহিলাকেই বিচারকের আসনে বসিয়ে সম্মানিত করল লোক আদালত। কথা হচ্ছে বহরমপুরের কান্তনগর এলাকায় বাসিন্দা রাধারাণী দাসকে নিয়ে। প্রায় পাঁচ বছর ধরে এলাকায় টোটো চালিয়ে টানছেন সংসারের ঘানি। তাঁকেই শনিবার আনা হল বহরমপুর জেলা আদালতে আইনি পরিষেবার অফিসে। সেখানেই বসেছিল জাতীয় লোক আদালতের আসর। মুর্শিদাবাদ জেলা আইনি পরিষেবা বিভাগের পক্ষ থেকেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়। একেবারে বিচারকের আসনে বসিয়ে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয় রাধারানিকে। সম্মানিত হয়ে উচ্ছ্বসিত রাধারানিও। বলছেন, খুবই ভাল লাগছে। জীবনে তো প্রথম এটা। তাই ভাবছি কী করা যায়। আমি তো এমনিতে টোটো চালাই। বাড়ির অবস্থা তো খুবই খারাপ ছিল। টোটো চালানোর পর থেকে আর্থিক অবস্থা একটু ফিরেছে। আমার একটা ছেলে আছে। কাপড়ের দোকানে কাজ করে।

বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর

দুরন্ত বার্তা, সাগর, ৮ মার্চ ঃ আজ ৮ ই মার্চ , আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকল নারীদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়ে সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবিকাদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল বিশ্ব নারী দিবস। সাগরের নারী দিবসে পালন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ।সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী পুরুষ সমতার, নতুন বিশ্ব গড়ো। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে এই দিনটিকে বিশেষ ভাবে পালন করা হয়। একজন শিশুকন্যা থেকে তরুণী হয়ে ওঠা এবং তরুণী থেকে মা কিংবা সাধারণ এক মহিলা থেকে পেশাগত জীবনে অসাধারণ হয়ে ওঠা নিয়ে প্রতিটি মহিলার জীবনেই কিছু না কিছু লড়াইয়ের কাহিনি থাকে। সেই লড়াইকেই কুর্নিশ জানায় নারী দিবস। তবে কোথাও যেন একটা ছেদ রয়ে গেছে। রাজনীতি, সামাজিক, অর্থনীতি সমস্ত জায়গায় আজ মেয়েরা সাফল্য অর্জন করলেও কন্যাভ্রূণ হত্যা চলছে আজকের দিনেও। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন যে, আন্তর্জাতিক নারী দিবস প্রতি বছর একটি ভিন্ন থিম নিয়ে পালিত হয়। ২০২৫ সালের নারী দিবসের থিম- সকল নারী ও মেয়েদের জন্য, অধিকার। সমতা। ক্ষমতায়ন । এই দিনে আমাদের সেই সমস্ত নারীদের স্মরণ করা উচিত যারা তাঁদের অধিরকারের জন্য লড়াই করেছেন। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের কাজের প্রশংসা এবং ভালোবাসা প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে মহিলাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সাফল্য অর্জনের উৎসব হিসেবেই পালন করা হয়। ১৯০৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি নিউ ইয়র্ক সিটিতে প্রথম নারী দিবস পালন করা হয়। নারী শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে এই দিন উদ্‌যাপন শুরু হয়। ১৯১৭ সাল থেকে এই দিনটি রাশিয়াতেও উদ্‌যাপন শুরু হয়। তবে পরে রাশিয়াতেই দিনটি পালিত হতে শুরু হয় ৮ মার্চ থেকে। আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালের ৮ মার্চ দিনটিকে প্রথম আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সদস্য রাষ্ট্রদের নারী অধিকার ও বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য জাতিসংঘ দিবস হিসাবে ৮ মার্চকে ঘোষণা করার আহ্বান জানায়। এরপর থেকে এই দিনটিই এই উপলক্ষ্যের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বর্তমানে এই দিনটি বিশ্বজুড়ে পালিত হয়। আন্তর্জাতিক নারী দিবস সারা বিশ্বে নারীত্বের একটি মহান উদ্‌যাপন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারীর অবদান, তাদের ভূমিকার প্রতি সম্মান জানাতেই এই দিনটি উদ্‌যাপন করা হয়। চলতি বছরে আন্তর্জাতিক নারী দিবসের থিম হল পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশ রক্ষায় নারীর অবদান। নারীদের ওপর হওয়া বৈষম্য, নির্যাতনের বিরুদ্ধে করা প্রতিবাদে নারীদের জাগ্রত করাই নারী দিবস পালনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। নারী দিবসের রঙ নির্ধারিত হয়েছে বেগুনি এবং সাদা, যা নারীর প্রতীক। বেগুনি রঙ নির্দেশ করে সুবিচার ও মর্যাদা, যা দৃঢ়ভাবে নারীর

সমতায়ন। এ নারী দিবস পালনের পটভূমি হচ্ছে এই দিনে আমেরিকায় ঘটে যাওয়া এক আন্দোলন। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের সুতা কারখানায় কর্মরত নারীশ্রমিকরা সড়কে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন । সেদিন বেতন বৈষম্য, নির্দিষ্ট কর্মঘন্টা আর কাজের বৈরি পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে নারীরা একজোট হলে তাদের উপর কারখানা মালিকেরা আর মদতপুষ্ট প্রশাসন দমন-পীড়ন চালায়। প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ১৯০৮ সালে জার্মানীতে এ দিনটি স্মরণে প্রথম নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নারী সম্মেলন। ১৭টি দেশ থেকে প্রায় ১০০ জন নারী প্রতিনিধি এতে অংশ নিয়েছিলেন। এ সম্মেলনেই প্রথমবারের মত ক্লারা প্রতি বছরের ৮ মার্চকে 'নারী দিবস' হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন। এ প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ১৯১৪ সাল থেকে বেশ কয়েকটি দেশে ৮ মার্চ নারী দিবস পালিত হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের আহ্বান করলে এরপর থেকে সারা বিশ্বব্যাপী দিনটি পালিত হয়ে আসছে।

পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভুয়ো নিয়োগপত্রের পর্দাফাঁস

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ৮ মার্চ ঃ পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভুয়ো নিয়োগপত্রের পর্দাফাঁস। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের জাল লেটারহেড ব্যবহার করে, পুরুলিয়া জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের জাল সই ও নকল স্ট্যাম্প দিয়ে রাতের সাথী প্রকল্পে ১৩ জন ব্যক্তির ভুয়ো নিয়োগপত্রের পর্দাফাঁস হল পুরুলিয়ায়। পুরুলিয়া গভর্মেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের MSVP ডাঃ সুকমল বিষয়ী হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে সেই নিয়োগপত্রের বিষয়ে জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অশোক বিশ্বাসকে জানান। এরপরই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভুয়ো নিয়োগপত্রের বিষয়টি বুঝতে পারেন। এই চিঠিতে যে তারিখ উল্লেখ্য রয়েছে সেইদিন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অসুস্থ থাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেইদিনের তারিখ ব্যবহার করায় তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারেন এই নিয়োগপত্র ভুয়ো। এইমর্মে জেলা পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। এই ঘটনার সঙ্গে কারা কারা জড়িত তার তদন্তে নেমেছে পুলিস। বিষয়টি নিয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি বিবেক রাঙ্গা বলেন, ভুয়ো ভোটার ধরার আগে স্বাস্থ্য দফতরের ভুয়ো লোকেদের আগে ধরা দরকার। উল্লেখ্য, অন্যদিকে দেশ জুড়ে রেশন ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি রেশন ডিলারদের। ১ এপ্রিল তারা নয়াদিল্লি অভিযান করবে। জানা যাচ্ছে, রেশন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের ব্যাপারে সেখানে তারা আলোচনা করবেন। কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রথমে আধার কার্ডের সঙ্গে রেশন কার্ডের লিঙ্ক করতে হবে। তারপর মোবাইল নম্বরের সঙ্গে লিঙ্ক করতে হবে এবং সর্বশেষে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে লিঙ্ক করতে হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খাদ্য সচিব সঞ্জীব চোপড়া মিটিং করেন দেশের সব রাজ্যের খাদ্য সচিবের সঙ্গে। সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আধার কার্ড, মোবাইল লিঙ্কের পরে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গেও লিঙ্ক করতে হবে রেশন কার্ডকে। ভর্তুকির টাকা সরাসরি গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রশাসন। কেন্দ্র এবং রাজ্যের দেওয়া দুই ধরনের রেশন ব্যবস্থার কারণে এই পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ওভারিতে ক্যানসার, কেমোর যন্ত্রণা সয়েই উচ্চ মাধ্যমিক দিচ্ছে চন্দননগরের সুজলি

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ৮ মার্চ ঃ কেমো চলছিল। তাই গত বছর পরীক্ষা দিতে পারেননি। এবার যন্ত্রণায় কাতর হয়েও হাসপাতালে বসে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেন চন্দননগরের সুজলি পাত্র। কারণ তাকে তো বড় হয়ে অনেক বড় শিক্ষিকা হতে হবে। তাই কোনও রোগের কাছেই হার মানতে চায় না সে। তার লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছে স্কুলের শিক্ষিকা থেকে প্রতিবেশীরা। সুজলি রায়। মা মারা যায় তার বয়স যখন মাত্র এগারো দিন। তারপর থেকেই চন্দননগর কেএমডিএ পার্কের পাশে মামার বাড়িতে বড় হওয়া। বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে আলাদা সংসারে থাকেন। মাঝে মধ্যে এসে খোঁজ নেন। তবে প্রাক্তন জুটমিল শ্রমিক মামা সত্যজিত রায়ই তাকে বড় করেছেন। সুজলি চন্দননগর লালবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী। এগারো ক্লাসে পড়ার সময় তার অসুস্থতা ধরা পরে। জানা যায়, ওভারিতে টিউমার রয়েছে। বায়োপসিতে ধরা পরে ক্যানসার। এরপর শুরু হয় কেমো থেরাপি। মাধ্যমিকে প্রথম বিভাগে পাশ করেছেন সুজলি। অসুস্থতার কারণে গতবছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারেননি। তবে তার মনের জোর ছিল। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। সেই মতো চলছিল প্রস্তুতি। চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনি নারী শিক্ষা মন্দিরে পরীক্ষার সিট পড়ে। প্রথম দিন বাংলা পরীক্ষা দেওয়ার পরই আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে। সারারাত পেটে যন্ত্রণায় ঘুমতে পারেননি। সুজলির স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অর্পিতা মণ্ডল জানান, আমায় ফোন করে শরীর খারাপের কথা জানায় সুজলি। আর পরীক্ষায় বসতে পারবে কি না তা নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয়। চিকিৎসক দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দেয়। দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা স্কুলেই দেন। এরপরই অসুস্থতা বাড়ে। নীলরতন সরকার হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। ছাত্রী জানায় হাসপাতাল থেকেই পরীক্ষা দেবে। সেই মতো সব ব্যবস্থা করা হয়। প্রধান শিক্ষিকা বলেন, অসম্ভব মনের জোর সুজলির। শারীরিক এত অসুস্থতা সত্ত্বেও সে স্কুলে আসত। পড়াশোনায় মনোযোগী ছিল। কাল পরীক্ষার পর কথা হল। বলল খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। তাও পরীক্ষা শেষ করেছে। বড় হয়ে শিক্ষিকা হতে চায়। আমরা চাই ও বড় হোক। ছাত্রীর প্রতিবেশী বলেন, ছোট থেকে মা নেই মেয়েটার। মামা দিদিমার কাছে মানুষ। দিদিমাও কিছুদিন আগে মারা গিয়েছেন। অনেক প্রতিকুলতার মধ্যে লড়াই করে যাচ্ছে। রোগটা ভালো নয়। আমরা চাই ও সুস্থ হয়ে উঠুক। ভালো রেজাল্ট করুক।

নারীদের আত্মরক্ষার পাঠ দিতে আসরে নামলো ইন্দপুরের শালডিহা কলেজ

দেবনাথ মোদক, খাতড়া, ৮ মার্চ ঃ দৈনন্দিন জীবনে নারীদের সুরক্ষার বিষয়ে চিন্তিত সব মহল। রোজকার যাতায়াতে রাস্তাঘাটে কিংবা কর্মক্ষেত্রে মহিলারাই যে 'সফট টার্গেট', তা বার বার প্রকাশ্যে চলে এসেছে। আর আবারও বোঝা গেছে, নারীদের নিজেদের সুরক্ষা ভার নিতে নিজেদেরকেই। হয়ে উঠতে হবে আত্মনির্ভর। এবার তাই তাঁদের আত্মরক্ষার পাঠ দিতে আসরে নামলো ইন্দপুরের শালডিহা কলেজ। শনিবার 'আন্তর্জাতিক নারী দিবসে'র সকালে ওই কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শুরু হলো ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির। এই শিবিরে প্রায় ৫০ জন ছাত্রী অংশ নেয় বলে জানা গেছে। কলেজ সূত্রে খবর, বর্তমান সময়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী আত্মরক্ষার কৌশল জানা ভীষণ জরুরী ছাত্রীদের। এবিষয়ে আগ্রহী হন ছাত্রীরাও। আর কলেজেই সেই সুবর্ণ সুযোগ এসে গেল। এর জন্য ক্যারাটে প্রশিক্ষকও আনা হয়েছে। আত্মরক্ষার কৌশল শেখার জন্য প্রথম দিন কলেজের ছাত্রীদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণে উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন ক্যারাটের মাধ্যমে আত্মরক্ষার একেবারে প্রাথমিক পাঠ ছাত্রীদের শিখিয়েছেন প্রশিক্ষক।

গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যু, চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৮ মার্চ ঃ অবসাদের জেরে মামার বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী এক গৃহবধূ। গৃহবধূর নাম মৌমিতা পাল দেবনাথ (২১)। তার বাড়ি শহরের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতাপনগর লাল সাধু লেন এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকায় ছড়ায় তীব্র চাঞ্চল্য। শনিবার দুপুরে ময়নাতদন্তের জন্য গৃহবধূর দেহটি পাঠানো হয় শক্তিনগর হাসপাতাল মর্গে। সূত্রের খবর আজ থেকে বছর ছয়েক আগে নবদ্বীপ পৌরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের দু'নম্বর গৌরাঙ্গ কলোনী এলাকার বাসিন্দা ভালোবাসা করে বিয়ে করে প্রতাপনগরের যুবক পঙ্কজ পালকে। ভালোবাসা করে বিয়ে করায় বাপের বাড়ির সঙ্গে প্রায় সম্পর্ক ছিন্ন হয় ওই গৃহবধূর। বিয়ের এক বছর পর একটি কন্যাসন্তান জন্ম দেন ওই গৃহবধূ। সম্প্রতি অসুস্থতার কারণে মৌমিতাকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয় নবদ্বীপ হাসপাতালে। বেশকিছু দিন চিকিৎসার পর হাসপাতাল থেকে সোজা চলে যান প্রাচীন মায়াপুরে দাদুর বাড়িতে। সেখানে দিন পনেরো থাকার পর গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বাবলারি পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর পাবনাপাড়ায় মামা সোমনাথ সাহার বাড়িতে বেড়াতে যায়। জানা যায়, শুক্রবার দুপুরে মৌমিতাকে বাড়িতে রেখে এক বান্ধবীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায় মামী দীপিকা সাহা। নিমন্ত্রণ রক্ষার পর বিকেলে বাড়িতে ফিরে আমি তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান মামি দীপিকা সাহা। খবর পাঠানো হয় মালদায় কর্মরত স্বামী সোমনাথ সাহাকে। পাশাপাশি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পরে ওই গৃহবধূকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে, মৃত বলে ঘোষণা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক।

মুখ্যমন্ত্রীর চপ শিল্পে বাজিমাত! তেলেভাজা বিক্রিতে সচ্ছল জীবন দীনেশের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ মার্চ ঃ এক সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন চপ শিল্প করে অনায়াসে পাগি দেওয়া যায় সংসার। সেই কথা মাথায় রেখে দুই সন্তান নিয়ে সংসার চালাচ্ছেন দক্ষিন দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীনেশ সরকার। বালুরঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর চপ শিল্পে বাজিমাত! তেলেভাজা বিক্রিতে সচ্ছল জীবন দীনেশের। মুখ্যমন্ত্রী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একসময় বলেছিলেন, চপ বিক্রি করেও জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব। তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। তবে সেই চপ বিক্রি করেই যে সাফল্য পাওয়া যায়, তা প্রমাণ করে দিলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের দীনেশ সরকার। বালুরঘাট পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড যেনো এক দৃষ্টান্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়ালো। বালুরঘাট পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দীনেশ সরকার পেশায় তেলেভাজা বিক্রেতা। মাত্র তিন বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থেকেও দীনেশবাবু আজ পরিচিত মুখ। বিকেলের পর থেকেই তার দোকানে উপচে পড়ে ভিড়। ঝুড়িভর্তি গরম গরম চপ, পেঁয়াজি, বেগুনি নেওয়ার জন্য লাইন দেন ক্রেতারা। দূরদূরান্ত থেকেও মানুষ আসেন তার দোকানে একবার স্বাদ নেওয়ার জন্য। দীনেশবাবুর এই তেলেভাজার ব্যবসা শুধু তার পরিচিতি বাড়িয়েছে তা নয়, তার পরিবারের আর্থিক অবস্থাও বদলে দিয়েছে। চপ বিক্রির আয়েই তিনি সংসার চালান, পরিবারের সাতজনের দায়িত্ব সামলান। স্থানীয়দের কথায়, মুখ্যমন্ত্রীর চপ শিল্পের ধারণা যে বাস্তবে সফল, তা দীনেশবাবুর গল্পই প্রমাণ করে। ওয়ার্ড কাউন্সিলর অনুশ্রী মহন্ত জানান, চপ বিক্রির মাধ্যমেও যে কেউ সফল হতে পারেন, তার উদাহরণ দীনেশ সরকার। তার ব্যবসা ভালো চলছে, মানুষও খুশি। বালুরঘাট পৌরসভা সর্বদা তার পাশে রয়েছে যদিও বিরোধীরা একাধিকবার মুখ্যমন্ত্রীর চপ শিল্প মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছে, তবে দীনেশবাবুর সাফল্য সেই সমালোচনার জবাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছোট ব্যবসাকে গুরুত্ব দিলে যে সাফল্য সম্ভব, দীনেশ সরকারের গল্প সেটাই বলে।

ফাইন নেওয়ার প্রতিবাদে অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ৮ মার্চ ঃ গ্রামীণ রাস্তায় পুলিশের গাড়ি ধরে ফাইন কাটার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে মুর্শিদাবাদের সুতিতে বিক্ষোভ। শনিবার বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ সুতি থানার অন্তর্গত হারুয়া কেবি রোড সংলগ্ন গাইঘাট্টা মোড়ে বিক্ষোভ দেখানো হয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। চাষীদের মেসিন নিয়ে যাওয়ার সময় ৫০০০ টাকা ফাইন কাটা হয়েছে বলে অভিযোগ হারুয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কটা সেখের। মুখ্যমন্ত্রীর বদনাম করতেই এই ধরনের কাজের অভিযোগ তুলে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে বিক্ষোভ করেন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। যোগ দেন স্থানীয়রা। যদিও পড়ে পুলিশের আশ্বাসে রাস্তা অবরোধ উঠে যায়।

শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি ভবনে বৌদ্ধিক সম্পদের সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৮ মার্চ ঃ কেন্দ্র সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এম এস এম ই) প্রকল্পের আওতায় সচেতনতা শিবিরের আয়োজন হয় বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষা ভবনে। এব্যাপারে বিশ্বভারতীর পল্লী শিক্ষা ভবনের অধ্যাপক ড. ভোলানাথ মণ্ডল বলেন, মানুষের সৃজনশীলতা এক অমূল্য সম্পদ। তার নথিভুক্তকরণের মাধ্যমে স্বত্ব অধিকারের পাশাপাশি, বৌদ্ধিক সম্পদের বিকাশের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে ১৫ লক্ষ পর্যন্ত তহবিল প্রদানের সুযোগ সুবিধা প্রদান রয়েছে এই প্রকল্পে। বৌদ্ধিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে সেরামিকস, কারু শিল্প, হস্তশিল্প, সাহিত্য সৃষ্টি।

খেলতে বাধা অভিমানে আত্মঘাতী ছাত্র

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ মার্চ ঃ খেলতে না গিয়ে পড়াশোনা করতে বলায় অভিমানে আত্মহত্যা করল এক চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। মর্মান্তিক এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাঁকুড়ার জয়পুর থানার কারকবেড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কারকবেড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা ও চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ইন্দ্রজিত দিগর খেলাধুলায় বেশ পারদর্শী ছিল। শুক্রবার বিকেলে খেলতে যাওয়ার জন্য সে প্রস্তুতি নেয়। তবে সে সময় তার অভিভাবকরা তাকে খেলতে না গিয়ে পড়াশোনা করতে বলেন এবং বকাঝকা করেন। অভিমানে ইন্দ্রজিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে খেলতে যায়। পরে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসে সে গলায় গামছা জড়িয়ে আত্মহত্যা করে। পরিবারের সদস্যরা বিষয়টি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে কোতুলপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পরিবার ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পাচারকারীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ মার্চ ঃ শুক্রবার রাতে সীমান্তে এক পাচারকারী মারা গিয়েছেন। পাচারকারীদের হামলায় জখম হয়েছেন এক জওয়ান। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের কুকুরজান অঞ্চলের খালপাড়া বালাসন বিওপি এলাকায়। সূত্রের খবর, কাঁটাতারের জাল কেটে ভারতে ঢুকছিলেন গরুপাচারকারীরা। বিএসএফ জওয়ানরা তাঁদের আটকালে হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। আর তার জেরে গুলি চালাতে বাধ্য হন বিএসএফ জওয়ানরা। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে, মধ্যরাতে বাংলাদেশ থেকে আট-দশজন পাচারকারী এদেশে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন। গরু চুরির উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা এদেশে ঢুকছিলেন বলে অনুমান। সেসময় বিএসএফ জওয়ানদের সেই ঘটনা নজরে আসে। জওয়ানরা তাঁদের বাধা দিতে গেলে হামলা চালানো হয়। এক জওয়ান জখম হন। এরপরেই পাচারকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় বিএসএফ।

Hooghly Chinsurah Municipality
Notice Inviting e-Tender
e-Tender Notice No. WBMAD/ C/HCM/ Gen/NIT2/36/25
Memo No.: 3835
Date: 8/3/2025
e-Tenders are invited from manufacturers/ suppliers for the Supply of Diesel Generator Sets at Hooghly Chinsurah Municipality. vide Tender ID No. 2025 MAD 825232_1. Closing date of bid submission is **22/03/2025 upto 14.00 hours**. Detailed information and bidding website **https://wbtenders.gov.in**
S/D Chairman,
Hooghly Chinsurah Municipality

আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে স্মরণীয় করতে মুর্শিদাবাদ থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত সর্বনারী কায়াকিং অভিযান

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৮ মার্চ ঃ ৮ মার্চ সারা দেশ জুড়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয় নারী দিবস। আর ২০২৫ এ নারী দিবসকে স্মরণীয় করতে নারীদের নিয়ে এক ব্যাতিক্রমি সর্বনারী কায়াকিং অভিযান এর উদ্যোগ নেয় IMF - ইস্ট জোন এবং নবদ্বীপ অল্টিটিউড.ইন। যার সূচনা হয়েছিল গত ৪ মার্চ মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারি থেকে। আর সমাপ্তি হয় ৮ মার্চ নবদ্বীপ দেয়ারাপাড়া গঙ্গার ঘাটে। আন্তর্জাতিক নারীদিবসে এই মহিলাদের এই বিশেষ কায়াকিং সমাপ্তির কারনে এই অ্যাডভেঞ্চারে পরিপূর্ণ কায়াকিং-অংশগ্রহণকারী সকলকে বিশেষ সন্মান ও সংবর্ধনা জানাতে নবদ্বীপ দেয়ারাপাড়া গঙ্গার ঘাট পার্শ্ববর্তী নবদ্বীপ কর্মমন্দির ময়দানে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে কায়াকিং এর আয়োজকেরা। এদিন বিকেল আনুমানিক সারে চারটের সময় নবদ্বীপ দেয়ারাপাড়া গঙ্গার ঘাটে এসে পৌঁছায় ১৬ জন মহিলা অভিযাত্রী সহ পাঁচজন অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ লাইফ গার্ড। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছালেই সকল অভিযাত্রীকে শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে তাদের স্বাগত জানানো হয়। এই গোটা টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে ছিলেন কোলকাতার বিশিষ্ট কায়াকিং ট্রেনার পুস্পেন্দু সামন্ত ও অসীম মন্ডল। নবদ্বীপ অল্টিটিউড.ইন এর তরফে জানায় গত ৪ মার্চ আটজন মহিলা অভিযাত্রী নিয়ে মুর্শিদাবাদের হাজার দুয়ারি থেকে শুরু হয় এবং পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে আরও আটজন মহিলা অভিযাত্রী এই কায়াকিং এ যোগ দেয়, পাশাপাশি তারা আরও জানায় নবদ্বীপ সহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার মহিলারা উৎসাহিত হয়ে এই গোটা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়। এই অভিযানের ক্যাপ্টেন পুস্পেন্দু সামন্ত বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের কায়াকিং অভিযানের আয়োজন করা হয়লেও এখানের প্রথম বারের আয়োজনে ছিলো, কিন্তু এই সম্পুর্ন মহিলাদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে নবদ্বীপ পর্যন্ত এত টা পথ সকল অভিযাত্রী খুব সাহসের সাথে গোটা অভিযান সম্পন্ন করেছে, পাশাপাশি তিনি আরও জানান এই অভিযানে যেমন ১৮ বছরের যুবতী ছিলো তেমন ৫৪ বছরের মহিলাও ছিলেন, এটা খুব কম জায়গায় দেখা যায়। ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশন (IMF) - ইস্ট জোন এর চেয়ারম্যান দেবরাজ দত্ত বলেন নারী দিবকে স্মরণীয় করতে নবদ্বীপ অল্টিটিউড.ইন এর এই প্রয়াস সত্যি খুব প্রসংশনীয়, মহিলাদের নিয়ে এই কায়াকিং এর উদ্দেশ্য হলো নারীদের ক্ষমতায়ন, অ্যাডভেঞ্চারের প্রতি ভালোবাসা যেন বৃদ্ধি পায়, এরই পাশাপাশি নদী বাঁচাও স্লোগানকেও সামনে রেখেই এই গোটা অভিযান টি করা হয়। এদিন বিকেলের বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের পৌরপিতা বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ থানার আইসি জলেস্বর তিওয়ারি, সহ নবদ্বীপের একাধিক জনপ্রতিনিধি সহ উপস্থিত ছিলেন শহরের একাধিক সংগঠনের প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যাক্তি। এদিন কায়াকিং অভিযানে অংশগ্রহণকারী সকলকে পুষ্পস্তবক ও সার্টিফিকেট দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।

খাবার-দাবার

বাঙালির উৎসব অনুষ্ঠান মানেই পেটপুজো দোল স্পেশাল মাটন, রইল রকমারি রেসিপি

বাঙালির উৎসব অনুষ্ঠান মানেই পেটপুজো। আর সেই রসনা তৃপ্ত হলে, বেশি খুশি হয় তারা। আর দোলের দিন ঝাল ঝাল মাটন কষা কিংবা গড়গড়ে মাটনের ঝোল দিয়ে ধোঁয়া ওঠা

বাসমতি চালের ভাত কিংবা পোলাও দিয়ে ভুরিভোজ, আহা বোলার নয়। পাঠার মাংস একটু অন্যভাবে রাঁধবেন নাকি? ঝটপট জেনে নিন রেসিপি।

হান্ডি মাটন-উপকরণ- মাটন, গরম মশলা গুঁড়ো (জিরে, ধনে, শাহ মরিচ, সবুজ এলাচ, কালো এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল, জয়িত্রী), কসৌরি মেথি, আদা বাটা, রসুন বাটা, পিঁয়াজ কুচি, রসুন, শুকনো লঙ্কা, টক দই, সর্ষের তেল।

প্রণালী-একটি কড়াইতে তেল গরম করুন, এবার পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি রং হওয়া পর্যন্ত ভেজে তুলে নিন। একটি বড় পাত্রে কাঁচা লঙ্কা, পুদিনা পাতা, আদা-রসুন বাটা, টক দই, ধনে গুঁড়ো দিন। এতে লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, স্বাদমতো নুন, ধনেপাতা কুচি, ভাজা পেঁয়াজ ও ভাজা পেঁয়াজ তেল দিয়ে.ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে মাটন দিন এবং ভালভাবে ম্যারিনেট করুন। এবার একটি প্রেসার কুকারে তেল দিন এর মধ্যে শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, দারচিনি ফোঁড়ন দিন। সুগন্ধ আসতে শুরু করলে প্রেসার কুকারে ম্যারিনেট করা মাটন দিন এবং ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। মাংস নরম না হওয়া পর্যন্ত দমে রান্না করুন। এবার ঢাকনা খুলে একটু ভালো করে নাড়ুন। ব্য, তৈরী।

মোহিনীমোহন মাটন- উপকরণ-মাটন (২৫০ গ্রাম), টমেটো কুচি , সর্ষের তেল (৮ টেবল চামচ), পেঁয়াজ কুচি (৩টি) (লালচে করে ভেজে তোলা), জিরে (আধ চা-চামচ) (ফো।নের জন্য), গোটা গরম এ (ফো।নের জন্য), আদা-রসুন বাটা (দে। টেবল চামচ), কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ কুচানো (৪টি), টকদই (২ টেবল চামচ), তেজপাতা (২টি), গোলমরিচ গুঁো (১ চা-চামচ), হলুদ গুঁড়ো (১ চা-চামচ) লঙ্কা গুঁড়ো (১ টেবল চামচ), ধনে গুঁড়ো (১ টেবল চামচ), শাহি গরম মশলা গুঁড়ো (আধ চা-চামচ), নুন (আন্দাজমতো)।

প্রণালী- মাংস ধুয়ে টকদই আর টমেটো দিয়ে মেখে রাখুন। ১ ঘণ্টার মতো মেখে রাখতে হবে। তারপর কড়াইতে তেল গরম করে তাতে জিরে আর গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। এবার পেঁয়াজ কুচি, আদা বাটা, রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে নিয়ে ম্যারিনেটেড মাটন দিয়ে দিন। একই সঙ্গে কাঁচালঙ্কা, গোলমরিচ গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ,ধনে গুঁড়ো ও গুঁড়ো গরম মশলা দিন। ঢাকা বন্ধ করে মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাংস আধসেদ্ধ হয়ে গেলে প্রেশার কুকারে সামান্য জল দিয়ে নুন মিশিয়ে ২টি সিটি দেওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। স্টিম বেরিয়ে গেলেই মাংস তৈরি। পোলাও-এর সঙ্গে জমে যাবে। স্যালাডের জন্য- ১টি বিট (সেদ্ধ করে গ্রেট করা), ১ কাপ টক দই ফেটানো, এক চিমটি গোলমরিচ, ১ চা চামচ চাট মশলা, ধনেপাতা কুচি অল্প। ফোড়নের জন্য- ১৪ টেবিলচামচ অলিভ অয়েল বা সাদা তেল, কালো গোটা সরষে অল্প, গোটা জিরে, হিং, কারিপাতা।

সেদ্ধ করে গ্রেট করা বিট একটি পাত্রে নিন। এতে ফেটানো দই দিয়ে ভাল করে মেশান। এবার সেই মিশ্রণে গোলমরিচ, চাট মশলা, ধনেপাতা কুচি দিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে নিন। এবার একটা প্যানে তেল গরম করে তাতে গোটা সরষে, জিরে ফোড়ন দিন। আঁচ কমিয়ে তাতে প্রথমে হিং, তারপর কারি পাতা দিয়ে ভাল করে নাড়ুন। এবার প্যানের এই তেল দিয়ে দিন দই আর বিটের মিশ্রণে।

ভারত শুল্ক কমাতে রাজি হতেই খোঁচা ট্রাম্পের

৮ মার্চ ঃ তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বন্ধুত্ব' কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু দ্বিতীয়বার মসনদে ফেরার পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের রোষানল থেকে রেহাই পায়নি সেই ভারতও। ওভাল অফিসে বসে তিনি দাবি করলেন, চাপে পড়ে নয়াদিল্লি মার্কিন পণ্যের উপর থেকে শুল্ক কমাতে রাজি হয়েছে। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, ভারত আপসে রাজি হয়েছে, কেননা কেউ অবশেষে ওদের কীর্তি ফাঁস করছে। ট্রাম্প আগেই বলেছিলেন, যে সব দেশ মার্কিন পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করবে, সেই দেশের পণ্যের উপরেও পাল্টা কর চাপাবে আমেরিকা। এরপরই তিনি ঘোষণা করেন, আগামী ২ এপ্রিল থেকে ভারত, চিন-সহ বহু দেশের উপরই পারস্পরিক শুল্ক চাপাবে আমেরিকা। তাঁর কথায়, অন্যান্য দেশ আমাদের উপর যে শুল্ক আরোপ করবে, আমরাও তাদের উপর সেই শুল্ক আরোপ করব। এই পরিস্থিতিতে

ট্রাম্প দাবি করেন, নয়াদিল্লি বিরাট শুল্ক চাপিয়ে রেখেছে আমাদের উপরে। বিরাট! শুল্কের হার এতই বেশি যে ওখানে কিচ্ছু বিক্রি করা যায় না। কাজেই ব্যবসা ওখানে বেশ কম। এটাকে একরকম নিষিদ্ধ করাই বলা যায়। তবে এবার ওরা শুল্ক কমাতে রাজি হয়েছে। আসলে ওরা বুঝেছে ওরা যা করেছে তা ফাঁস হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, মার্কিন কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়ার সময় ট্রাম্পকে বলতে শোনা গিয়েছে, অন্য দেশরা আমাদের উপরে শুল্ক চাপিয়ে আসছে দশকের পর দশক ধরে। এবার আমাদের পালা ওই সব দেশের বিরুদ্ধে সেটাই ব্যবহার করার। গড় হিসেবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চিন, ভারত, ব্রাজিল ও আরও অসংখ্য দেশই আমাদের উপরে বিরাট শুল্ক চাপিয়ে দেয়, আমরা যতটা চাপাই তার তুলনায়। এটা অন্যায়। ভারত আমাদের উপরে ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপায়। আমেরিকার ক্ষেত্রে বিষয়টা ঠিক নেই, কোনওদিন ছিলও না।

দেশে ফেরার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করার জন্যই পাসপোর্ট ছাড়তে চাইছেন ললিত

৮ মার্চ ঃ ভারতের বাজারে তাঁর হাজার হাজার কোটির দেনা। একাধিক ভারতীয় এজেন্সি তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। তাঁকে প্রত্যর্পণের চেষ্টাও করছে ভারত সরকার। এসবের হাত থেকে বাঁচতে এবার ভারতীয় নাগরিকত্বই ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পলাতক ব্যবসায়ী। বিদেশমন্ত্রকের তরফে শুক্রবার জানানো হয়েছে, ললিত মোদি ভারতের পাসপোর্ট ছাড়তে চান। অর্থাৎ এ দেশের নাগরিকত্ব আর রাখতে চাইছেন না পলাতক ব্যবসায়ী। তিনি লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসে গিয়ে ভারতীয় পাসপোর্ট জমা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। শুক্রবার বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সে কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। রণধীর জানিয়েছেন, ললিত পাসপোর্ট ছাড়ার জন্য আবেদন করেছেন। তাঁর আবেদন পত্র খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। একই সঙ্গে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ললিতের বিরুদ্ধে যা যা আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার, সেটা নেওয়া হবে। সূত্রের খবর, ললিত ভারতের পাসপোর্ট ছেড়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াতুর নাগরিকত্ব পেয়েছেন। ওই দ্বীপরাষ্ট্রটির সঙ্গে ভারতের প্রত্যর্পণ চুক্তি নেই। তাই আগামী দিনে তিনি যদি ভারতের আইনে দোষীও সাব্যস্ত হন, তাতেও তাঁকে দেশে ফেরাতে পারবে না ভারত। সেই ছকেই ভারতীয় নাগরিকত্ব ছাড়তে চাইছেন তিনি। আসলে প্রাক্তন আইপিএল কমিশনার একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে দুষ্ট। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত করছে ইডি-সহ একাধিক ভারতীয় তদন্তকারী সংস্থা। ২০১০ সালে ভারত ছেড়ে পালান ললিত মোদি। মূলত আর্থিক তছরুপ মামলায় আইনি জটিলতা থেকে বাঁচতেই দেশ ছেড়েছিলেন আইপিএলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। আপাতত তিনি থাকেন ব্রিটেনে। ইন্টারপোল তাঁর খোঁজে নোটিস জারি করেছে। কিন্তু এখনও ললিতকে দেশে ফেরানো যায়নি। দেশে ফেরার রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ করার জন্যই পাসপোর্ট ছাড়তে চাইছেন ললিত।

ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি পুতিন! ইউক্রেনের উপর চাপালেন একগুচ্ছ শর্ত

৮ মার্চ ঃ ইউক্রেনের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতি যেতে রাজি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন! এনিয়ে কিয়েভের সঙ্গে আলোচনা বসতে আগ্রহী তিনি। তবে এত সহজে সবটা হবে না। ইউক্রেনের উপর বেশ কয়েকটি শর্ত চাপানো হবে। সেগুলো মানলে তবে আলোচনার পর যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে সই করবেন পুতিন। আর এক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করতে হবে আমেরিকাকে। এমনটিতেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরতেই হোয়াইট হাউসের রুশ নীতি বদলে ফেলেছেন। যে কারণে ইউক্রেনের ভবিষ্য এখন অন্ধকারে। গত কয়েকদিন ধরেই ট্রাম্পের রুশ-নীতি নিয়ে নানা চর্চা হচ্ছে। প্রথম থেকে ইউক্রেনকেই সমঝোতার পথে হাঁটার পরামর্শ দিচ্ছেন। হোয়াইট হাউসে তাঁর সঙ্গে জেলেনস্কির কাজিয়ায় হতবাক বিশ্ব। তারপর থেকে কিয়েভের বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে একের পর এক পদক্ষেপ করছেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের ময়দানে বাড়তি অক্সিজেন পাচ্ছে মস্কো। সমস্ত কিছু দেখে মুচকি হাসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন। আমেরিকা মাথার উপর থেকে

হাত তুলে নেওয়ায় রণক্ষেত্রে সংকটে ইউক্রেন। এই পরিস্থিতিতে ক্রেমলিন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউক্রেনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি পুতিন। যদি জেলেনস্কি সব শর্ত মেনে নেন তাহলে সাময়িক যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে সই করতে পারেন রুশ প্রেসিডেন্ট। তবে এই শর্তগুলো কী হবে তা এখনও জানা যায়নি। এই প্রসঙ্গে গতকাল ট্রাম্পকে বলতে শোনা যায়, রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করা সহজ। তাদের সঙ্গে সমঝোতা পথে হাঁটা সহজ। কিন্তু ইউক্রেনের সঙ্গে কাজটা বেশ কঠিন। এমনকী মার্কিন প্রেসিডেন্ট এও বলেন, রাশিয়া যদি যুদ্ধবিরতিতে রাজি হয়ও, তাহলে তারা একটি শান্তিরক্ষা মিশন স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে। সেই মিশনে কোন কোন দেশ থাকবে, সেটাও চুক্তির শর্তের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে ক্রেমলিন। বিশ্লেষকদের মতে, ইউক্রেনকে আর সামরিক সাহায্য করবে না আমেরিকা। এমনকী কিয়েভকে আর কোনও গোয়েন্দা তথ্য না দেওয়ারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়াশিংটন। ফলে প্রবল চাপে পড়েছেন জেলেনস্কি। আর এই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছেন পুতিন।

প্রসঙ্গত, তিন বছরের বেশি সময় ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরু থেকেই জেলেনস্কিদের পাশে ছিল আমেরিকা। দেশে আর্থিক সমস্যা সত্ত্বেও একাধিকবার ইউক্রেনের জন্য নানারকম সাহায্যের ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এই সহায়তা নিয়ে ওয়াশিংটনের অন্দরেই চরম অসন্তোষ তৈরি হয়। ট্রাম্প আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর একাধিক দেশে মার্কিন অনুদান বন্ধ করে দেন। কিন্তু ইউক্রেনের প্রতি সাহায্য বহাল ছিল। এবার ইউক্রেন-আমেরিকার খনিজ চুক্তির সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যেতেই ট্রাম্প কিয়েভের প্রতি সম্পূর্ণ খড়গহস্ত হয়ে উঠেছেন। তবে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, এখনও জেলেনস্কি সুর নরম করলে হয়তো পরিস্থিতি বদলাতে পারে।

ছত্তিশগড়ে পথ দুর্ঘটনায় পুলিশ কর্মীর মৃত্যু

কোরবা, ৮ মার্চ ঃ ছত্তিশগ।রে কোরবা জেলায়. শুক্রবার রাতে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এক পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি দীপকা থানায় কর্মরত অবস্থায় শুক্রবার রাতে নাইট ডিউটিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হন। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম ভূপেন্দ্র কানওয়ার, তিনি কদোরা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনাটি রাতের দিকে ব্যাংকিমোংরা-জওয়ালি প্রধান সড়কে ঘটে। বাড়ি থেকে বেরোনোর কিছুক্ষণ পরই একটি গাড়ি তাঁর বাইকে ধাক্কা মারে। চালক পলাতক। খবর পেয়ে. পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে হাসপাতাল নিয়ে. গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ মহলেও শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকরা মৃত পুলিশ কর্মীর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

নারীদের যাত্রায় সমর্থনের অঙ্গীকার করার আর্জি রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ৮ মার্চ ঃ আন্তর্জাতিক নারীদিবসে বার্তা দিলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার তিনি এক্সবার্তায় লিখেছেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা! আজ, আমরা নারীদের অর্জন এবং অবদান উদযাপন করছি। আমরা নারীর অধিকার, সমতা এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যকে শক্তিশালী করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানোরও সংকল্প করি। আমাদের বোন এবং কন্যারা কাচের ছাদ ভেঙে সীমানা অতিক্রম করছে। আসুন আমরা নারীদের তাদের যাত্রায় সমর্থন করার অঙ্গীকার করি, নিশ্চিত করি যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন পথ তৈরি করার সময় কেউ পিছিয়ে নেই। একসাথে, আমরা একটি লিঙ্গ সমতামূলক বিশ্ব তৈরি করতে পারি যেখানে নারী এবং মেয়েরা নির্ভয়ে তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবে।

বিহারে আন্তর্জাতিক নারী দিবসে শিক্ষিকাদের সম্মাননা প্রদান

ভাগলপুর, ৮ মার্চ ঃ বিহারে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে শনিবার কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, জগদীশপুরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ব্লক শিক্ষা আধিকারিক অরবিন্দ কুমার বলেন, এই বছরের নারী দিবসের থিম অ্যাক্সিলারেট অ্যাকশন, যা নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অর্জন উদযাপনের বার্তা দেয়। মধ্য বিদ্যালয়, জগদীশপুরের প্রধান শিক্ষক আশুতোষ চন্দ্র মিশ্র বলেন, আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা প্রকাশের দিন। শম্ভু কুমার সিং বলেন, এই দিন বিশ্বজুড়ে নারীদের সাফল্য উদযাপনের পাশাপাশি লিঙ্গ সমতা ও তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে শিক্ষিকা বিন্দু কুমারি, কৌশল্যা কুমারি, প্রতিমা মিশ্র, সারিকা নিগার, ফুল কুমারি, সিমি রুখসার, ভারতি ঝা, সোনি কুমারি, শীলা কুমারি, পূজা কুমারি ও প্রীতি কুমারিকে প্রশংসাপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

হরিয়ানার পলওয়ালে মেডিকেল স্টোরে হানা

পলওয়াল, ৮ মার্চ ঃ হরিয়ানার পলওয়াল জেলার হথিন উপমণ্ডলের একটি মেডিকেল স্টোরে হানা দিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের দল বিপুল পরিমাণ ওষুধ আটক করেছে। তদন্তে স্টোরের মালিকের কাছে কোনও বৈধ লাইসেন্স পাওয়া যায়নি। দোকানে ৫৫ ধরনের ওষুধ বিক্রি করা হচ্ছিল। স্বাস্থ্য দফতরের দল সমস্ত ওষুধ বাজেয়াপ্ত করে দোকানটি সিল করে দেয়।

জানা গেছে, হথিনের ঘুড়াওয়ালি গ্রামে ওই মেডিকেল স্টোর অবৈধভাবে চালানো হচ্ছিল। খবর পেয়ে জেলা ওষুধ নিয়ন্ত্রক আধিকারিক প্রদীপ দাহিয়ার নেতৃত্বে স্বাস্থ্য দফতরের দল শনিবার ওই দোকানে হানা দেয়। স্টোরের মালিক কোনও লাইসেন্স দেখাতে পারেননি।

বন্দে ভারতের দায়িত্বে শুধু মহিলারাই

নয়াদিল্লি,৮ মার্চ ঃ নারী দিবস। আর এই বিশেষ দিনে নারীশক্তির জয়গানে অভিনব উদ্যোগ নিল রেলদপ্তর। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে শুধুই রইলেন মহিলা ক্রু সদস্য। তাঁরাই পরিচালনা কনে সমস্ত কিছু। এছাড়া নারী দিবস উপলক্ষে গুজরাটে এক মেগা ইভেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানেও তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে শুধুই রয়েছেন মহিলা আধিকারিকরা। যা ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার ঘটে বলে জানতে পারা গিয়েছে। নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

জানা গিয়েছে, ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ টার্মিনাস থেকে ছাড়ে সাইনগর শিরডি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস (ট্রেন নম্বর ২২২২৩)। লোকো পাইলট এবং সহকারী লোকো পাইলট, ট্রেন ম্যানেজার এবং টিকিট পরীক্ষক থেকে অন-বোর্ড ক্যাটারিং স্টাফ সকলেই মহিলা। বন্দে ভারতে এহেন পদক্ষেপ এই প্রথম। এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত নিয়ে গর্বিত ভারতীয় রেলও। নারীশক্তি, নিষ্ঠা এবং নেতৃত্বকে সম্মান জানাতেই এই অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রেল। এদিকে, আজ নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লেখেন, 'নারী দিবসে আমরা আমাদের নারীশক্তিকে প্রণাম জানাই। আমাদের সরকার সর্বদা নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে এসেছে। আগামী দিনেও করবে। আমাদের পরিকল্পনা এবং কর্মসূচিতেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। আমি আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। আজ আমার সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জনকারী নারীরা পরিচালনা করবেন।' প্রসঙ্গত, এদিন গুজরাটের নওসারিতে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। সমস্ত আয়োজন খুঁটিয়ে দেখছেন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা মহিলা আধিকারিকরা। তালিকায় রয়েছেন আইপিএস, কনস্টেবল ও এসআই। এই বিষয়ে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ সাঙ্ঘভি জানিয়েছেন, নারী দিবসে উপলক্ষে অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে গুজরাট পুলিশ।

Name Change

I MANARANJAN MAJI,S/O SURENDRA NATH MAJI,R/O DINA BANDHU NIKETAN SAHEED KSHUDIRAM BOSE ROAD,WEST MEDINIPUR,721101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANORANJAN MAJI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/02/2025,THAT MANARANJAN MAJI AND MANORANJAN MAJI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,TAPAS SUNIL SARKAR,SON OF SUNIL SARKAR,RESIDING AT MUSTAFI PARA, BIRNAGAR, RANAGHAT,NADIA - 741127,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAS SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025.THAT TAPAS SUNIL SARKAR AND TAPAS SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SARKAR SOBHA SUNIL,WIFE OF SUNIL SARKAR,RESIDING AT MUSTAFI PARA, BIRNAGAR, RANAGHAT, NADIA - 741127,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHOBHA SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/03/2025.THAT SARKAR SOBHA SUNIL AND SHOBHA SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Mohammed Nadeem Khan (Old Name) son of Shawkat Ali Khan, residing at Urbashi Apartment, FL-B/3, 10/Z, Bama Charan Roy Road, P.O.- Behala, Kolkata- 700034, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Nadeem Khan (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 07/03/2025. Md Nadeem Khan (New Name) and Mohammed Nadeem Khan (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammad Yusuf Shakh (Old Name) son of Ebadul Sk, residing at 11/H/1, Moulana Md Ali Road, Kolkata-700023, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Yusuf Sk (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Md Yusuf Sk (New Name) and Mohammad Yusuf Shakh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mitali Chowdhury Sarkar (Old Name) wife of Late Sumit Chowdhury, residing at Ranjan Pally, P.O.- Chakdah, P.S.- Chakdaha, Nadia, Pin-741222, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mitali Chowdhury (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Mitali Chowdhury (New Name) and Mitali Chowdhury Sarkar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Saira Banu (Old Name) wife of Abdul Safiq, residing at 27/1, Jaya Bibi Road, Bally, P.O.- Ghusuri, Howrah, Pin-711107, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sayra Bano (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Sayra Bano (New Name) and Saira Banu (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,KISHAN SONI(OLD NAME) S/O LATE DEOKI NANDAN SONI,RESIDING AT 139, TRIMURTI APARTMENT, DAKSHINDARI ROAD, GOLAGHATA, PS - LAKE TOWN, DIST-NORTH 24 PARGANAS,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KISHAN LAL SONI(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2025. THAT KISHAN SONI (OLD NAME) AND KISHAN LAL SONI (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Poulomi Das (Old Name) wife of Shibdas Biswas, residing at C-2/DE-60, Adarsha Co-Operative Housing Society, East Narayantala, Baguiati, P.O.- Aswininagar, P.S.- Baguiati, Dist-North 24 Parganas, Pin- 700159, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Poulomi Das Biswas (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata (affidavit No. 48), dated 06/03/2025. Poulomi Das Biswas (New Name) and Poulomi Das (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, KRISHNA ADHIKARI CHHETRI (OLD NAME) S/O KESHAB ADHIKARI CHHETRI,RESIDING AT 2ND FLOOR, 842X,UPEN BANERJEE ROAD, PS-PARNASREE, KOLKATA-700060, WEST BENGAL, INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA ADHIKARI (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2025. THAT KRISHNA ADHIKARI CHHETRI (OLD NAME) AND KRISHNA ADHIKARI (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Seshnath Jaiswal (Old Name) son of Parabhans Shaw, residing at Krishna Tower, 3rd Floor, Flat-D, 172 Belilious Road, P.O.- Kadamtala, Howrah-711101, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shesh Nath Jaiswal (New Name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata, dated 07/03/2025. Shesh Nath Jaiswal (New Name) and Seshnath Jaiswal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, MD SAHABUDDIN(OLD NAME) S/O LATE HAQUE SAMSUL,RESIDING AT 31F, RAI CHARAN GHOSH LANE,PS-TILJALA,KOLKATA-700039,WEST BENGAL,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHAB ALAM(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 07/03/2025. THAT MD SAHABUDDIN (OLD NAME) AND SHAHAB ALAM (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Yar Ali Mondal (Old Name) son of Aspiyar Mondal, residing at U-24/1, Karbala Road, Bartala, Kolkata-700018, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Year Ali Mondal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Year Ali Mondal (New Name) and Yar Ali Mondal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Prabir Halder (Old Name) son of Pulin Halder, residing at 1/20,SHANTI NAGAR COLONY REGENT PARK KOLKATA PIN-700040, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Probir Halder (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 05/03/2025. Probir Halder (New Name) and Prabir Halder (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Mohammed Samsuzzoha & Md Samsuzzoha (Old Name) S/O– Said Hosen Seikh resident of Khaspur Pakurhans, Ps-Ketugram, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-731301 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammed Samsuzzoha & Md Samsuzzoha to Samsujjoha Seikh and hencefort I shall be known as Samsujjoha Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/03/2025 . My name Samsujjoha Seikh ((new name) & (Old name) Mohammed Samsuzzoha & Md Samsuzzoha both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammad Sonu Sekh (Old Name) son of Md Maksum Sekh, residing at Saradapally North, Hanuman Mandir, Durgapur, Paschim Bardhaman, Pin-713203, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Sonu Sekh (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/03/2025. Md Sonu Sekh (New Name) and Mohammad Sonu Sekh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Sipra Mukherjee (Old Name) wife of Asit Kumar Mukherjee, residing at 200/3A, Rashbehari Avenue, Kolkata-700019, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shipra Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Shipra Mukherjee (New Name) and Sipra Mukherjee (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Ashit Kumar Mukherjee (Old Name) son of Late Jnanendra Kumar Mukherjee, residing at 200/3A, Rashbehari Avenue, Ballygunge,Kolkata- 700019, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Asit Kumar Mukherjee (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/03/2025. Asit Kumar Mukherjee (New Name) and Ashit Kumar Mukherjee (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Marjna Mondal (old name) wife of Rejaul Mondal, resident of Vill.- Dharmapukur, Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 743235, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sarjina Mondal (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 07/03/2025. That Sarjina Mondal (new name) and Marjna Mondal (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Sidam Das (old name) son of Prasanta Das, resident of Vill.- Damhati, P.O.- Charghat, P.S.- Swarupnagar, Dist.- North 24 Parganas, Pin-743247, WEST BENGAL,INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sridam Das (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 07/03/2025. That Sridam Das (new name) and Sidam Das (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Md Abdul Mazed Biswas (Old Name) S/O– Abdus Sattar Biswas resident of Vill & Po-Baliadanga, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Md Abdul Mazed Biswas to Abdul Majed Biswas and hencefort I shall be known as Abdul Majed Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/03/2025 . My name Abdul Majed Biswas & Md Abdul Mazed Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Imamuddin (Old Name) S/O–Daut Sk resident of Jiadara, Jibanti, Kandi Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742136 do hereby decrale that I have changed my name from Imamuddin to Imamuddin Sk and hencefort I shall be known as Imamuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/03/2025 . My name Imamuddin Sk & Imamuddin both are same and one identical person.

Name Change

I, Mohammed Nojrul Islam & Md Nojrul Islam (Old Name) S/O– Samsujjoha Seikh resident of Khaspur Pakurhans, Ps-Ketugram, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, Pin-731301 do hereby decrale that I have changed my name from Mohammed Nojrul Islam & Md Nojrul Islam to Md Nazrul Islam and hencefort I shall be known as Md Nazrul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/03/2025 . My name Md Nazrul Islam (new name) & (old Name) Mohammed Nojrul Islam & Md Nojrul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Abdus Sattar Biswas (Old Name) S/O– Anisur Rahaman Biswas resident of Vill & Po-Baliadanga, Ps-Kaliachak, Dist-Malda, West Bengal, Pin-732201 do hereby decrale that I have changed my name from Md Abdus Sattar Biswas to Abdus Sattar Biswas and hencefort I shall be known as Abdus Sattar Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 07/03/2025 . My name Abdus Sattar Biswas & Md Abdus Sattar Biswas both are same and one identical person.

Name Change

I, Azizur Hoque (Old Name) S/O-Matiyar Rahaman Sekh residing at Vill-Raikha , Po-Rajpoor , Ps-Ketugram, Burdwan , Dist-Bardhaman, West Bengal, Pin-713129 do hereby decrale that I have changed my name from Azizur Hoque to Azijul Haque and hencefort I shall be known as Azijul Haque (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 31/12/2024. My name Azijul Haque & Azizur Hoque both are same and one identical person.

মহাকুম্ভ থেকে উচ্চমাধ্যমিক, যার জেরে অনেকটাই ম্লান নবদ্বীপের দোল উৎসব

দেবাশিস কংশবণিক, নবদ্বীপ, ৮ মার্চ ঃ নবদ্বীপে দোলের হাওয়া লাগলেও উৎসবে লেগেছে ত্র্যহস্পর্শ দোষ! আর তাতেই অনেকটা হালকা বা ফিকে চৈতন্যের শহর নবদ্বীপ ও মায়াপুর। অনেকেই ভেবেছিলেন চৈতন্যধামের দোল এবার একটু বেশিই রঙিন হবে। নবদ্বীপ ও সংলগ্ন এলাকার পথ গতি হারাবে পরিক্রমার ভিড়ে। রং-বেরঙের রেশমী নিশানে আকাশের গায়ে ফুটবে বসন্তের কোলাজ। কিন্তু তা আর হলো কই। ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা শুরু হয়েছে সপ্তাহ ঘুরতে চলল। কিন্তু সেই উপচে পড়া ভিড় কোথায়? কোথায় সেই ভিড়ের উন্মাদনা ! মাধ্যমিক শেষ হতে না হতেই শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। অপরদিকে সদ্যসমাপ্ত মহাকুম্ভ এবং সর্বোপরি পড়শি দেশে অশান্তি। এই ত্রিফলার জেরে তীর্থভূমিতে দোল উৎসবে পুর্ণ্যার্থীর সংখ্যা চোখে পড়ার মত কম। দোল উপলক্ষ্যে অন্যান্য বছর যেখানে প্রতিটি মঠ মন্দিরের পরিক্রমায় হাজারেরও বেশি মানুষ অংশ নিতেন, সেখানে এবার মেরে কেটে তিন থেকে চারশো জন। এবিষয়ে শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান আশ্রমের প্রধান অদ্বৈত দাস মহারাজের কথায় 'গতবছরের তুলনায় এবছর মাত্র ৪০ শতাংশ ভক্ত যোগ দিয়েছে পরিক্রমায়। এসবই ঘটেছে মহাকুম্ভ মেলা থেকে পড়শি দেশের অশান্তি ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে। শুধু তিনিই নন, দোলে এবার ভিড় হারাবে এমনটাই মনে করছেন নবদ্বীপ ও মায়াপুরের সমস্ত মঠ মন্দিরের প্রধানেরাই। গত রবিবার থেকে শুরু হয়েছে মায়াপুর ইসকন সহ বিভিন্ন মঠ মন্দিরের নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমা'। সব কিছু আগের মত হলেও কমতি কেবল ভক্ত সমাগমে। যদিও মায়াপুর ইসকনের জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন আমাদের পরিক্রমায় যারা অংশ নেন তারা বহু আগে থেকেই নাম নথিভুক্ত করান। প্রতি বছর বিদেশ থেকে কয়েকহাজার ভক্ত যোগ দেন দোল উৎসবে। সেই হিসাবে পরিক্রমায় জনসংখ্যা ঠিকই আছে। কিন্তু দোলের যে সাধারন ভিড় তা এবার অন্যান্যবারের থেকে অনেকটাই কম। হয়ত দোলের দিন ভিড় থাকবে। কিন্ত অন্যান্যবার দু সপ্তাহ ধরে যে ভিড়টা থাকে সেটা এবার কম হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সমস্ত মঠ ও মন্দির প্রধানেরাই জানাচ্ছেন দেড় মাসের বেশি সময় ধরে মানুষ কুম্ভ নিয়ে মেতে ছিলেন। বিপুল ধকল গেছে কুম্ভ স্নানে। সেই সঙ্গে টাকা পয়সাও প্রচুর খরচ হয়েছে। সেকারণে দোলের পরিক্রমায় ৭২ ক্রোশ হাঁটার উৎসাহ হারিয়েছেন বহু মানুষ। পাশাপাশি পকেটের টানও আছে। সর্বোপরি সদ্য মহাকুম্ভের স্নান সেরে মানসিক ভাবে তৃপ্ত ভক্তজন হয়ত মনে করছেন এখনই আর কোন ধর্মাচারণের প্রয়োজন নেই। কেশবজী গৌড়ীয় মঠের মধুসূদন ব্রহ্মচারী বলেন গতবছর ছ'হাজারেরও বেশি মানুষ আমাদের পরিক্রমায় অংশ নিয়েছিলেন। এবার ৯ মার্চ পরিক্রমা শুরু হবে। তবে আড়াই থেকে তিন হাজারের বেশি মানুষ যোগ দেবে না বলেই অনুমান। কুম্ভ সেরে আসার পর লোকের হাতে অর্থ নেই। এরমধ্যে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। লোকে আসবে কি করে। অদ্বৈত দাস মহারাজ বলেন নবদ্বীপের দোল উৎসবে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ আসতেন। পরিক্রমায় অংশ নিতেন। বর্তমানে অশান্তির কারণে তারাও আসতে পারছেন না। মহাপ্রভু মন্দির থেকে কোনও পরিক্রমা বের হয় না ঠিকই। কিন্তু সব পরিক্রমার মহাপ্রভু মন্দিরে আসা বাধ্যতামূলক। মন্দির পরিচালন সমিতির সম্পাদক জয়ন্ত গোস্বামী জানান, এবছর দোল পরিক্রমায় সেই উদ্যম বা আবেগ অনেকটাই কম। যা হচ্ছে অনেকটাই নিয়মরক্ষার মত। মন্দিরের কোষাধ্যক্ষ পুলক গোস্বামী বলেন, এখনও পর্যন্ত দোলের ভিড় বলতে যা বোঝায় তার বিন্দুমাত্র নেই। পরীক্ষার ভরা মরসুমে আর বেশি ভিড় হবে না। তাছাড়া কুম্ভের ক্লান্তি তো আছেই।

আজও কদর কমেনি শোলা শিল্পের

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ দিনাজপুর, ৮ মার্চ ঃ বাংলায় আজও কিছু হস্তশিল্পের প্রচলন রয়েছে যার কদর এখনও কমেনি। শোলা শিল্প হল তেমনই এক কারু শিল্প। শোলা দিয়ে নির্মিত নানা পণ্য সামগ্রী বিপুল পরিমাণ চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। প্রতিমার ডাকের সাজ কিংবা মাঙ্গলিক কোন অনুষ্ঠান, সবকিছুতেই জুড়ে রয়েছে শোলা শিল্পীদের হাতের যাদু। এই সমস্ত শোলা শিল্পীদের হাতের কারুকার্যে ফুটে উঠেছে বিয়ে বাড়ি কিংবা অন্নপ্রাশন বা উপনয়নের টোপর আর মুকুট। প্রায় সারা বছর ধরেই টোপর তৈরির ব্যস্ততা দেখা যায় শোলা শিল্পীদের। শোলার তৈরি টোপর ছাড়াও রকমারি জিনিস তৈরি করেই নিজেদের রুজি রোজগার চলে তাঁর। নাওয়া- খাওয়া ভুলে দিনরাত এক করে চলে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে শোলার টোপর তৈরির কাজ। এমনকি নিজস্ব জেলাতেই নয়, ভিন রাজ্যেও এই শোলার টোপর বিক্রি হয়। টোপরের উপরে শোলা, পুথি, অভ্রের গুঁড়ো দিয়ে তাঁরা বিভিন্ন নকশার টোপর তৈরি করেন। যত গু। তত মিষ্টির মতই। টোপরে কারুকাজ যত বাড়বে, পাল্লা দিয়ে বাড়বে দামও। দেড়শো টাকা থেকে শুরু। নকশা অনুযায়ী শোলার টোপরের দাম পনেরোশো, দু'হাজার টাকা পর্যন্ত হয়। সুক্ষ্ম কাজের জন্য দামও হয় বেশি।

কুলটিতে ঘরের ভিতর থেকে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৮ মার্চ ঃ পশ্চিম বর্ধমান জেলার কুলটি থানার আলডিগ্রামে জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, বিপুল টাকা লোন ছিল তাঁদের। লোন শোধ করতে না পারায় একাধিকবার অপমানিত হতে হয়েছে তাঁদের। সে কারণে সম্ভবত মানসিক অবসাদে চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দম্পতি। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বাড়ির ভিতর থেকে উদ্ধার হয়েছে স্বামী রূপ কুমার বাউরির (৪১) ঝুলন্ত মৃতদেহ। স্ত্রী মালা বাউড়ি (৩৫)। কুলটির আলডি গ্রামের দীর্ঘদিনের বাসিন্দা দম্পতি। তাঁদের চার মেয়েও রয়েছে। একজনের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনজন অবিবাহিত। রূপকুমার রাজমিস্ত্রি। মালা পরিচারিকার কাজ করেন। শুক্রবার রাতে রূপকুমার ও মালা একটি ঘরে ঘুমিয়েছিলেন। পাশের ঘরে ছিল তিন মেয়ে। দীর্ঘক্ষণ কেটে গেলেও বাবা-মায়ের সাড়াশব্দ না পেয়ে তিন মেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে। তারাই শনিবার সকালে দুজনকে ঘুম থেকে ডাকতে যান। ঘরে ঢুকে তাজ্জব হয়ে যায়। দেখে মেঝেতে পড়ে রয়েছেন মালা। তাঁর গলার নলি কাটা। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গোটা ঘর। ওই ঘরেই ফ্যান থেকে ঝুলছে রূপকুমারের দেহ। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। দম্পতির তিন মেয়ের সঙ্গে কথাও বলেন তদন্তকারীরা। তারা জানায়, শুক্রবার রাতে পাশের বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত সাউন্ড বক্স বাজছিল। তাই বাবা-মা শুক্রবার রাতে ঝগড়াঝাটি করেছেন কিনা, তা তাদের জানা নেই। তবে সংসারে নিত্য অভাবের জেরে দম্পতির মধ্যে প্রায় অশান্তি লেগেই থাকত। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের দাবি, বহু জায়গা থেকে লোন নিয়েছিলেন তাঁরা। তবে লোন পরিশোধ করতে পারছিলেন না। সে কারণে প্রায়শয়ই বাড়িতে লোন কারবারিদের আসা- যাওয়া লেগে থাকত। একাধিকবার নাকি অপমানিতও হতে হয়েছে দম্পতিকে। তার জেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন দুজনে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, সে কারণে স্ত্রীর গলার নলি কেটে খুন করে আত্মহত্যা করেন রূপকুমার। আপাতত ময়নাতদন্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় তদন্তকারীরা।

পুড়ে যাওয়া মঙ্গলাহাটে তৈরি হচ্ছে মার্কেট কমপ্লেক্স, পড়ল নোটিশ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ মার্চ ঃ পুড়ে যাওয়া মঙ্গলাহাটের জমিতে তৈরি হবে ঝাঁ চকচকে ৬ তলা মার্কেট কমপ্লেক্স। এর জন্য ওই জায়গার মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু করতে চলেছে হাওড়া জেলা প্রশাসন। সম্প্রতি ওই জমিটিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন লেখা একটি সাইনবোর্ড দেখতে পাওয়া যায়। ওই সাইনবোর্ডকে ঘিরে ব্যবসায়ী মহলে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। ওই জমিতে তাঁদের মালিকানা রয়েছে বলে দাবি করা এক ব্যবসায়ী সংস্থা জানায়, এই জন্য তারা হাওড়া পুরসভায় সম্প্রতি ৭ লক্ষ টাকা প্রপার্টি ট্যাক্স জমা দিয়েছেন। তাদের কিছু না জানিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে প্রশাসনের তরফে এই নোটিস টাঙানো হয়েছে বলে তাদের অভিযোগ।

যদিও হাওড়ার জেলাশাসক পি দিপাপ্রিয়া জানান, জায়গাটি অনেক আগে থেকেই খাস জায়গা হিসেবে চিহ্নিত ছিল। সরকার মঙ্গলাহাটের জায়গায় ওই জমিতে একটি ৬ তলা মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করবে বলে জানিয়েছেন তিনি। ওই জায়গায় প্রায় ১২০০ দোকানদারের পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এছাড়াও সেখানে একটি গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা তৈরি করা হবে। কীভাবে কাজ হবে তা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। তারপরই এই কাজের রূপরেখা তৈরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন জেলাশাসক। জেলা প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যে সয়েল টেস্টিং-এর কাজ শুরু হয়েছে। তার জন্য ওখানে সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। জায়গাটি কোনও ব্যক্তির মালিকানায় নেই। সরকারি খাস জায়গা হিসেবে চিহ্নিত বলেই জানিয়েছেন তিনি।

কালনার জগবন্ধুর শাড়িতে দাদার ড্রাইভ, গিটারে অরিজিত

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৮ মার্চ ঃ দিনের অধিকাংশ সময় কাটে তাঁতযন্ত্রের সামনে বসেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক নাগাড়ে চলে শাড়ি বোনার কাজ। একঘেয়েমি কাটাতে গান শোনেন তাঁতি জগবন্ধু দালাল। অরিজিত সিংয়ের গানের কলি ভেসে আসে তাঁর কানে- হিন্দি ' হি হো' হোক বা বাংলা ' না সে বোঝে না'- বার বার শুনতে থাকেন। একই সঙ্গে ক্রিকেটের ভক্ত জগবন্ধুর চোখে ভেসে ওঠে ক্রিকেট মাঠে এক বঙ্গসন্তানের স্কোয়ার ড্রাইভের দৃশ্য। জগবন্ধুর শাড়িতে ফুটে ওঠে সেই সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। দিন-রাত এক করে বানিয়ে ফেললেন তাঁর স্বপ্নের দুই শিল্পীকে নিয়ে শাড়ি। সুতো দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন গিটার হাতে অরিজিত সিং আর জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি। জগবন্ধুর কথায়, ওঁদের ফ্যান। ভাবলাম, ভালোবাসা দিয়েই ওঁদের শাড়িতে ফুটিয়ে তুলি। সুযোগ পেলে উপহার দেবো ওঁদের।' বছর ৩১- এর যুবক জগবন্ধু কাটোয়ার ঘোরানাশ গ্রামের তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা। বাবার কাছে ১৫ বছর বয়স থেকে তাঁতের কাজ শিখেছেন। আর প্রায় সাত মাস ধরে বোনা শাড়িতে ফুটে উঠছে প্রিন্স অফ ক্যালক্যাটার ছবি। শাড়ির মাঝে সৌরভের ছবির দু'পাশে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত। কবে ক্যাপ্টেন হলেন, কোন ট্রফি জিতেছেন, কবে বিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট হলেন- যাবতীয় সব তথ্য রয়েছে এই শাড়িতে। জগবন্ধু নিজে খেলাধুলো করতেন। সেখান থেকেই সৌরভের প্রতি ভালোবাসা বলে জানিয়েছেন তিনি। ওয়াল পোট্রেটটি তৈরি করতে সময় লেগেছে মাসখানেক। অতীতে একই ভাবে শাড়িতে ফুটিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি। পরবর্তীতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে ওই শাড়ি তাঁকে উপহার দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন জগবন্ধু।

সবজি চাষে মিলছে না লাভ, ফুল চাষে ব্যস্ত চাষীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ মার্চ ঃ যতদূর চোখ যায় ততদূর শুধু রংবেরঙের ফুল। সবজি চাষ ছেড়ে

ফুল চাষে ঝোঁক বাড়ছে শিলিগুড়ি এর প্রত্যন্ত গ্রামের চাষিদের মধ্যে। বর্তমানে শিলিগুড়ির বাজার ছেয়েছে তাদের হাতে চাষ করা রংবেরঙের ফুলে অন্যদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছে এই ফুলবাগান। বর্তমানে গ্রামের ১০০ এরও বেশি চাষী এই ফুল চাষ করেই নিজের জীবন যাপন করছে। সবজি চাষে লাভ মিলছে না সেই অর্থেই গ্রামের বেশিরভাগ চাষীরা এখন ফুল চাষে ব্যস্ত। কম খরচেই দারুন লাভ। শিলিগুড়ি মহকুমা রাঙাপানি রাধাজোত গ্রামে একসময় প্রায় প্রত্যেকেই চাষাবাদ করে জীবন যাপন করতো। বর্তমানে সবজি ছেড়ে রংবেরঙের ফুল চাষে ব্যস্ত গ্রামের বহু মানুষ। বিভিন্ন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে সবজির ফলন কম আবার কখনও ফসল ভাল হলেও তার সঠিক দাম না মেলায় মাথায় হাত পড়ে চাষীদের। তাই বর্তমানে গ্রামের প্রায় আশি শতাংশ লোকের ভরসা এই ফুল চাষ।

চাপড়ামারি ওয়াইল্ডার্নেস ক্যাম্প শীঘ্রই নতুন রূপে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৮ মার্চ ঃ ডুয়ার্স প্রেমীদের জন্য বসন্ত উৎসবের আগেই বিশাল চমক! নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে চাপড়ামারি ওয়াইল্ডার্নেস ক্যাম্প। ডুয়ার্সের অপার সৌন্দর্য্যের অন্যতম আকর্ষণ চাপড়ামারি ওয়াইল্ডার্নেস ক্যাম্প শীঘ্রই নতুন রূপে পর্যটকদের জন্য খুলে যাচ্ছে। গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন, ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এই ক্যাম্প একসময় পর্যটকদের কাছে দারুণ জনপ্রিয় ছিল। তবে কোভিডের ধাক্কায় দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর এবার শুরু হয়েছে সংস্কারের কাজ। এখানকার গভীর জঙ্গল, বন্যপ্রাণী আর পাহাড়ি নদী মূর্তির কলকল ধ্বনি-সব মিলিয়ে প্রকৃতিপ্রেমীদের স্বর্গরাজ্য এটি। বাম আমলের শেষদিকে তৈরি হওয়া কটেজগুলো সংস্কার করে এবার পুরো ক্যাম্পটিকে সোলার সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে বন দফতর। স্থানীয় বাসিন্দা ও ক্যাম্প কর্মী সঞ্জিত রাই জানান, নতুন করে ক্যাম্পটি চালু হলে আমাদের পানঝোরা বনবস্তি ও আশপাশের চারটি বনবস্তির মানুষের আর্থিকভাবে লাভ হবে।

মদের ঠেকের বিরুদ্ধে হাতে লাঠি নিয়ে অভিযানে নামল গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ মার্চ ঃ মদের ঠেকের বিরুদ্ধে হাতে লাঠি নিয়ে অভিযানে নামল গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার জেলার উত্তর মেন্দাবাড়ি এলাকার। অনেকদিন ধরে কয়েকজন বাসিন্দা বাড়িতেই চোলাই মদ তৈরি করে তা বিক্রি করছিল বলে অভিযোগ উঠছিল। এই এলাকায় মদ্যপ অবস্থায় যুবকরা প্রায় ঝামেলাও করে। এদিন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যা কৃষ্ণ বসুমাতার নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন বাসিন্দা এর বিরুদ্ধে অভিযানে নামে। এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে অভিযান চালিয়ে মদের ঠেক ভাঙ্গা হয়। পঞ্চায়েত সদস্য ও এলাকাবাসীর অভিযোগ, এই এলাকার তিনটি বাড়িতে প্রায় এক বছর ধরে মদ তৈরি করে বিক্রি করা হচ্ছিল। এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আগেই তাদেরকে ঠেক বন্ধ করার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল, কিন্তু তারা মানেননি।

বাইক-সহ খড়ের গাদায় ফেলে সুদের কারবারিকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৮ মার্চ ঃ আর্থিক লেনদেন নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে অশান্তির চরম পরিণতি! বাইক-সহ খড়ের গাদায় ফেলে সুদের কারবারি তথা তৃণমূল কর্মীর ভাইপোকে জীবন্ত জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ এলাকায়। এই ঘটনায় শনিবার সকালে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অগ্নিদগ্ধ দেহ উদ্ধারের চেষ্টা করছে। এই ঘটনার নেপথ্যে শুধুই আর্থিক লেনদেন নিয়ে গণ্ডগোল নাকি রাজনৈতিক কোনও কারণ রয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম পাপাই ক্ষেত্রী ওরফে বিট্টু। বয়স ৩৩-৩৪ বছর। পেশায় সুদের কারবারি। বাড়ি উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদ পঞ্চায়েতের বাঙালবাড়ি এলাকায়। পাপাইয়ের পিসি সবিতা ক্ষেত্রী ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হেমতাবাদে তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন। তৃণমূল নেত্রীর ভাইপোর এমন পরিস্থিতিতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, টাকা - পয়সা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গণ্ডগোল হয়েছে। তারপরই এই পরিণতি। এদিন সকালে হেমতারবাদের রাজ্যসড়কের ধারে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে স্থানীয়রা দেখতে পান, খড়ের গাদায় অগ্নিদগ্ধ দেহ পড়ে রয়েছে। এরপরই পুলিশের কাছে খবর যায়। হেমতাবাদের আইসি সুজিত লামার নেতৃত্বে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিক্যালে কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হবে। আইসি জানান, দেহটির এতটাই বাজে অবস্থা যে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। তবে পাপাইয়ের স্ত্রী থানায় আসেন। তিনিই ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি শনাক্ত করেছে। তবে কারা এই ঘটনায় ঘটিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়।

শরীরের নিম্নাঙ্গ অচল, ট্রাই সাইকেলে জীবন যুদ্ধের ময়দানে কুশল

দুরন্ত বার্তা, হাবরা, ৮ মার্চ ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে গিয়ে মাঠে পড়ে কোমর থেকে দু'পায়ের শক্তি হারায় গোবরডাঙার বেরগুম পঞ্চায়েতের পেয়ারাতলার বাসিন্দা কুশল মণ্ডল। একের পর এক ভুল চিকিৎসায় পেরিয়ে যায় ৮ বছর সময়। আজ ট্রাই সাইকেলে অনলাইন ডেলিভারি সংস্থার হয়ে কাজ করেছেন তিনি। কুশলের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন সকলে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৫ সালে মাধ্যমিক পাশ করে গোবরডাঙার কুশল মণ্ডল। কুশলের বাবা ওষুধের দোকানের কাজ করেন। পরিবারে রয়েছে বাবা, মা ও ভাই। অভাবের সংসারে সকলের প্রত্যাশা ছিল পড়াশোনা শেষ করে বড় ছেলে সংসারের হাল ধরবে। কিন্তু ভাগ্য বদলে গেল ফুটবল খেলতে গিয়ে। পড়ে গিয়ে কোমর থেকে পা পর্যন্ত শক্তি হারায় তিনি। প্রথমে এনআরএসে অস্ত্রোপচার হয় কুশলের। তবে তা সফল হয় নি। মেডিক্যাল রিপোর্টে টিবি না থাকলেও যক্ষার ওষুধ খাওয়ানো হয় তাঁকে। ভুল চিকিৎসার কারণে ক্রমশ শরীর খারাপ হতে থাকে কুশলের। শেষে এক প্রকার শয্যাশায়ী হয়ে যান কুশল। ছয় মাস পর ঠাকুরনগরের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় তিনি কিছুটা সুস্থ হয়ে ওঠেন। এ ভাবেই পেরিয়ে যায় ২০১৮ সাল। তারপর এসএসকেএমে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর জানা যায় এনকাইলোসিস স্পন্ডালাইসিস আক্রান্ত। কখনও আরজি কর কখনও এসএসকেএমে চলে চিকিৎসা। অবশেষে ঠিক হয় আরজি করে তাঁর কোমর ও হাটুর প্রতিস্থাপন হবে। তবে অস্ত্রোপচারে নির্ধারিত দিনের আগেই শুরু হয় লকডাউন। ফলে অপারেশন না হয়ে হাসপাতালেই কাটে গোটা তাঁর করোনার সময়। হাঁটুর অস্ত্রোপচার হলেও সফল হয়নি। তারপর দ্বিতীয়বারও অস্ত্রোপচার করা হয়। এ ভাবেই হাসপাতালে কাটে প্রায় দেড় বছর। শেষে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের মাধ্যমে কলকাতার একটি নামি সরকারি হাসপাতালে কুশলের ডান পায়ের হাঁটু প্রতিস্থাপন হয়। এই কঠিন লড়াইয়ের মাঝেও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন তিনি। এখন তিনি ট্রাই সাইকেলে চড়ে অনলাইন ডেলিভারি সংস্থায় কাজ করছেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা হাবরা-সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় এই তিন চাকার গাড়িতে চেপে নিজের লক্ষ্যে অবিচল কুশল। কুশলের লড়াইকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন পাড়া প্রতিবেশী সকলেই।

যত্রতত্র নোংরা ফেললেই ১ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করবে পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৮ মার্চ ঃ বেশ কিছুটা সময় আগে কোচবিহার সদর শহর হেরিটেজ তকমা পেয়েছে। তবে হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পরেও কোচবিহার সদর শহরের যত্রতত্র পড়ে রয়েছে নোংরা-আবর্জনার স্তুপ। আর এই বিষয়টি রীতিমত মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কোচবিহার পুরসভার। বর্তমান সময়েই নোংরা-আবর্জনা পরিষ্কার করতে এবং ফেলা বন্ধ করতে রীতিমত তৎপর হয়ে উঠেছে পুরসভা। সেজন্য পুরএলাকার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে নির্মল সাথীদের মাধ্যমে মাইক দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। সকল নাগরিকদের জানানো হচ্ছে যেন বাড়ির নোংরা তাঁরা সকালে ওয়ার্ডে যাওয়া নির্মল সাথীর গাড়িতেই দেন। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, শহরের যত্রতত্র নোংরা পড়ে থাকতে দেখে রীতিমত অস্বস্তিতে পড়তে হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাবের কারণেই এই সমস্যা বারংবার ফিরে আসছে। তাইতো ইতিমধ্যেই তৎপর হয়ে উঠেছে কোচবিহার পুরসভা। শহরের নাগরিকদের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন প্রচার চালানো হচ্ছে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত এই প্রচার চালানো হবে। তারপরেও যদি পরিস্থিতি না ঠিক হয় তবে সেক্ষেত্রে ১০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদ জরিমানা করা হবে সেই ব্যক্তিকে।

আইসিএআই এর ইআইআরসি সফলভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করলো

কলকাতা, ৮ মার্চ ঃ ভারতীয় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ইনস্টিটিউট (আইসিএআই)-এর ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিলের (ইআইআরসি) মহিলা এবং যুব সদস্যদের ক্ষমতায়ন কমিটি (ডব্লিউ ওয়াইএমসিএ), আইসিএআই, আন্তর্জাতিক নারী দিবস সফলভাবে উদ্‌যাপন করলো। এই অনুষ্ঠানটি আইসিএআই-এর নতুন নির্বাচিত মাননীয় প্রেসিডেন্ট- এর সম্মানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান ও আয়োজন করা হয়। উদ্‌যাপন রাসমঞ্চ ২, রাজকুটির স্বাভূমি, কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সদস্য, ছাত্র ও বিশিষ্ট অতিথিদের এক উজ্জ্বল সমাবেশ ছিল। এটি একটি গর্বের বিষয় যে পূর্বাঞ্চল আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন করার সুযোগ নিয়েছিল এবং এতে মাননীয় সভাপতি, আইসিএআই উপস্থিত ছিলেন। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীর ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, যেখানে বিশিষ্ট দ্বারা মূল্যবান সেশনগুলি পরিচালনা করা হয়েছিল। ডঃ তাপতি সেন, সিনিয়র কনসালট্যান্ট , অনকোলজি এবং ডাঃ সুজাতা দত্ত, সিনিয়র কনসালট্যান্ট, গাইনোকোলজি মহিলাদের সুস্থতা এবং সতর্কতা বিষয়ক আলোচনা করেন। এই সেশনটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ছিল, যেখানে মূল স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সিএ প্রীতি পি. সাভলা, ডব্লিউ ওয়াইএমসিএ, আইসিএআই-এর চেয়ারপার্সন, কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখা নিয়ে একটি অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বক্তব্য দেন, যেখানে পেশাগত ও ব্যক্তিগত দায়িত্ব গুলো কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশল শেয়ার করা হয়। সিএস রায়না গুপ্তা, সেলফ-ডিফেন্স ট্রেনার, সেলফ ডিফেন্স এবং আত্মনির্ভর হওয়া বিষয়ক একটি আকর্ষণীয় সেশন পরিচালনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এই সেশনটিকে অত্যন্ত শক্তিশালী মনে করেন। এই অনুষ্ঠানটি আইসিএআই-এর সিনিয়র মহিলা সদস্যদের ও পেশার প্রতি তাদের অবদান এবং উৎসর্গের জন্য সম্মানিত করা হয়। তাদের সংবর্ধনা ছিল মহিলাদের অ্যাকাউন্টেন্সি পেশায় অবদান ও সাফল্যের জন্য একটি গর্বিত ও মর্যাদাপূর্ণ মুহূর্ত।

রানাঘাট দেবগ্রামের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনকে ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবীতে সামাজিক আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৮ মার্চ ঃ দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন করে সংশোধিত ভারতের ইতিহাস রচনার কাজ আজ বহুচর্চিত একটি বিষয় । অনেকেই অভিযোগ করেন স্বাধীনতার পর কংগ্রেস সরকারের আমলে বামপন্থী শিক্ষাবিদদের দিয়ে কাল্পনিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাস লেখানো হয়েছে । ঠিক এই রকম সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাটির নিচে যে গুরুত্বপূর্ণ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো রয়েছে তাদেরকেও যাতে ভারতের ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয় সেই বিষয়ে সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছে স্বস্তিক নিউজ পরিবার এবং ওয়েব জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার সদস্যরা। রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য আমরা শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রভাবের বিরুদ্ধে, কিন্তু দেশের প্রকৃত ইতিহাস জানা অবশ্যই দেশবাসীদের জন্মগত অধিকার কারণ অতীত ইতিহাসে করা ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েই একটি ত্রুটিহীন শোষণমুক্ত সমাজ আমরা গঠন করতে পারব । আমরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো সম্পর্কে তথ্য দেশের পুরাতত্ত্ববিভাগ ও শিক্ষামন্ত্রণালয়কে জানাচ্ছি । তবে সবার আগে আমরা পশ্চিমবঙ্গের রানাঘাটে অবস্থিত গাংনাপুর অঞ্চলের দেবগ্রাম বা দেবলগড়ের প্রায় দুই থেকে তিন হাজার বছর আগের ইতিহাসের গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবগত করে এই ইতিহাস যাতে খননকার্যের পর ইতিহাস বইয়ের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেই বিষয়ে প্রয়াস করছি । তবে আমরা বিশ্বাস করি কোন অঞ্চলের ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতির সঠিক তথ্য আহরণের জন্য সেই অঞ্চলের ভূমিপুত্র এবং সেই অঞ্চলের এই বিষয়ে কাজ করা সংগঠন গুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য । দেবগ্রাম ট্রাস্টের সভাপতি চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস তাঁর বাড়ির একটি অংশ সংগ্রহশালা হিসেবে ট্রাস্টকে দান করার পাশাপাশি শুরুর দিনগুলোতে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধারের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা উল্লেখ করেন । ট্রাস্টের সহসভাপতি সঞ্জয় ভৌমিক এবং কোষাধ্যক্ষ অধীশ হালদারের বক্তব্য ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ের ছাত্রছাত্রী এবং গবেষকদের কাছে গবেষণার পীঠস্থান হতে পারে এই দেবগ্রাম সংগ্রহশালা, তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারি সাহায্য প্রয়োজন । ওয়েব জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার অফিস সেক্রেটারি অনামিকা মন্ডল এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত ডঃ চন্দ্রচূড় গোস্বামী, চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, সঞ্জয় ভৌমিক, অধীশ হালদার, তিলক পুরকায়স্থ, রঞ্জন সিকদার, বিশ্বজিত রায়, শুভেন্দু মিত্র, অনির্বাণ বসু সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি সমাজের সর্ব স্তরের মানুষ, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠান যাতে এগিয়ে এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় তার জন্য সকলের কাছে আবেদন করেছেন ।

ভেষজ আবিরের চাহিদা বাড়ছে, হোলির আগে চলছে তৈরির কাজ পুরোদমে

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ মার্চ ঃ সামনেই দোল, এবার রঙের খেলায় মাতবে সাধারণ মানুষ। বছরের এই সময়টাতে রঙের ব্যাবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে। রঙের চাহিদা মেটাতে শুরু হয় আবির তৈরির কাজ, সেই মোতাবেক শুরু হয়েছে আবির তৈরির কাজ। তবে তকবান্ধব ভেষজ আবির, এখন মানুষের প্রিয়। এই আবির ব্যবহার করলে চামড়ায় হয় না কোনও সমস্যা। এই আবিরতৈরির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন ফুলের রেনু এবং পলাশ ফুল। বাঁকুড়ার খাতড়ার বিবেকানন্দ রোডের উপরে এক আবির প্রস্তুতকারক সংস্থা দিন রাত এক করে আবির তৈরি করেছে। তাদের প্রোডাকশন শুরু হয় পুজোর পর থেকেই। শীতের আগে দোলের প্রস্তুতি তুঙ্গে সেই কারণে। তবে ধীরে ধীরে স্বাস্থ্য সচেতন হচ্ছেন মানুষ। সেই কারণে সিনথেটিক রং কিংবা কেমিক্যাল মেশানো আবির ত্যাগ করে ভেষজ আবিরের চাহিদা বেড়েছে। খাতড়ার আবির ব্যাবসায়ী বানাচ্ছেন ভেষজ আবির। আবির ব্যাবসাযী জানান, কম দামী জিনিসের প্রতি মানুষের চাহিদাটা একটু বেশি। তবে আমাদের বাবাই আবির সবসময় চেষ্টা করে ইকো ফ্রেন্ডলি আবির তৈরি করতে। প্রায় ৩০ বছর ধরে আমরা কাজ করছি। আমাদের রঙের আকর্ষণ কম হলেও ভেষজ আবির বানানোই মূল উদ্দেশ্য।

খেলতে না পারলে পিচের দোষ!

ভারতের ‘অ্যাডভান্টেজ’ প্রশ্নে মেজাজ হারালেন কোচ

দুবাই, ৮ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল রবিবার। কিন্তু বিতর্ক এখনও থামছে না। টুর্নামেন্টের আয়োজক পাকিস্তান। আইসিসির এই ঘোষণার পরই ভারতীয় বোর্ড জানিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানে যাবে না ভারতীয় দল। নিরপেক্ষ ভেনুতে টুর্নামেন্ট করার প্রসঙ্গও ওঠে। যদিও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড নিজেদের দেশেই টুর্নামেন্ট করতে মরিয়া ছিল। শেষ অবধি হাইব্রিড মডেল বেছে নেওয়া হয়। ভারতের সব ম্যাচই দুবাইয়ে। ফাইনালে ভারতীয় দল ওঠায় সেই ম্যাচও। একই ভেনুতে ভারত সব ম্যাচ খেলছে। আয়োজক পাকিস্তান গ্রুপ পর্বেই ছিটকে গিয়েছে। এরপরই সমালোচনা শুরু, দুবাইয়ে অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছে ভারত। বারবার একই প্রশ্ন। এবার মেজাজ হারালেন ভারতের কোচও। দুবাইয়ে খেললেও মন্থর পিচে চ্যালেঞ্জের সামনে পড়েছে ভারতীয় দল। তবে

ভারতের ব্যাটাররা ধৈর্য ধরে পারফর্ম করেছেন। শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, অক্ষর প্যাটেলররা দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন। রোহিত শুরুটা বিধ্বংসী করেছেন। তেমনই ভারতের বোলিং আক্রমণ, বিশেষ করে স্পিন বোলিং বিভাগ দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। প্রয়োজনের সময় জ্বলে উঠেছেন সামি, হার্দিকও। তারপরও অ্যাডভান্টেজ প্রশ্ন। ফাইনালের আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। ভারতের ব্যাটিং কোচ বলেন, ‘‘জানি না, কারা আমাদের অ্যাডভান্টেজ পেতে দেখছে। এখানে কী অ্যাডভান্টেজ রয়েছে সেটাও বুঝতে পারছি না। কোন গ্রুপে কে খেলবে, সেটাও অনেক আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ভারত চার ম্যাচ জেতার পর হঠাৎ মনে হল অ্যাডভান্টেজ দেওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্নের কী জবাব দেওয়া উচিত সেটাই বুঝতে পারছি না। জিততে হলে ভালো খেলতে হবে। ভালো খেলতে না পারলে অভিযোগ করার কোনও মানে নেই। আমরা এখানে প্র্যাক্টিস করছি, ম্যাচ খেলছি। আমরা এসেছি বলে এখানকার পরিস্থিতি বদলে যায়নি।’’

বিরাট-রোহিত নন, রবিচন্দ্রন অশ্বিনের চোখে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে গেম চেঞ্জার শ্রেয়স আইয়ার

চেন্নাই, ৮ মার্চঃ অপেক্ষার প্রহর এ বার শেষের পথে। ৯ মার্চ, আগামিকাল দুবাইতে বসবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আসর। সেখানে সোনালি ট্রফির শেষ লড়াইয়ে নামবে রোহিত শর্মার ভারত এবং মিচেল স্যান্টনারের নিউজিল্যান্ড। মেগা ফাইনালে দেশ-বিদেশের অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার ভারতকে ফেভারিট বলেছেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের সদ্য প্রাক্তন ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন বেছে নিলেন সেই ক্রিকেটারকে, যিনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারতের গেম চেঞ্জার হতে পারেন। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিকে এক্ষেত্রে বেছে নেননি অশ্বিন। তা হলে কোন ক্রিকেটারের উপর এত ভরসা করছেন? রবিচন্দ্রন অশ্বিনের হিন্দি ইউটিউব চ্যানেল ‘অ্যাশ কি বাত’-এ বলেছেন, ‘‘আমার মতে গেম-চেঞ্জার হতে পারে শ্রেয়স আইয়ার। ওর সাম্প্রতিক ফর্মের জন্যই এটা বলছি। ম্যাচের শেষে রবীন উথাপ্পা ওর সঙ্গে কথা বলেছিল। সেখানে রবিন ওকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ও এতটা গোছানো হল কী করে। এরপর ও জানিয়েছিল, শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল নিয়ে ও কাজ করেছে। ওডিআই বিশ্বকাপে ও অসাধারণ পারফর্ম করেছিল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ও ভালো পারফর্ম করেছিল। মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়েতে ও ভালো খেলেছে। এ

বার এই টুর্নামেন্টেও নজর কাড়ছে ও।’’ অশ্বিন এও জানিয়েছেন যে, শর্ট-পিচ বোলিংয়ে শ্রেয়স নিজের ব্যাটিংয়ের উন্নতি করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘ও শর্ট বলেও ভালো পারফর্ম করছে। এটা ঠিক যে ও শেষ ২টো ম্যাচে আউটও হয়েছে। কিন্তু সেটা ভাবার বিষয় নয়। আমি মনে করি এটা শ্রেয়স আইয়ারের অন্যতম শক্তি। ও যে ক্ষেত্রে ভালো নয়, সেখানে নিজেকে সেরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে।’’ ভারতীয় প্রাক্তন স্পিনার অশ্বিন এও মনে করেন, শ্রেয়স যে ভাবে খেলছেন, তাতে বিরাট কোহলির খেলতে সুবিধা হচ্ছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে বিরাটের সঙ্গে শ্রেয়স আইয়ার তৃতীয় উইকেটে ১১৪ রানের পার্টনারশিপ গড়েছিলেন। অশ্বিন বলেন, ‘‘বিরাট ও শ্রেয়সের পার্টনারশিপ দেখে প্রতিপক্ষ ক্যাপ্টেন স্পিন অস্ত্রও কাজে লাগাতে পারেনি। শ্রেয়স সমস্ত চাপ বিরাটের থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। মিডল ওভারে ওরা দারুণ জুটি বেঁধেছিল। তাই বিরাটের সাফল্যে অবদান রয়েছে শ্রেয়সের। আর শ্রেয়সের সাফল্যে বিরাট অবদান রয়েছে কোহলির। কারণ যখন জোরে বোলাররা শ্রেয়সকে আক্রমণ করছিল, সেই সময় বিরাট তাড়াতাড়ি রান তুলে নিচ্ছিল।’’ প্রসঙ্গত, এই টুর্নামেন্টে শ্রেয়স পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিরাট কোহলির সঙ্গে তৃতীয় উইকেটে ১১৪ রানের পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন। বিরাট শেষপর্যন্ত ১০০ রানে অপরাজিত থাকেন। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শ্রেয়স যখন ব্যাট করতে নেমেছিলেন, সেইসময় টিম ইন্ডিয়া ৩০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। এই পরিস্থিতিতে তিনি অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে একটি ম্যাচজয়ী ৯৮ রানের পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন। সঙ্গে নিজে করেছিলেন ৭৯ রান। এরপর সেমিফাইনাল ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত আবারও ৪২ রানে জোড়া উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল। সেইসময় শ্রেয়স ফের বিরাটের সঙ্গে ৯১ রানের একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্টনারশিপ গড়ে তোলেন এবং টিম ইন্ডিয়াকে বিপদমুক্ত করেন।

শুরুতে হয়তো বুমরাকে পুরোদস্তুর পাওয়া যাবে না

আইপিএলের আগে বড় ধাক্কা মুম্বইয়ের

মুম্বই, ৮ মার্চঃ কেমন আছেন জসপ্রীত বুমরা? ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মনে এই প্রশ্ন উঠছে বারবার। তাঁকে ছাড়াই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলল টিম ইন্ডিয়া। রবিবার ভারতীয় টিম টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলবে। এরপর শুরু হয়ে যাবে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। ২২ মার্চ ১৮তম আইপিএলের বোধন। তার আগে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরের চাপ বাড়ল। কারণ, এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেননি বুমরা। বেঙ্গালুরুর এনসিএতে কয়েকদিন আগেই বোলিং করেছিলেন বুমরা। তবে পুরোদস্তুর ফর্মে ফিরতে তাঁর আরও সময় লাগবে বলেই জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে উঠে আসছে এ খবরও যে, আইপিএলের শুরুর দিকে খেলতে পারবেন না বুমরা। কবে তা হলে বুমরাকে আইপিএলে অ্যাকশনে দেখা যাবে? সংবাদমাধ্যমের এক রিপোর্ট অনুযায়ী, বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআই সেন্টার অব এক্সেলেন্সে রিহ্যাব পর্ব কাটাচ্ছেন বুমরা। পিঠের চোটের কারণে তাঁর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলা হয়নি। এ বার আইপিএলের প্রথম দুই সপ্তাহও হয়তো তাঁকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিম থেকে দূরে থাকতে হবে। বোর্ডের এক সূত্র বুমরাকে নিয়ে বলেছেন, ‘‘বুমরার মেডিক্যাল রিপোর্ট ঠিক আছে। তিনি বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সেলেন্সে বোলিং শুরু করেছেন। আইপিএলের শুরুর দিকে মনে হয় না তিনি পুরোদস্তুর বোলিং শুরু করতে পারবেন। বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে ও মাঠে ফিরতে পারবে।’’ ওই সূত্রের কথা অনুযায়ী, তা হলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে শুরুর তিন-চারটে ম্যাচ হয়তো খেলতে পারবেন না। বুমরা পুরোদস্তুর বোলিং শুরু করেননি। বোর্ডের নিকট সূত্র বলেছেন, ‘‘মেডিক্যাল টিম ধীরে ধীরে বুমরার কাজের চাপ এবং তীব্রতা বাড়িয়ে তুলবে। যদি তিনি কিছু দিনের মধ্যে কোনও অস্বস্তি ছাড়া পুরোদমে বোলিং করতে পারেন, তা হলে মেডিক্যাল টিম তাঁকে গ্রিন সিগন্যাল দেবে। আর তিনি পুরো দস্তুর বোলিং করতে গিয়ে যদি অস্বস্তিতে পড়েন, তা হলে মেডিক্যাল টিম তাঁকে হয়তো এখনও ছাড়বে না।’’

ভারতের পতাকা আরও উঁচুতে ওড়াতে চাই, ফাইনালের আগে হুঙ্কার বিরাট কোহলির

দুবাই, ৮ মার্চঃ হাতে আর একেবারে বেশি সময় বাকি নেই। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ইতিমধ্যে অবসন্নবেলায় ঢলে পড়েছে। হাতে বাকি রয়েছে আর মাত্র একটা ম্যাচ। আগামী রবিবার (৯ মার্চ) দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজিত ফাইনাল ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া খেলতে নামবে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ২৫ বছর আগে এমনই এক চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে খেলতে নেমেছিল ভারত এবং নিউজিল্যান্ড। সেইবার ট্রফি জিততে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। তবে এবার বদলা নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। ইতিমধ্যে টিম ইন্ডিয়ার তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলির একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। ওই ভিডিওয় বিরাট ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের অনুরোধ করেছেন, তাঁরা যেন মাঠে আসেন এবং টিম ইন্ডিয়াকে সাপোর্ট করেন। কিং কোহলি বললেন, ‘‘আমি ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের শুধুমাত্র একটাই কথা বলতে চাই। মাঠে আসুন। আমাদের সাপোর্ট করুন। প্রত্যেকবার যেভাবে বিশাল সংখ্যক সমর্থক মাঠে এসে আমাদের সাপোর্ট করেন, এবারও আপনাদের থেকে তেমনই সাপোর্ট আমাদের দরকার।’’ সঙ্গে বিরাট আরও যোগ করেছেন, ‘‘ভারতের থেকে দুবাই তো আর খুব বেশি দূরে নয়। সেকারণে আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা এখানেও স্টেডিয়াম খুব দ্রুত ভরিয়ে দেবেন। আপনাদের এই সমর্থনকে আমরা সবসময় সম্মান করি। বিশেষ করে বড় ম্যাচে এবং কঠিন পরিস্থিতিতে আপনারা সবসময় আমাদের পাশে থাকেন। সেকারণে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।’’ এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি, দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। এই স্টেডিয়ামে প্রায় ২৫,০০০ দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারবেন। ভারত বনাম নিউজিল্যান্ডের মধ্যে আয়োজিত ফাইনাল ম্যাচের জন্য গোটা স্টেডিয়াম ভর্তি হয়ে গিয়েছে। স্টেডিয়ামে ২৫ হাজার আসনের টিকিট চোখের নিমেষেই ফুরিয়ে গিয়েছে। দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের টিকিট মোটামুটি ৬,০০০ টাকা থেকে শুরু হচ্ছে। আর এই টিকিট সর্বাধিক দাম গিয়ে ঠেকেছে ২ লাখ ৮৩ হাজার ৮৭১ টাকায়। এই টিকিট কাটলে আপনাকে হসপিটালিটি বক্সে বসে ম্যাচ দেখার যাবতীয় সুযোগ সুবিধে দেওয়া হবে। মজার ব্যাপার, এই টিকিটও ইতিমধ্যে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। সবশেষে বিরাট বললেন, ‘‘আমরা সবসময় জেতার চেষ্টা করি। মাঠের মধ্যে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিই। ভারতের পতাকা আরও উঁচুতে ওড়াতে চাই। সেকারণে দয়া করে মাঠে আসুন। আমাদের সাপোর্ট করুন। আপনার মুখের হাসি আমরা মুছতে দেব না।’’

রোহিতের অবসর নিয়ে জবাব গিলেন

দুবাই, ৮ মার্চঃ রবিবারের ম্যাচের পরে কি এ বার এক দিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন রোহিত? এই প্রশ্নের জবাব দিলেন শুভমন গিল। সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গে শুভমন বলেন, ‘‘আমরা এই বিষয়ে এখন কোনও আলোচনা করছি না। ম্যাচ জেতার কথা ভাবছি। কী ভাবে ম্যাচ জিতব সেই বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। আমার মনে হয় রোহিত ভাইও এখন জেতার কথাই ভাবছে। আগে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতি। তার পরে রোহিত ভাই অবসরের কথা ভাববে।’’

প্র্যাক্টিসের আগেই টিম হোটেল থেকে হাওয়া রোহিত-শুভমন!

দুবাই, ৮ মার্চঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের আগে ভারতের ক্যাপ্টেন-ভাইস ক্যাপ্টেন কি চাপে? টুর্নামেন্টে গ্রুপের প্রথম ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছিলেন শুভমন গিল। পাকিস্তান ম্যাচে অল্পের জন্য হাফসেঞ্চুরি মিস হয়। রোহিত প্রতি ম্যাচেই বিধ্বংসী শুরু দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধারাবাহিকতা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছেন না। ফাইনালের আগের দিন প্র্যাক্টিস করল টিম ইন্ডিয়া। সূচি অনুযায়ী ভারতীয় দলের প্র্যাক্টিসে নামার কথা ছিল দুপুর ২টো থেকে। আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্র্যাক্টিসে যাওয়ার আগেই টিম হোটেল থেকে হাওয়া ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ও ভাইস ক্যাপ্টেন শুভমন গিল! মিনি বিশ্বকাপের আগে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলেছে ভারত। দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন শুভমন গিল। রোহিতও একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন। শুভমনও সেঞ্চুরি দিয়েই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু করেন। যদিও পরের দিকে ফর্ম খারাপ হয়েছে। যে কারণে অস্বস্তিতে ভাইস ক্যাপ্টেন। তেমনই ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের চেষ্টা করলেও সাফল্য পাচ্ছেন না। বড় ইনিংস না আসায় সমালোচনাও হচ্ছে। ফাইনালের

মঞ্চে ওপেনিং জুটিটা দুর্দান্ত হোক, এমনটাই প্রত্যাশা। সে কারণেই রোহিত ও শুভমন আগে ভাগে টিম হোটেল ছাড়েন। টিমের অনেক আগেই দুবাইয়ের আইসিসি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্র্যাক্টিসে নেমে পড়েন রোহিত ও শুভমন। সঙ্গে ছিলেন ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক এবং সাপোর্ট স্টাফ। দু-জনেই স্পেশাল ট্রেনিং সারেন। এরপর টিম বাসে বাকি সদস্যরাও পৌঁছন। টুর্নামেন্টে এর আগে বিরাট কোহলিও এমনটা করেছিলেন। টিমের নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই প্র্যাক্টিসে নেমে পড়েছিলেন বিরাট কোহলি। রোহিত-শুভমন যেন সেই পথেই।

অনুশীলনে বিরাটের চোট বাড়াল বিপদ, আদৌ খেলতে পারবেন ফাইনালে?

দুবাই, ৮ মার্চঃ আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের আগে মহাবিপদে পড়ল ভারতীয় ক্রিকেট দল। চোট পেয়েছেন দলের তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলি। জানা গিয়েছে, ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের আগে অন্তিম অনুশীলন করছিল টিম ইন্ডিয়া। সেইসময় হাঁটুর ঠিক তলায় চোট পান কোহলি। জিও নিউজে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুবাইয়ের আইসিসি অ্যাকাডেমিতে অনুশীলন করছিলেন কোহলি। সেইসময় আচমকা হাঁটুর নীচে চোট পান কোহলি। এই চোটের কারণে বেশ খানিকক্ষণ অনুশীলন বন্ধ রাখতে হয়। বিরাট চোট পেতেই টিম ইন্ডিয়ার মেডিক্যাল টিম মাঠের মধ্যে দৌড়ে আসে। তাঁর হাঁটুতে পেইন রিলিফ স্প্রে করা হয়। তারপর পায়ে বেঁধে দেওয়া হয় একটা মোটা ব্যান্ডেজ। আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয়েছে যে বিরাটের চোট অতটাও গুরুতর নয়। কারণ মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাননি তিনি। অনুশীলন শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের এক কোচিং স্টাফ জানিয়েছেন যে কিং কোহলির চোট একেবারে গুরুতর নয়। আশা করা হচ্ছে, ফাইনাল ম্যাচে আগে উনি ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে উঠতে পারবেন। এই টুর্নামেন্টে বিরাট কোহলি ব্যাট হাতে দুর্দান্ত ফর্মে রয়েছেন। দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিনি ৩ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে জ্বলে উঠেছেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করার পাশাপাশি সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও তিনি ঝকঝকে হাফসেঞ্চুরি করেছেন। কীভাবে রান তাড়া করতে একটা দলকে জেতাতে হয়, সেটা খুব ভাল করেই জানেন বিরাট। ফাইনালে যদি কোহলি একান্ত না খেলতে পারেন, তাহলে হয়ত টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে ঋষভ পন্থকে দেখা যাবে। এই টুর্নামেন্টে ঋষভ এখনও পর্যন্ত একটাও ম্যাচ খেলেননি। শেষপর্যন্ত ফাইনাল ম্যাচের কথা মাথায় রেখে টিম ম্যানেজমেন্ট কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেটাই দেখার।

দলের সঙ্গে শিলং গেলেন না কোচ ব্রুজো, মন খারাপ নাকি অন্য কোনো কারণ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ মার্চঃ প্রথমে আইএসএলের প্লে অফ থেকে ছিটকে যাওয়ার ধাক্কা, এরপর ঘরের মাঠে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে আর্কাদাগের কাছে ১-০ হার, ইস্টবেঙ্গল এখন এক অস্থির সময় পার করছে। তবে আগামী বুধবার তুর্কমেনিস্তানে দ্বিতীয় লেগের আগে, তারা নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে আইএসএলের শেষ ম্যাচে একাধিক তারকা ফুটবলারকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি কোচ অস্কার ব্রুজোও নর্থইস্টের ম্যাচে দলের সঙ্গে শিলংয়ে যাননি। নর্থইস্ট ইউনাইটেড বর্তমানে ২৩ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে আইএসএল টেবিলে পঞ্চম স্থানে রয়েছে। তারা এই ম্যাচটি জিতলে তৃতীয় স্থানে উঠে আসতে পারে। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের সহকারী কোচ বিনো জর্জ বলেছেন, নর্থইস্টের ম্যাচকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না। তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ‘‘আমাদের ফুটবলাররা প্রস্তুত এবং আমরা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামব।’’ নর্থইস্টের বিরুদ্ধে ম্যাচের পরেই ইস্টবেঙ্গলকে তুর্কমেনিস্তানে ফিরে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের ফিরতি ম্যাচ খেলতে হবে। গত ম্যাচে ১-০ হারের পর, সেখানে কামব্যাকের জন্য তাদের প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি। মাত্র ১১ দিনের মধ্যে চারটি ম্যাচ খেলতে হচ্ছে লাল-হলুদ বাহিনীকে। তাই আইএসএলের ম্যাচে মূলত রিজার্ভ বেঞ্চের খেলোয়াড়দের সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বেশি। বিনো জর্জ আরও জানান, ‘‘আমরা কঠিন সূচি পার করছি, কিন্তু দুটো ম্যাচকেই সমান গুরুত্ব দিচ্ছি।’’ শেষ চার ম্যাচের মধ্যে তিনটি জিতেছে ইস্টবেঙ্গল, এবং তাদের লক্ষ্য অন্তত সম্মানজনক স্থানে শেষ করা। এখন দেখার বিষয়, এক ঝাঁক তরুণ ফুটবলার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল নর্থইস্ট ইউনাইটেডের পাহাড়প্রমাণ বাধা অতিক্রম করতে পারে কিনা।

রোনাল্ডোর গোল সংখ্যা ৯২৬

অর্ধেক তাঁর ৩০-এর আগে, অর্ধেক ৩০-এর পরে

৩০ পেরিয়ে যাওয়া মানে শেষের পথে হাঁটার শুরু। ৩৫ ছুঁয়ে ফেললে বেজে যায় শেষের ঘণ্টা। বেশির ভাগ ফুটবলারের বাস্তবতা এটি। কিন্তু অন্যদের সঙ্গে অনন্যদের পার্থক্য কোথায়, সেটিই যেন দেখিয়ে চলেছেন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। অবিশ্বাস্যভাবে, বয়স ৩০ হওয়ার আগে ও পরে তার গোলের সংখ্যা এখন সমান!

রিয়াধ, ৮ মার্চঃ ম্যাচটা তাঁর দল জিততে পারেনি। গতকাল রাতে সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল শাবাবের সঙ্গে ২-২ ড্র করেছে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর দল আল নাসর। দলের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেছেন ৪০ বছর বয়সী পর্তুগিজ কিংবদন্তি। ম্যাচের ৫২তম মিনিটে করা গোলের মাধ্যমে অনন্য এক কীর্তি ছুঁয়েছেন রোনাল্ডো। আল শাবাবের বিপক্ষে গোলটি তাঁর পেশাদার ক্যারিয়ারের ৯২৬তম। এর মধ্যে অর্ধেক, অর্থাৎ ৪৬৩টি গোল করেছেন বয়স ৩০ পেরোনোর পর। বাকি অর্ধেক ৩০ পূর্ণ হওয়ার আগে। ফুটবল যে স্রেফ তরুণদের খেলা নয়, সেটিই যেন ম্যাচের পর ম্যাচে দেখিয়ে চলেছেন ‘সিআরসেভেন’। সাধারণত, বেশির ভাগ ফুটবলারের ক্যারিয়ারের মূল সময় আসে ২৫

পার হওয়ার পর। তবে সেটি আবার ৩৫ পেরোতেই ভাটির দিকে চলে যায়। কিন্তু গত মাসে ৪০ পূর্ণ করা রোনাল্ডো যেন অদম্য। ২০২৩ সালে আল নাসরে যোগ দেওয়ার পর এখন পর্যন্ত করেছেন ৯০ গোল। যে গতিতে এগোচ্ছেন, একশো হতে বেশি দিন লাগার কথা নয়। রোনাল্ডো তাঁর ক্যারিয়ারে এখন পর্যন্ত পাঁচটি ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। এরমধ্যে তিনটির হয়ে গোল সংখ্যা তিন অঙ্কের-ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ১৪৫, রিয়াল মাদ্রিদে ৪৫০, জুভেন্তাসে ১০১। আল নাসর বাদে একশো গোল নেই শুধু স্পোর্তিং লিসবনে, যদিও পর্তুগিজ ক্লাবটির হয়ে খেলেছেনই মাত্র ৩১ ম্যাচ। রোনাল্ডো ৩০ পেরোনোর আগে খেলেছেন লিসবন, ইউনাইটেড ও রিয়াল মাদ্রিদে। আর ৩০ পেরোনোর পর রিয়াল, জুভেন্তাস, ইউনাইটেড ও আল নাসরে। বলাবাহুল্য, বয়স ৩০ পেরোনোর পর রোনাল্ডোর চেয়ে বেশি গোল আর কেউ করেননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৪১ গোল করেছেন ব্রাজিলের রোমারিও। বর্তমানে ক্যারিয়ার-গোলসংখ্যায় রোনাল্ডোর সঙ্গে যাঁর নাম আলোচনায় ওঠে, সেই লিওনেল মেসির মোট গোল ৮৫২। এর মধ্যে ৩৭ বছর বয়সী ৮ মাস বয়সী মেসি ৩০ পেরোনোর পর করেছেন ২৮৭ গোল, রোনাল্ডোর চেয়ে ১৭৬টি কম।

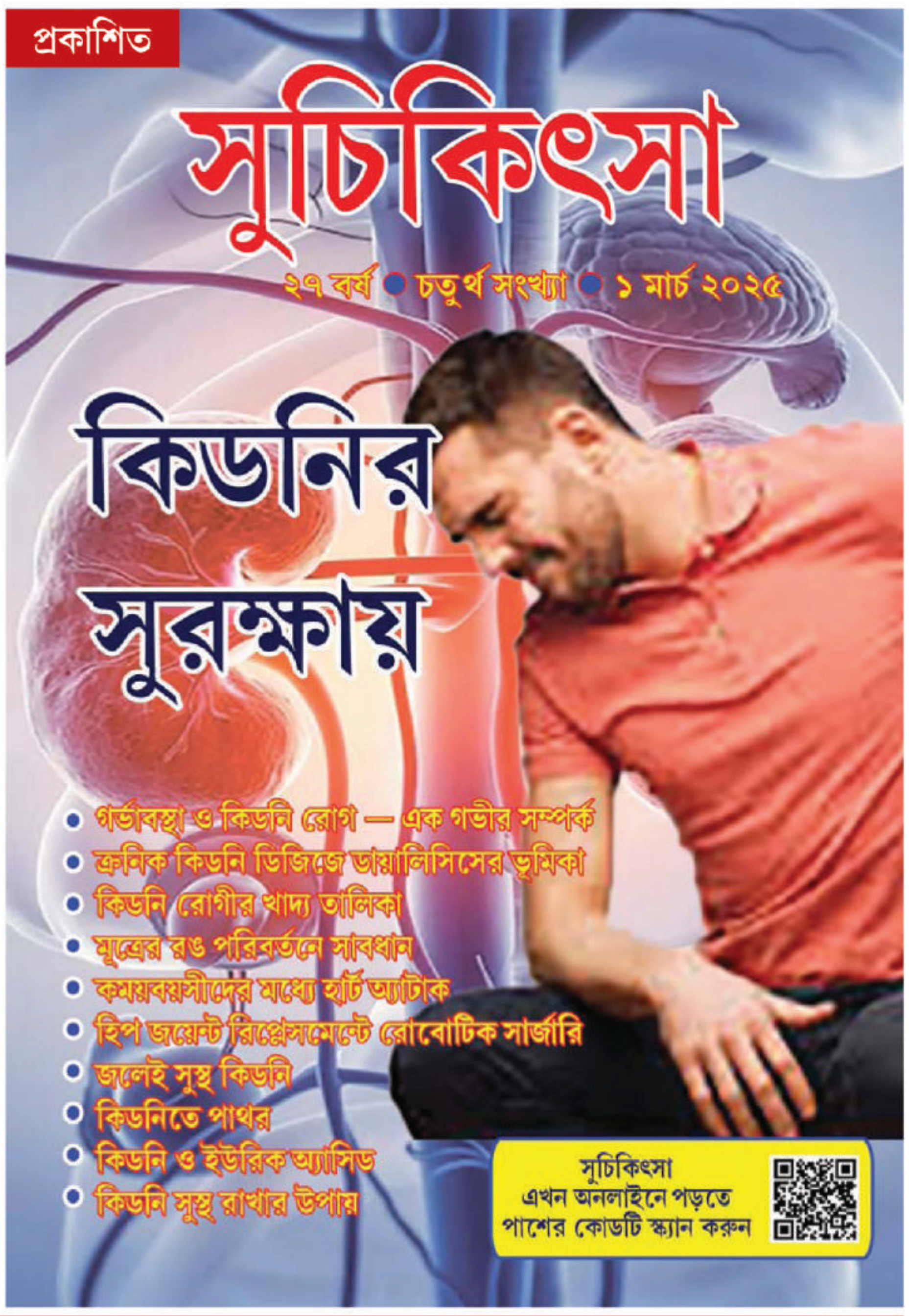

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com